জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩

স্মরণিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভূমি মন্ত্রণালয়

স্মার্ট ভূমিসেবায় আপনাকে স্বাগতম

স্মার্ট ভূমি সেবা ২৪/৭ ১৬১২২ land.gov.bd

জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩

স্মরণিকা

স্মার্ট ভূমিসেবায় আপনাকে স্বাগতম

ভূমি মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩

স্মরণিকা

প্রধান পৃষ্ঠপোষক:

সাইফুজ্জামান চৌধুরী এম. পি.
মন্ত্রী
ভূমি মন্ত্রণালয়

পৃষ্ঠপোষক:

মোঃ খলিলুর রহমান
সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়

উপদেষ্টা:

মোঃ আব্বাছ উদ্দিন, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), ভূমি মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা পরিষদ:

ড. মোহাম্মদ শাহানুর আলম, উপসচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়
ইশরাত ফারজানা, উপসচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়
এ টি এম আজহারুল ইসলাম, উপসচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়
মোহাম্মদ আবুল কালাম, উপসচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়
সৈয়দ মোঃ আব্দুল্লাহ আল নাহিয়ান, জনসংযোগ কর্মকর্তা, ভূমি মন্ত্রণালয়

প্রকাশনায়: ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়
প্রকাশকাল: ২৭ জুন ২০২৩

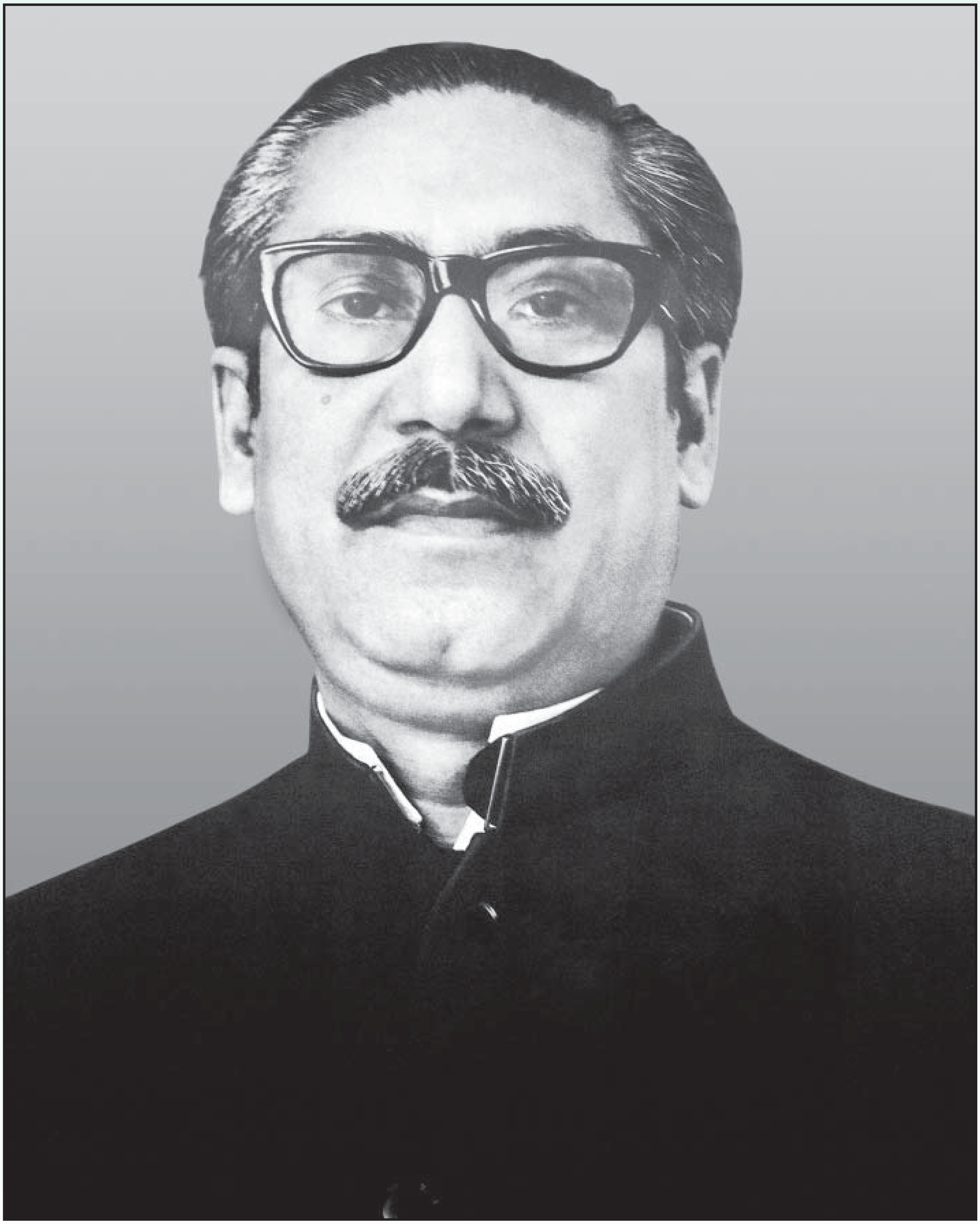

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
অধ্যায় -১ উদ্বোধনী সেশনঃ	
মুখবন্ধ	৯
প্রধান অতিথির বক্তৃতাঃ শেখ হাসিনা, এম.পি., মাননীয় প্রধানমন্ত্রী	১৩
সম্মেলন সভাপতির বক্তব্যঃ সাইফুজ্জামান চৌধুরী এম.পি.	২৩
বিশেষ অতিথির বক্তব্যঃ আনিসুল হক এম.পি.	২৭
সম্মেলন আহ্বায়কের কথাঃ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, পিএএ	৩০
আইন ও বিচার বিভাগের সচিবের বক্তব্যঃ মোঃ গোলাম সারওয়ার	৩৪
একজন সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর অভিব্যক্তিঃ নূরজাহান আক্তার সাথী	৩৭
ভূমি মন্ত্রণালয়ের ৭টি নতুন উদ্যোগ	৪০

অধ্যায়-২ স্মার্ট ভূমি ব্যবস্থাপনা: ৪২

স্মার্ট ভূমি ব্যবস্থাপনায় মাঠ প্রশাসনঃ একটি উপস্থাপনা ৪৪
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, পিএএ

অধ্যায়-৩ সায়রাত মহাল ও খাসজমি ব্যবস্থাপনা: ৫৪

সায়রাত মহাল ও খাসজমি ব্যবস্থাপনায় জনবান্ধব ভূমিসেবা ৫৬
এ কে এম শামিমুল হক ছিদ্দিকী

অধ্যায়-৪ ভূমি অধিগ্রহণ ব্যবস্থাপনা ও সরকারি মামলা ব্যবস্থাপনা: ৬৬

ভূমি অধিগ্রহণ ব্যবস্থপনা ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের মামলা ব্যবস্থাপনা ৬৮
ড. মোঃ মাহমুদ হাসান

ভূমি মন্ত্রণালয়ের মামলা ব্যবস্থাপনা ৭৯
ড. মোঃ মাহমুদ হাসান

অধ্যায়-৫ বাংলাদেশ ডিজিটাল জরিপ: ৮৯

বাংলাদেশ ডিজিটাল জরিপ ৯০
মোঃ আব্দুল বারিক

অধ্যায়-৬ আলোকচিত্র: ১০৩

পরিশিষ্ট: ভূমি সম্মেলন ২০২৩ উদ্‌যাপন কমিটিসমূহ ১২১

মুখবন্ধ

ভূমিতে আগমন, ভূমিতে বসবাস, ভূমিতে আবাদ, ভূমির মালিকানা, ভূমি বিষয়ক জটিলতা, ভূমি সংরক্ষণ এবং অবশেষে ভূমিতেই প্রত্যাগমন - ভূমি ও মানুষের চিরন্তন এই সম্পর্ক প্রতিটি জীবনের গল্প। কৃষি, অর্থনীতি, সম্পদ, জলবায়ু, সার্বভৌমত্বসহ ভূমির সাথে জড়িত সবকিছুই। এজন্যই ভূমি ব্যবস্থাপনা সারা বিশ্বেই সর্বজনীন একটি জটিল প্রক্রিয়া হিসেবে স্বীকৃত। এর উপর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলের ভূমি ব্যবস্থাপনা ও রেকর্ড লাভ করায় বাংলাদেশে বিষয়টি অধিকতর জটিল রূপ ধারণ করে।

ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী ভূমিকে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে শোষণের দৃষ্টিকোণ থেকে ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করেছিল । পাকিস্তান আমলেও এর খুব ব্যতিক্রম ছিলনা। জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হলেও সেসময় প্রকৃতপক্ষে বেশিরভাগ কৃষক ছিলেন ভূমিহীন। পাকিস্তান আমলে বাংলার মানুষের আর্থ-সামাজিক মুক্তির অন্যতম ঐতিহাসিক দলিল ২১ দফার অন্যতম দফা ছিল:

> ‘বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি ও সকল খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করে উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। খাজনার পরিমাণ হ্রাস এবং সার্টিফিকেট জারির মাধ্যমে খাজনা আদায় প্রথা রহিত করা হবে’।

সেই সময়ের তরুণ রাজনীতিবিদ হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন ২১-দফা কর্মসূচির অন্যতম সহযোগী উদ্যোক্তা। পরবর্তীতে তৎকালীন পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ ও জাতীয় পরিষদের সদস্য হিসেবে বঙ্গবন্ধু বারবার ভূমির উপর সাধারণের অভিন্ন অধিকার আদায়ের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রথম যে পদক্ষেপটি গ্রহণ করেন সেটি হল ভূমি সংস্কার ও কৃষকের মুক্তি। ১৩ জানুয়ারি ১৯৭২-এ বঙ্গবন্ধু সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভার প্রথম সিদ্ধান্ত হচ্ছে কৃষকের ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ।

বঙ্গবন্ধু কৃষকদের বিরুদ্ধে বকেয়া ভূমি উন্নয়ন করের জন্য দায়েরকৃত সকল সার্টিফিকেট মামলা বাতিলের আদেশ দেন। স্বাধীনতার পূর্বে ‘বোর্ড অব রেভিনিউ’ দ্বারা ভূমি ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হলেও দেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই বঙ্গবন্ধু ভূমি সংস্কার এবং সুষ্ঠু ভূমি ব্যবস্থপনার জন্য ১৯৭২ সালে ‘ভূমি প্রশাসন ও সংস্কার মন্ত্রণালয়’ প্রতিষ্ঠা করেন।

জাতির পিতা দৃঢ়তার সাথে ভূমি সংস্কার শুরু করেন। তিনি কৃষি জমির মালিকানার সিলিং ১০০ বিঘা নির্ধারণ করেন। আর, ভূমিহীন ও ছিন্নমূল মানুষদের পুনর্বাসনের জন্য তিনি পরিকল্পিত

গুচ্ছগ্রাম স্থাপনের মতো যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার পোড়াগাছাতে ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু ভূমিহীন ও দুর্যোগকবলিত দুঃস্থ মানুষদের পুনর্বাসনের জন্য গুচ্ছগ্রাম ও আশ্রয়ণ প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করেন।

পরবর্তীতে জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর সুষ্ঠু ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং ভূমিহীনদের জন্য ভূমি ও গৃহ প্রদানের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে বিশাল কর্মযজ্ঞ হাতে নেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর হাতে শুরু হওয়া ভূমিহীনদের পুনর্বাসন কার্যক্রমকে ভূমি মন্ত্রণালয় ব্রত নিয়ে এগিয়ে নিয়েছে। বিগত ৫ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রাপ্ত পরিবার সংখ্যা ১,৯৩,০০৯ টি; চর ডেভলেপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্পের আওতায় (নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম) কৃষি জমি বন্দোবস্ত প্রাপ্ত পরিবার সংখ্যা ৩৪,০০০ টি; জাতির পিতার হাত দিয়ে শুরু হওয়া গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের মাধ্যমে সুবিধাপ্রাপ্ত পরিবার সংখ্যা ১২৫,৯০৮টি; মুজিব বর্ষে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহসহ জমি বন্দোবস্ত প্রাপ্ত পরিবার সংখ্যা ২,৩৭,৮৩১ টি এবং ১৯৯৭ সাল হতে আজ পর্যন্ত আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহসহ জমি বন্দোবস্ত প্রাপ্ত পরিবার সংখ্যা ৫,৫৪,৫৯৭ টি। ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমিহীনদের মধ্যে ভূমি বন্দোবস্ত প্রদানের মাধ্যমে সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্য বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নত স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে স্মার্ট সেবার ক্ষেত্রে অন্যতম দৃশ্যমান হলো ভূমিসেবা ডিজিটাইজেশন। ভূমিসেবা ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আজকের ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনা। স্মার্ট ভূমিসেবা ও ভূমিসেবা ডিজিটাইজেশনের ক্ষেত্রে ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভূমি মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করে ৩১ টি নির্দেশনা প্রদান করেন। নির্দেশনাসমূহের মধ্যে ভূমিসেবা ডিজিটাইজেশনের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- ডিজিটাল ল্যান্ডজোনিং সতর্কতার সাথে দ্রুত শেষ করতে হবে।
- ভূমি রেকর্ড ডিজিটাইজেশনের কাজ ভাগে ভাগে না করে সারাদেশে একসাথে করতে হবে এবং
- ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে ভূমি সংক্রান্ত সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।
- সারা দেশে ভূমি রেকর্ড দ্রুত আধুনিকায়ন করতে হবে।

ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর যেসব উদ্যোগ রয়েছে তার মধ্যে ডিজিটাল ভূমিসেবা অন্যতম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নির্দেশনায় ভূমি মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে সারাদেশে শতভাগ ই-নামজারি, পহেলা বৈশাখ ১৪৩০ থেকে অনলাইনে শতভাগ ক্যাশলেস ভূমি উন্নয়ন কর আদায়, ৫ কোটির বেশি পুরনো ও জরাজীর্ণ সিএস, এসএ,

আরএস ও নামজারি খতিয়ান অনলাইনে এন্ট্রি, অনলাইনে ও ডাকযোগে দেশে ও বিদেশে (১৯২টি দেশে) খতিয়ান সরবরাহ, অনলাইনে জলমহাল ইজারার আবেদন গ্রহণ, ডিজিটাল ল্যান্ড জোনিং, ডিজিটাল ভূমি তথ্য ব্যাংকসহ নানামুখী জনবান্ধব উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

স্মার্ট ভূমিসেবা বাস্তবায়নের মতো বিশাল কর্মযজ্ঞ পরিচালনার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের রয়েছে ৯টি অনুবিভাগ ও ১টি সেল, যথা: প্রশাসন অনুবিভাগ; মাঠ প্রশাসন; উন্নয়ন অনুবিভাগ; খাস জমি অনুবিভাগ; আইন অনুবিভাগ; অধিগ্রহণ অনুবিভাগ; জরিপ অনুবিভাগ; সায়রাত অনুবিভাগ; বাজেট অনুবিভাগ ও ভূমিসেবা ডিজিটাইজেশন সেল। এই মন্ত্রণালয়ের অধীন রয়েছে: ৬টি দপ্তর ও সংস্থা - ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপিল বোর্ড, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর ও পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি-বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন। ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন মাঠ পর্যায়ে রয়েছে ব্যাপক কর্মবিস্তৃতি। উপজেলা ভূমি অফিস সংখ্যা ৪৮৭ টি, রাজস্ব সার্কেল (মহানগর) ২৬ টি, ইউনিয়ন ভূমি অফিস ৩৩৭৭ টি ও পৌরভূমি অফিস ৮৫ টি। মাঠ প্রশাসনে অনুমোদিত জনবল ১১,৭৭২ জন। বর্তমানে কর্মরত আছে ৬৮৮২ জন।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের সেবাসমূহের মধ্যে দেশব্যাপী ৪টি গুরুত্বপূর্ণ সেবা প্রায় সকল ভূমি মালিকদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়, যথা: ভূমি উন্নয়ন কর, নামজারি, ভূমি রেকর্ড ও খতিয়ান। ২০১৭ সাল থেকে শুরু হওয়া ই-নামজারি এখন শতভাগ ডিজিটাল পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। ফলে ই-নামজারি সিস্টেমের প্রবর্তনের ফলে জনগণ দ্রুত সময়ের মধ্যে নামজারি সেবা পাচ্ছেন। নাগরিকগণ ঘরে বসে নামজারি কেসের অবস্থা মোবাইল এসএমএস-এর মাধ্যমে জানতে পারছে। এখন পর্যন্ত নিষ্পত্তিকৃত ই-নামজারি আবেদন সংখ্যা ১,০৩,৫৫,২৮১ টি এবং নামজারি আবেদন ফি এবং ডিসিআর-এর মাধ্যমে হতে আদায়কৃত অর্থ ৩৩৯,০৭,০৪,৬৯০ (তিন শত উনচল্লিশ কোটি সাত লক্ষ চার হাজার ছয় শত নব্বই) টাকা।

অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর সিস্টেমের মাধ্যমে জনগণ এখন ঘরে বসেই ভূমি উন্নয়ন কর সেবা প্রদান করতে পারছেন। এখন পর্যন্ত ৪,২৮,৪০,৬৮৩ (চার কোটি আটাশ লক্ষ চল্লিশ হাজার ছয়শত তিরাশি) টি ভূমি হোল্ডিং বা জোত অনলাইনে এন্ট্রি হয়েছে এবং ৫০৩,৪২,৯৫,৭৮৯ (পাঁচশত তিন কোটি বিয়াল্লিশ লাখ পঁচানব্বই হাজার সাতশত উননব্বই) টাকা ভূমি উন্নয়ন কর আদায় হয়েছে। জেলা প্রশাসক কার্যালয় রেকর্ডরুম হতে জনগণকে ভূমি রেকর্ডের সার্টিফাইড কপি প্রদান করা একটি গুরুত্বপূর্ণ সেবা। অনলাইন আবেদন ও অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে জনগণ ঘরে বসে এই সেবাটির জন্য আবেদন করছে। ডাক বিভাগের মাধ্যমে এই সেবাটি গ্রহণ চাইলে সেবাটি ডাক বিভাগ কর্তৃক আবেদনকারীর ঠিকানায় পৌছে দেওয়া হচ্ছে। এখন পর্যন্ত ৬,৪০,৭৫,২৮৭ টি ভূমি রেকর্ড খতিয়ান ডিজিটালাইজড করে ভূমি রেকর্ডের একটি বিশাল তথ্যভান্ডার সৃষ্টি করা হয়েছে। অনলাইন আবেদনের ভিত্তিতে জনগণকে ১,৬৮,৫৭,৭২০ টি ভূমি রেকর্ডের সার্টিফাইড কপি সরবরাহ করা হয়েছে এবং তা থেকে ২৬,৭১,২৭,১০৩ (ছাব্বিশ কোটি একাত্তর লাখ সাতাশ হাজার একশত তিন) টাকা সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে। ভূমি জরিপ

সেবা কার্যক্রম ডিজিটাইজেশনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে পটুয়াখালী জেলার ইটবাড়িয়া মৌজায় ডিজিটাল জরিপ সম্পন্ন করা হয়েছে।

ভূমিসেবার ডিজিটাইজেশন ও জনবান্ধব কার্যক্রমকে আরো বেগবান করার উদ্দেশ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় প্রথমবারের মতো ২৯-৩১ মার্চ তিনদিনব্যাপী জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩ আয়োজন করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে লক্ষ্মীপুরের রামগতিতে স্থাপন করা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্মৃতিস্তম্ভ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব গুচ্ছগ্রাম কমপ্লেক্স, রেজিস্ট্রেশন-মিউটেশন আন্তঃসংযোগ, স্মার্ট ভূমি নকশা, স্মার্ট ভূমি রেকর্ডস, স্মার্ট ভূমি পিডিয়া, স্মার্ট ভূমিসেবা কেন্দ্র এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিস ভবন উদ্বোধন করেন। এছাড়া এই সম্মেলনে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে চারটি বিষয়ভিত্তিক সেমিনার ও প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধনী সেশনে প্রায় দেড় হাজার অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মন্ত্রিবর্গ, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, সিনিয়র সচিব/সচিবসহ সরকারের বিভিন্ন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, বিভাগীয় কমিশনার, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এলএ), রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর (আরডিসি), চার্জ অফিসার, সহকারী কমিশনার (ভূমি), ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা, সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার, কানুনগো এবং ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। একই সাথে জেলা প্রশাসকগণ উদ্বোধনী সেশনে অনলাইনে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন। ভূমি মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাভুক্ত দপ্তরের কর্মকর্তারাও সেশনসমূহে উপস্থিত থেকে এই সম্মেলন সফল করায় এবং পরিচালনায় সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর তিন দিনে অনুষ্ঠিত জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩-এর ৪টি প্যানেল ডিসকাশনে স্মার্ট ভূমি ব্যবস্থাপনায় মাঠ প্রশাসন, জলমহাল ও সায়রাত ব্যবস্থাপনা, অধিগ্রহণ ও সরকারি মামলা ব্যবস্থাপনা এবং জরিপ সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে উপস্থাপনা ও অংশগ্রহণমূলক আলোচনা হয়। প্যানেল ডিসকাশনে অতিথিরা তাঁদের সেক্টর কিংবা বিষয় সংশ্লিষ্ট বক্তব্য রাখেন। অংশগ্রহণমূলক প্যানেল ডিসকাশনগুলো খুবই প্রাণবন্ত ছিল। প্রতিটি প্যানেল ডিসকাশনে প্রায় ছয়শত অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় ভূমি সম্মেলন উদ্বোধনের তারিখ ২৯ মার্চ ২০২৩ এবং একই তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে আমার পদায়ন আদেশ হয়। ফলে এই সম্মেলন থেকে আমি বিশেষভাবে উপকৃত হই। এই মন্ত্রণালয়ের সকল চলমান কার্যক্রম এবং ভূমি সেবা ডিজিটাইজেশনের কার্যক্রমসমূহ এই সম্মেলনে বিভিন্ন সেশনে আলোচিত হয়। উদ্বোধনকালীন ডিজিটাল ভূমিসেবাসমূহকে অধিকতর দক্ষ করার জন্য আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। বর্তমানে আমরা ই-নামজারি, অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর এবং ই-পর্চা সেবাসমূহের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় জেনারেশনে পদার্পণ করেছি এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের iBAS++ এর সাথে স্বয়ংক্রিয় সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে সেবার মান এবং ভূমি রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধিতে সক্ষম হয়েছি।

তিনদিনব্যাপী ভূমি সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনাসহ ভূমি মন্ত্রণালয় ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মিথস্ক্রিয়ায় ভূমিসেবা আধুনিকায়ন বিষয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মতামত ও পর্যবেক্ষণ উঠে আসে, যা ভূমি মন্ত্রণালয় একটি সংকলন আকারে প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। এই সংকলনটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের স্মার্ট ভূমি ব্যবস্থাপনার একটি মূল্যবান স্মারক হিসেবে ভূমিকা রাখবে।

আশা করছি এই সম্মেলন সংশ্লিষ্ট স্মারক গ্রন্থটি ভূমি খাতের পেশাদার ও নীতি নির্ধারকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করবে। এই গ্রন্থটি একইভাবে আগামী ২০২৬ সালের মধ্যে স্মার্ট ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ২০৪১ সাল নাগাদ ভূমি মন্ত্রণালয়ের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

পরিশেষে, তিনদিনব্যাপী জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩-এর সফল আয়োজন ও এই সম্মেলনে উপস্থাপিত দিকনির্দেশনা ও অভিজ্ঞতালব্ধ পর্যবেক্ষণসমূহ স্মারকগ্রন্থ আকারে প্রকাশের এই কষ্টসাধ্য কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

মোঃ খলিলুর রহমান
সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়

প্রধান অতিথির বক্তৃতা

শেখ হাসিনা, এম.পি.

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি, সহকর্মীবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, আসসালামু আলাইকুম।

জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩ এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের ৭টি উদ্যোগের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি, এই রোজার মাসে রমজানের মোবারকবাদ জানাচ্ছি, আগাম ঈদের "ঈদ শুভেচ্ছা" জানাচ্ছি।

সুধীমণ্ডলী,

মার্চ মাস আমাদের স্বাধীনতার মাস। স্বাধীনতার এই মাসে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যার নেতৃত্বে আমরা স্বাধীন জাতি হিসেবে মর্যাদা পেয়েছি, একটি রাষ্ট্র পেয়েছি। আমি শ্রদ্ধা জানাই ৩০ লক্ষ শহিদ, ২ লক্ষ মা-বোনের প্রতি, শ্রদ্ধা ও সশ্রদ্ধ সালাম জানাই আমাদের সকল মুক্তিযোদ্ধার প্রতি। '৭৫-এর ১৫ আগস্ট, জাতির জীবনে একটি কালো অধ্যায়। মাত্র ৩ বছর ৭ মাস ৩ দিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সময় পেয়েছিলেন একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ে তুলে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের। '৭৫-এর ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। একই সাথে হত্যা করা হয় আমার মা, আমার তিন ভাই, ভ্রাতৃবধূ এবং আত্মীয়-পরিবারসহ ১৮ জন সদস্যকে। আমি সকলের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

'৭৫-এর ঘটনা যখন ঘটে আমি ও আমার ছোট বোন বিদেশে ছিলাম বলেই বেঁচে গিয়েছিলাম। ৬টি বছর আমরা দেশে আসতে পারিনি। অবৈধভাবে সংবিধান লঙ্ঘন করে যারা ক্ষমতায় এসেছিল, বিশেষ করে যে মিলিটারি ডিক্টেটর ক্ষমতা নিয়েছিল। দখল করে ছিল। আমাদেরকে দেশে আসতে দেয়নি। আমরা রিফিউজি হিসেবেই আমাদের দিন কাটাতে হয়েছে। '৮১ সালে আমি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হই। আমার অবর্তমানে জনগণের সমর্থন নিয়েই আমি অনেকটা জোর করে দেশে ফিরে আসি।

সুধীমণ্ডলী,

বাংলাদেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নতি করা। মানুষকে একটু উন্নত জীবন দেওয়া। ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলাই ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্বপ্ন। শোষিত-বঞ্চিত মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করাই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। এদেশের ৯০ ভাগ মানুষই একবেলা খাবার জোটাতে হিমশিম খেতো। তাদের কোনো অধিকারই এদেশে ছিল না। সেই অধিকার হারা, শোষিত-বঞ্চিত মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করে তাদের একটি উন্নত জীবন, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান,

চিকিৎসা ও শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়ার সেই লক্ষ্য নিয়ে জাতির পিতা আমাদেরকে স্বাধীনতার ৯ মাসের মধ্যে একটি সংবিধান উপহার দেন। আমাদের দুর্ভাগ্য যে একটি বিধ্বস্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলে যখন উন্নয়নের পথে দেশকে তিনি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন; তখনই এ চরম আঘাতটা আসে। ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠন করে জনগণের সেবা করার সুযোগ পায়। তারপর থেকে আমাদের প্রচেষ্টাই হচ্ছে এ দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে কাজ করা। স্বাধীনতার চেতনায় বাংলাদেশকে গড়ে তোলা। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণ করা।

সুধীমণ্ডলী,

ভূমি হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি সম্পদ, বলতে গেলে মানুষের বন্ধন অবিচ্ছেদ্য ভূমির সঙ্গে। আর আমাদের দেশে এই ভূমি নিয়েই সবচেয়ে বেশি সামাজিকভাবে হোক, পারিবারিকভাবে হোক, নানাভাবেই অনেক সমস্যা দেখা দেয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বাধীনতার পর যখন সরকার গঠন করেন, তখন তিনি ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মাফ করে দিয়েছিলেন। পাকিস্তান আমলে যত সার্টিফিকেট মামলা আমাদের কৃষকদের বিরুদ্ধে এবং মানুষের বিরুদ্ধে ছিল, সমস্ত মামলা তিনি প্রত্যাহার করে নেন। নতুনভাবে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে অগ্রযাত্রা শুরু করেন।

আমাদের দেশে নদীভাঙনে অনেক মানুষ ভূমিহীন হয়ে যায়, ঘর-বাড়িহীন হয়ে যায়। সেই ভূমিহীন মানুষগুলোকে পুনর্বাসনের জন্যে তিনি পদক্ষেপ নেন গুচ্ছগ্রাম পরিকল্পনার মাধ্যমে। পাশাপাশি, পরিবার পর্যায়ে জমির সর্বোচ্চ মালিকানা ১০০ বিঘা নির্ধারণের আদেশ জারি করে বাকি জমি খাসজমি করে সেইগুলো এই ভূমিহীনদের মাঝে বণ্টনের ব্যবস্থাও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নিয়েছিলেন। আমরা সরকার গঠন করার পর থেকে উদ্যোগ নিয়েছি। এই ভূমি নিয়ে মানুষের যে সমস্যা, সেই সমস্যা কীভাবে সমাধান করা যায় সেই লক্ষ্যে আর সেই সাথে সাথেই মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে। ভূমি ব্যবহারের জন্যে যাতে যেই জটিলতাগুলো দেখা দিতো সেই জটিলতা না থাকে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা যখন প্রথমবার সরকার গঠন করি, তখনই আমরা জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি ২০০১ প্রণয়ন করি। সেই সাথে জনসংখ্যা বাড়ছে, নগরায়ন হচ্ছে, উন্নয়ন হচ্ছে, সেই সাথে হচ্ছে সর্বোচ্চ খাদ্য উৎপাদন। বাংলাদেশ সর্বপ্রথম খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে আওয়ামী লীগ সরকার আমলেই। '৯৮ সালে আমরা উদ্যোগ নিই। ২০০০ সালের মধ্যেই বাংলাদেশকে আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তুলি।

কাজেই সেই খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা; তাছাড়া জমির ব্যবহার, এই ব্যবহারের ক্ষেত্রেও একটা নীতিমালার মাধ্যমে যাতে ব্যবহার হয়, আমাদের ভূমিগুলো যেন যথাযথভাবে ব্যবহার করা যায়, অযথা অহেতুক যেন ব্যবহার না হয় বা ফসল যে উৎপাদন করতে হবে সেই ফসলি জমি যেন নষ্ট না হয়, সেগুলো সংরক্ষণ করে সবগুলো বিবেচনা করে; আবার উন্নয়নও যেন বাধাগ্রস্ত না হয় সেদিকে বিবেচনা করেই, আমরা ব্যবহার ভিত্তিক ল্যান্ড জোনিংসহ ভূমি বিষয়ে সরকারের উদ্দেশ্যাবলি সংশ্লিষ্ট জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি ২০০১-এ আমরা অন্তর্ভুক্ত করি। আর এই নীতিমালার মাধ্যমে

আমরা ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত ২৮টি মৌলিক বিষয়কে সংযোজন করি এবং প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতি করে জাতীয় ভূমি ব্যবহার কমিটিও গঠন করি। এরপরে ২০০১-এ অন্য সরকার ক্ষমতায় থাকে তার পর তো এই ইমার্জেন্সি সরকার ২০০৭ থেকে আপনারা জানেন। আমরা ২০০৯ সালে পুনরায় জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠন করি। আমরা ২০০৮-এর নির্বাচনে ঘোষণা দিয়েছিলাম বাংলাদেশকে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলবো। আমাদের লক্ষ্য ছিল প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা এই আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষের জীবনমান উন্নত করবো। আমরা ভূমি ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে ভূমিসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্যে নানামুখী উদ্যোগ এবং কর্মসূচিও হাতে নিই। ২০১৪ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর আমি ভূমি মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে ৩১টি নির্দেশনা প্রদান করি, যাতে জনগণ সেবা পেতে কোনো রকম হয়রানি বা ভোগান্তির শিকার না হয় এবং ভূমিসেবা সম্পূর্ণভাবে যাতে ডিজিটালাইজড করা সম্ভব হয় সেদিকে লক্ষ রেখে আমরা কাজ করি। সেই ৩১ দফা নির্দেশনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভূমিসেবা প্রদান কার্যক্রম আজকে সহজতর হয়েছে এবং মানুষের ঘরে ঘরে সেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। আমি মনে করি, অতি দ্রুতই ভূমিসেবা সার্বিক কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে ডিজিটালাইজড হবে।

আমাদের নির্বাচনী ইশতেহার যেটা ছিল আমরা সেই ইশতেহারের ভিত্তিতে আমরা কিছু দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিই, আমরা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করি। রূপকল্প ২০২১, এটা আমরা প্রণয়ন করি তার কারণ হচ্ছে যে, একটা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা যদি সামনে না থাকে তাহলে সামনের দিকে এগুনো যায় না। তারই ভিত্তিতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করেই, আমরা রাষ্ট্র পরিচালনা করি। আমরা আমাদের অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এখন বাস্তবায়ন করছি। ২০২০ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করেছি। ২০২১ সালে আমরা উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি। বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। সেই লক্ষ্য সামনে নিয়ে আমরা ২০২১ থেকে ২০৪১ আরেকটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনাও প্রণয়ন করেছি। যেহেতু আমাদের প্রথম রূপকল্প '২১ আমরা অত্যন্ত সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে পেরেছি, সেখানে আমাদের সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি করা, মানুষের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করা, মাতৃ মৃত্যুহার কমানো, শিশু মৃত্যুহার কমানো, মানুষের সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া, স্বাস্থ্যসেবা তথা চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা, সাক্ষরতার হার ৭৫ ভাগে উন্নীত করতে পেরেছি। সেইসব লক্ষ্য রেখেই আমরা পরবর্তী ধাপে উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলা, সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে তোলা, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে আমরা এই ২০৪১ রূপকল্প ঘোষণা দিয়েছি।

আমরা তা বাস্তবায়নের জন্যে ইতোমধ্যে আমাদের বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। ২০১৭ সাল থেকে শতভাগ ই-নামজারি কার্যক্রমও শুরু হয়েছে। ফলে ভূমির মালিকগণ ঘরে বসেই নাম খারিজের জন্যে আবেদন করতে পারছেন এবং হয়রানি ও কোনোরূপ ভোগান্তি ছাড়াই সেবা গ্রহণ করতে পারছেন। প্রতি মাসে অনলাইনে প্রায় ২ লাখের বেশি নামজারি নিষ্পত্তি হচ্ছে। পহেলা অক্টোবর ২০২২ থেকে ই-নামজারি সিস্টেমকে পুরোপুরি ক্যাশলেস ঘোষণা করা হয়েছে। সকল ভূমি অফিসে ম্যানুয়েল ডিসিআরের পরিবর্তে চালু করা হয়েছে সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য কিউআর কোড সমৃদ্ধ ডিসিআর। বিভিন্ন সিস্টেমের সাথে আন্তঃসংযোগ করে অতিশীঘ্রই দ্বিতীয় প্রজন্মের

ই-নামজারি সিস্টেম চালু করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ই-মিউটেশন বাস্তবায়নের স্বীকৃতিস্বরূপ ভূমি মন্ত্রণালয় জাতিসংঘে ইউনাইটেড নেশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড ২০২০ অর্জন করেছে। সেজন্য ভূমি মন্ত্রণালয় ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সকলকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি যে, একটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আপনারা বাংলাদেশের জন্যে এনে দিয়েছেন। ডিজিটাল ভূমি উন্নয়ন কর সিস্টেমের মাধ্যমে ভূমির মালিকগণ এখন হয়রানি ছাড়া ভূমি অফিসে না এসেই পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকেই অনলাইনে সহজেই ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করতে পারছেন। ২০২১ সালের ৮ সেপ্টেম্বর এই কার্যক্রমটি উদ্বোধনের পর থেকে এই পর্যন্ত ৪ কোটির অধিক হোল্ডিং ডাটা ম্যানুয়েল থেকে ডিজিটালে রূপান্তরিত হয়েছে।

নাগরিকগণকে অনলাইনে দাখিলা প্রদান করা হয়েছে; প্রায় ৫৭ লাখ ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের সাথে সাথেই নাগরিকগণ কিউআর কোডসমৃদ্ধ ডিজিটাল দাখিলা প্রাপ্ত হচ্ছেন, যা ম্যানুয়েল পদ্ধতির দাখিলা সমমানের এবং সর্বত্র গ্রহণযোগ্য। এছাড়া এনআইডি নাম্বার দিয়ে একজন জমির মালিকের সকল তথ্য এই সিস্টেম থেকে জানা সম্ভব। শীঘ্রই অন্যান্য সিস্টেমসমূহের সাথে অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর সিস্টেমের আন্তঃসংযোগ স্থাপিত হবে। ডিজিটাল ভূমি উন্নয়ন কর সেবা সফলভাবে বাস্তবায়ন করায় ভূমি মন্ত্রণালয় ২০২১ সালে জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা আইটিইউ-এর সম্মানজনক ডব্লিউএসআইএস পুরস্কার এবং ২০২২ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে। আবারো আমি ভূমি মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি যে, বাংলাদেশের মর্যাদা আপনারা বৃদ্ধি করেছেন। আগামী পহেলা বৈশাখ ১৪৩০ থেকে সারাদেশব্যাপী ভূমি উন্নয়ন কর শতভাগ অনলাইনে আদায় করা হবে।

সুধীবৃন্দ,

স্মার্ট ভূমি রেকর্ডস সিস্টেমে বর্তমানে ৫ কোটি ৫১ লাখের অধিক জমির মালিকানা এবং ৭৫ হাজারের অধিক মৌজা ম্যাপের তথ্য অনলাইনে রয়েছে। এই সেবার মাধ্যমে জমির মালিকগণ খতিয়ান নাম্বার বা দাগ নাম্বার বা মালিকানা তথ্য প্রদান করে তাদের কাঙ্ক্ষিত রেকর্ড বা মৌজা ম্যাপ খুঁজে বের করতে এবং সেই অনুযায়ী সত্যায়িত কপির জন্যে আবেদনও করতে পারেন। ২০২১ সালে ১৭ নভেম্বর উদ্বোধনের পর থেকে এ পর্যন্ত ৭৭ লাখের অধিক নাগরিক এই সেবাটি গ্রহণ করেছে। ডাকবিভাগ এখন নাগরিকের ঠিকানায় খতিয়ান ও ম্যাপ পৌঁছে দিচ্ছে। এ পর্যন্ত তিন লাখের অধিক খতিয়ান বা ম্যাপ ডাকবিভাগের মাধ্যমে নাগরিকগণ হাতে পেয়েছেন। সম্প্রতি প্রবাসীদের জন্যে এই সেবাটাও উন্মুক্ত করা হয়েছে। এটা প্রবাসীদের দীর্ঘদিনের একটা দুশ্চিন্তাও ছিল যে তাদের জমিজমা কী হলো। সেই দুশ্চিন্তাও দূর হয়ে গেলো এই ডিজিটাল পদ্ধতিতে। পৃথিবীর ১৯২টি দেশ থেকে কোনো প্রবাসী সরাসরি কল সেন্টারে ফোন করলে অথবা ভূমিসেবা পোর্টাল অথবা ই-খতিয়ান অ্যাপের মাধ্যমে সরাসরি আবেদন করলে ডাকবিভাগ বিদেশে প্রবাসীগণের নিজ নিজ ঠিকানায় খতিয়ান পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ভূমিসেবা ডিজিটাইজেশনের ফলে সরকারের রাজস্ব বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ পর্যন্ত স্মার্ট ভূমি উন্নয়ন কর সিস্টেম থেকে প্রায় ৫২০ কোটি টাকা, স্মার্ট নামজারি সিস্টেম থেকে ২৩০ কোটি টাকা এবং স্মার্ট ভূমি রেকর্ডস্ সিস্টেম থেকে ২০ কোটি টাকাসহ মোট ৭৭০ কোটি টাকা অটোমেটেড চালান সিস্টেমের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে তাৎক্ষণিকভাবে জমা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিদিন অনলাইনে কর-রাজস্ব আদায় প্রায় ৫ কোটি টাকার বেশি। নাগরিকগণকে ডিজিটাল সেবায় সম্পৃক্ত করা হয়েছে। ১৬১২২ আবার বলি ১৬১২২ এ নাম্বারে ফোন করে কিংবা ঘরে বসেই land.gov.bd পোর্টাল থেকে পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে যে কোন সময় যে কোন নাগরিক এখন ভূমি অফিসে না এসেই নামজারি, ভূমি উন্নয়ন কর এবং খতিয়ান সেবা গ্রহণ করতে পারছেন। কল সেন্টার থেকে ১৩ লক্ষ কল নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এছাড়াও বিদেশ থেকে নিষ্পত্তিকৃত কলের সংখ্যা প্রায় ৬,৫০০। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নাগরিকগণকে প্রায় ২৭,০০০টি ভূমি সংক্রান্ত আইনি পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। অতিশীঘ্রই রোবোটিক ভয়েস বট চালু করা হচ্ছে কল সেন্টারের সাথে।

একই খতিয়ানের মাধ্যমে মাল্টিপল দাগ শেয়ার করা তথা হাতের লেখা খতিয়ান প্রথার এনালগ পদ্ধতির উত্তরণ ঘটিয়ে ড্রোন দিয়ে ডিজিটাল জরিপের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যেই পটুয়াখালীতে একটি মৌজার ডিজিটাল জরিপ সম্পন্ন হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশব্যাপী এই পদ্ধতি চালু করে প্রত্যেকটি মৌজারই ডিজিটাল জরিপ সম্পন্ন করা হবে। মর্টগেজ সিস্টেমের মাধ্যমে সকল বন্ধকি জমির তথ্য, মামলা ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের মাধ্যমে সকল রাজস্ব দেওয়ানী মামলার তথ্য, ভূমি ডাটা ব্যাংকের মাধ্যমে অধিগ্রহণকৃত জমি এবং সায়রাতমহাল সংক্রান্ত তথ্য অনলাইনে যাচাই করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। জলমহাল ব্যবস্থাপনাকে অনলাইনে নেওয়া হয়েছে। সকল স্তরের কর্মচারীকে কর্মাকৃতিভিত্তিক মূল্যায়ন করার জন্যে পারফরমেন্স বেজড পোস্টিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। পাশাপাশি অর্থ বিভাগে আইবাস সিস্টেম থেকে ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণের টাকা সরাসরি ভূমি মালিকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রেরণ করারও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

সুধীবৃন্দ,

ভূমিসেবা ডিজিটাইজেশনের পাশাপাশি ভূমি ব্যবস্থাপনাকে ব্যাপকভাবে সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ভূমি অপরাধ আইন ও ভূমি ব্যবহার আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ভূমির দীর্ঘদিনের নানাবিধ সমস্যা সমাধানেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ ও পদোন্নতির বিষয়টি অনেক বছরই অমীমাংসিত ছিল, যার কারণে ভূমি ব্যবস্থাপনায় একটা স্থবিরতা তৈরি হয়েছিলো। নতুন নিয়োগ বিধিমালা জারির মাধ্যমে এই সমস্যারও সমাধান করা হয়েছে। এর ফলে আমি মনে করি যে, আমাদের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় একটা গতিশীলতা এসেছে। জনবল সংকটের কারণে জনগণের সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত করা এক দুরূহ কাজ ছিল। বর্তমানে দেশে প্রায় সব উপজেলায় সহকারী কমিশনার ভূমি পদায়ন করা হয়েছে। একই সময়ে তাদের দাপ্তরিক কাজ সম্পাদন, পরিদর্শন ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্যে যানবাহনও প্রদান করেছি। কিছুক্ষণ আগে আপনারা তা সহকারী কমিশনার ভূমি নূরজাহান-এর বক্তৃতায় শুনতে পেয়েছেন। প্রায় শতভাগ

উপজেলায় সহকারী কমিশনার ভূমি পদায়ন এবং তাদের যানবাহনের সুবিধা প্রদান করায় বর্তমানে ভূমি প্রশাসনে গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জনগণকে কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। তাঁরা অত্যন্ত চমৎকার কাজ করে যাচ্ছেন। আপনারা খুব ভালো কাজ করেছেন বলে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ভূমি ব্যবস্থাপনাকে উন্নত বিশ্বমানের করার জন্যে বর্তমান সরকারের পরিকল্পনা অনুসারে ৩টি ডিজিটাল প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। 'ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প', 'ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ প্রকল্প' এবং 'মৌজা ও প্লট ভিত্তিক জাতীয় ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্প' ২০২৬ সালের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে। এই ৩টি প্রকল্পের কাজ শেষ হলে সমগ্র বাংলাদেশের ১ লাখ ৩৮ হাজারটি ম্যাপ ডিজিটালাইজড্ হবে, প্লটভিত্তিক জমি শ্রেণীর ডাটাবেজ তৈরি হবে, নামজারির সাথে সাথে ডিজিটাল ম্যাপ ও খতিয়ান স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশোধিত হতে থাকবে, ভূমিসেবা অ্যাপ থেকে নাগরিকগণ জমির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, অবস্থান ও পরিমাণ তাৎক্ষণিকভাবে পেয়ে যাবেন। ই-নামজারির সাথে সাথে হোল্ডিং নাম্বারসহ ভূমি উন্নয়ন করও স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারিত হয়ে যাবে। ভূমিসেবা প্রদান সহজীকরণের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিতে আজ ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত ৭টি উদ্যোগ আমরা উদ্বোধন করলাম। সেগুলো হচ্ছে, ১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্মৃতিস্তম্ভ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব গুচ্ছগ্রাম কমপ্লেক্স; ২. নবনির্মিত ৪০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস; ৩. স্মার্ট ভূমি নকশা; ৪. রেজিস্ট্রেশন-মিউটেশন আন্তঃসংযোগ; ৫. স্মার্ট ভূমি রেকর্ডস্; ৬. স্মার্ট ভূমি পিডিয়া; ৭. স্মার্ট ভূমিসেবা কেন্দ্র।

ভূমি সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন এবং দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রতিটি কর্মকর্তা-কর্মচারী আরও নিষ্ঠার সাথে কাজ করবেন আমি সেটাই আশা করি। কারণ আওয়ামী লীগ জনগণের সেবক, জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম থেকেই আওয়ামী লীগের জন্ম। জন্মলগ্ন থেকেই আওয়ামী লীগ এ দেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যেই সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারে এসে আমরা জনগণের সেবার ব্রত নিয়েই কাজ করে যাচ্ছি। কাজেই মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষার সব ধরনের সুযোগ সৃষ্টি করার সাথে সাথেই যে সমস্যাগুলো বিভিন্ন পারিবারিকভাবে বা নানাভাবে মানুষকে কষ্ট দিতো সেগুলো দূর করারও আমরা পদক্ষেপ নিয়েছি। জনগণের কল্যাণ সাধন, এটাই আমাদের লক্ষ্য। তাই ভূমি সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ করতে যেয়ে অনেক মানুষকে অনেক সময় অনেক হয়রানির সম্মুখীন হতে হয়েছে। ইনশাল্লাহ্, এই ডিজিটাল বাংলাদেশ, স্মার্ট বাংলাদেশ আমরা যে গড়ে তুলছি আর এই কষ্টটা মানুষকে পেতে হবে না। দেশে থাকেন প্রবাসে থাকেন যেখানেই থাকেন, আপনার সম্পদ আপনারই থাকবে, সেভাবেই আপনার অধিকার যাতে সুরক্ষিত হয়, সুনিশ্চিত হয়, সেই ব্যবস্থাটাই আমরা গ্রহণ করেছি। আমরা চাই বাংলাদেশ থেকে সব ধরনের অনিয়ম দূর হোক।

সুধীমণ্ডলী,

একটি কথা স্মরণ করে দিতে চাই, আপনারা জানেন যে, বাংলাদেশে ২০১৪-১৫ সালের দিকে, মূলত ১৩ থেকেই শুরু যে অগ্নিসন্ত্রাসের মাধ্যমে মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিলো, একেবারে সাধারণ মানুষ বাসে যাচ্ছে, ট্রেনে যাচ্ছে, লঞ্চে যাচ্ছে, গাড়িতে যাচ্ছে, সিএনজিতে যাচ্ছে তাদেরকে পেট্রোল বোমা মেরে মেরে হত্যা করা হতো, ওইটা নাকি আন্দোলন, এই বিএনপি জামাত জোট মিলে সেটা করেছিলো। সেই সাথে সাথে ৭০টা সরকারি অফিস তারা পুড়িয়ে দিয়েছিলো, ৬টি ভূমি অফিস পুড়িয়ে দিয়েছিলো। ভূমি অফিস পোড়ানোর কী লক্ষ্য থাকতে পারে জানি না? তবে তখন একটা নির্দেশ দিতে আমি বাধ্য হয়েছিলাম যেসব এলাকায় ভূমি অফিস পোড়ানো হয়েছে এবং যারা এই পোড়ানোর সঙ্গে জড়িত, এটা তো জানাই যায় যে কারা এই ভূমি অফিস পুড়িয়েছে, আমি বলেছিলাম যে, যারা এই ভূমি অফিস পুড়িয়েছে তারা যে জমিতে বাস করে তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দিতে হবে। কারণ ভূমি অফিস পুড়িয়ে দিয়েছে, তাদের কাছে আর কোনো ডকুমেন্ট থাকবে না, কাজেই জমির মালিক তারা না, ওগুলো আমরা এখন ভূমিহীনদের মাঝে বণ্টন করে দিবো। এই কথাটা বলার পরে কিন্তু সেই ভূমি অফিস পোড়ানোটা বন্ধ হয়েছিলো। তবে, এই ভূমি অফিস পুড়িয়ে আমাদের একটা ভালো কাজ করে দিয়েছে যে, ভূমি অফিস পোড়ানোর ফলে ভূমি অফিসের যে দুর্দশা ছিল, সেটা সকলের নজরে এসেছে। এখন আমরা প্রায় ৪০০টা নতুন ভূমি অফিস করে দিয়েছি, আমাদের প্রত্যেক উপজেলায় এখন উন্নতমানের ভূমি অফিস এবং রেকর্ড সংরক্ষণ করা হচ্ছে। কাজেই এই ধংসাত্মক কাজের মধ্যে দিয়েই কিন্তু একটা শুভ কাজের উদ্বোধন আমরা করেছি। অর্থাৎ ওরা ধ্বংস করে, বিএনপি জামাতের কাজ হচ্ছে ধ্বংস করা, আর আওয়ামী লীগ সৃষ্টি করে মানুষের কল্যাণে এবং মানুষের কল্যাণেই সব উদ্যোগ নেয় এবং সেই মানুষের সেবা করে দেওয়াটাই হচ্ছে আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।

আমি সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, আমি মনে করি যে আমাদের ভূমি মন্ত্রণালয় যে ৭টি উদ্যোগ আজকে আমরা উদ্বোধন করলাম, এই ৭টি উদ্যোগের প্রত্যেকটাই উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে যথাযথ ভূমিকা রাখবে। কাজেই স্মার্ট বাংলাদেশ যে আমরা ঘোষণা দিয়েছি, ভূমি মন্ত্রণালয় তাদের কাজের মধ্যে দিয়ে সেই স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার দ্বার উন্মুক্ত করেছে। আমরা এই ৭টি উদ্যোগ আজকে শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেছি এবং আমি আশা করি এটা যথাযথভাবে কার্যকর হয়ে মানুষের সেবা আরও উন্নত হবে এবং জটিলতা দূর হবে এবং আরেকটি কথা আমাদের ভূমিমন্ত্রী বলেছেন, যে বণ্টন ব্যবস্থা, হ্যাঁ এটা ঠিক। কথায় বলে যে, জোর যার মুল্লুক তার। অনেক সময় ভাই বোনকে বঞ্চিত করে, আবার বোন যদি শক্তিশালী হয়ে যায় ভাইকেও বঞ্চিত করে। আবার বোনও বোনকে বঞ্চিত করে, এরকমও ঘটনা আছে। প্রায়ই এই সমস্যাটা আসে। তবে বণ্টন ব্যবস্থা যদি যথাযথভাবে হয়ে যায়, মানে, যার যার অধিকার সে সমানভাবে পাবে। তারপরে কেউ যদি মনে করে সেটা সে দান করে দিবে তার ভাইকে বা বোনকে, সেটা সে দান করে দিবে। তবে, এক্ষেত্রে বোনরাই সব থেকে বেশি বঞ্চিত হয়, এটাও বাস্তবতা। কাজেই সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে, বণ্টন ব্যবস্থাটাকে ডিজিটালাইজ করে, এটা একেবারে সুনির্দিষ্টভাবে করতে পারলে, এই সমস্যাটা অর্থাৎ এই পারিবারিক, অনেক পারিবারিক সমস্যাও

সমাধান হয়ে যাবে। কারণ অধিকাংশ সমস্যা বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মানুষের যত বেশি অর্থ-সম্পদ হচ্ছে, ততই বেশি চাহিদাও বাড়ছে এবং তত বেশি লোভ-লালসাও বাড়ছে এবং পারিবারিক সংঘাত, খুনখারাবি, দ্বন্দ্ব এইগুলোর সৃষ্টি হয়েছে। একবার যদি ডিজিটালাইজ করা যায়, তাহলে অন্তত পারিবারিক এই সমস্যাগুলো আর থাকবে না। মানুষ অন্তত পারিবারিকভাবে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারবে।

ইনশাল্লাহ্, বাংলাদেশ উন্নত সমৃদ্ধ; স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে আমরা গড়ে তুলবো ২০৪১ সালের মধ্যে। আমরা ডেলটা প্ল্যান করে দিয়েছি, কারণ আমাদের এটা বদ্বীপ। ২১০০ সালের মধ্যে, ডেলটা প্ল্যান ২১০০, এই পরিকল্পনাও আমরা প্রণয়ন করেছি। তা বাস্তবায়নের কাজও আমরা শুরু করে দিয়েছি। কাজেই সেভাবে আমরা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। বাংলাদেশ সারা বিশ্বে আজ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, সম্মানের সাথে চলছে, তবে আমি জানি ইউক্রেন এবং রাশিয়ার যুদ্ধ এবং করোনা ভাইরাসের অতিমারির কারণে যে মূল্যস্ফীতি সারা বিশ্বব্যাপী তার ধাক্কা থেকে কিন্তু আমরাও রেহাই পাইনি। এজন্য আমি আহ্বান জানিয়েছি কারও এক ইঞ্চি জমি যেন অনাবাদি না থাকে। শুধু তাই না, নিজে যেখানে বাস করেন, যা পারেন, একটা টবে যদি একটু তরকারি বা যা কিছু পারেন লাগান, নিজের উৎপাদন নিজে করেন, আমাদের যেন কখনো অন্যের কাছে হাত পাততে না হয়। কারণ অনেক উন্নত দেশ আজকে মুদ্রাস্ফীতির চাপে হিমশিম খাচ্ছে। বাংলাদেশে অন্তত আমাদের প্রচেষ্টায় আমরা এখন আমাদের অর্থনীতির চাকাটাকে সচল রাখতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু আমাদেরকে অনেক জিনিস বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। আমরা আমদানি নির্ভর থাকতে চাই না। আমরা আমাদের দেশে উৎপাদন বাড়িয়ে আমাদের খাদ্যের চাহিদা যেন আমরা পূরণ করতে পারি সেই লক্ষ্যে সকলকে আন্তরিকতার সাথে কাজ করবার আমি আহ্বান জানাচ্ছি।

আর অনাবাদি জমি যেন আর পড়ে না থাকে, আমিতো আমার দাদা-দাদির দেওয়া যত জমি আমাদের পরিবারের যা অনাবাদি ছিল সেগুলো আমাদের আওতায় আনার উদ্যোগ নিয়েছি। ইতোমধ্যেই শুধু আমাদের না, যখন টুঙ্গিপাড়ায় অন্যান্য সকলের জমি মিলে যেগুলো অনাবাদি ছিল, এবং কোটালীপাড়াও সব মিলিয়ে ইতোমধ্যে প্রায় ৫০০ একর ভূমি আমরা আবাদের আওতায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। যেটা দীর্ঘদিন অনাবাদি ছিল। এভাবে আমরা হিসেব করেছি যে, হাজার হাজার হেক্টর জমি অনাবাদি পড়ে আছে, আবার অনেক জেলায় আমি জানি আমাদের জেলা প্রশাসকেরা উদ্যোগ নিয়েছেন, সেইসব জায়গায় অনাবাদি জমিতে এখন চাষ হচ্ছে। আমরা যদি আমাদের জমি যথাযথ ব্যবহার করি, বাংলাদেশকে কোনোদিন আর পরমুখাপেক্ষী হতে হবে না, বরং আমরা খাদ্য উৎপাদন করে আমাদের চাহিদা পূরণ করে আমরা বরং অনেক দেশকে খাদ্য সহযোগিতা দিতে পারবো বা আমরা বিক্রি করেও অর্থ উপার্জন করতে পারবো।

সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই আপনারা সকলেই যার যতটুকু জমি আছে, সবাই চাষ করবেন। সেই সাথে আরেকটা উদ্যোগ আমরা নিচ্ছি যে, আমরা কৃষি যান্ত্রিকীকরণ করা যেটা জাতির পিতা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব উদ্যোগ নিয়েছিলেন বহুমুখী গ্রাম সমবায়ের মাধ্যমে সেখানে যেমন মালিকের একটা অংশ থাকবে উৎপাদিত ফসলে, শ্রমিকের একটা অংশ থাকবে আর একটা অংশ থাকবে সরকারের কাছে যেটা এই ভূমি রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যয় হবে। সেই ধরনের একটা নীতিমালার জন্য ইতোমধ্যেই আমাদের সমবায় মন্ত্রণালয়কে বলা হয়েছে, আমরা সেভাবে এটা করতে চাই, যেন কোনো আইল না থাকলেও কিন্তু সব জমি যাতে একসাথে চাষ হয়, কিন্তু জমির, এখন তো ডিজিটাল ম্যাপই থাকবে, মালিকানা সুনির্দিষ্ট থাকবে, যার যার যত জমি, সে সেইভাবে তার ভাগ পাবে, সেইভাবেই একটা ব্যবস্থা আমাদের নিলে জীবনে আর বাংলাদেশের মানুষ কখনো দরিদ্র থাকবে না, বুভুক্ষু থাকবে না, বাংলাদেশের মানুষের কোনো খাদ্য কষ্ট হবে না, খাদ্যের জন্যে কারো কাছে হাত পেতে চলতে হবে না; বরং অন্যকে আমরা সহযোগিতা করতে পারবো, অন্য দেশে আমরা খাদ্য প্রেরণ করতে পারবো, সেইভাবেই আমরা বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে চাই।

বিশ্ব দরবারে যেন আমরা আত্মমর্যাদা নিয়ে চলতে পারি, মাথা উঁচু করে চলতে পারি, মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী জাতি আমরা। সেই বিজয়ী জাতি হিসেবেই আমরা এই বাংলাদেশকে গড়ে তুলবো জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ।

মানুষের জীবনে শান্তি সমৃদ্ধি- এটাই আমাদের কামনা। সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আবারো রমজানের মোবারকবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

সবাইকে ধন্যবাদ,

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

সম্মেলন সভাপতির বক্তব্য

সাইফুজ্জামান চৌধুরী এম.পি.
মাননীয় মন্ত্রী
ভূমি মন্ত্রণালয়

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

জাতীয় ভূমি সম্মেলন এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের ৭টি উদ্যোগের শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা, স্মার্ট বাংলাদেশের রূপকার জননেত্রী শেখ হাসিনা; বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন মাননীয় আইনমন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি, আইন ও বিচার বিভাগের সচিব, ভূমি সচিব, আমার সহকর্মীবৃন্দ, উপস্থিত সুধীমণ্ডলী, ভদ্র মহিলা ও মহোদয়গণ, সাংবাদিকবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম।

স্বাধীনতার এই মাসে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার স্থপতি শতাব্দীর মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে; শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি বঙ্গবন্ধুর সৈনিক, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক আমার শ্রদ্ধেয় পিতা মরহুম আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবুকে। শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি, চট্টগ্রামের প্রথম শহীদ আমার ছোট চাচা বশরুউজ্জামান চৌধুরীকে। শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি, মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহীদ, মুক্তিযোদ্ধা মা-বোনদের,

যাদের রক্ত এবং ত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ। একই সাথে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি, '৭৫এর ১৫ আগস্টের কাল রাত্রিতে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিবসহ বঙ্গবন্ধু পরিবারের সকল শহীদদের।

প্রিয় সমাবেশ,

আজ আমরা সত্যিই আনন্দিত, আমরা আমাদের সফল রাষ্ট্রনায়ক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতি পেয়েছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলেছিলেন, ইনশাআল্লাহ আমরা আনন্দের সাথে বলতে চাই আমাদের ভূমি মন্ত্রণালয় অনেকটাই ডিজিটালাইজড্ হয়েছে। আপনি যে স্মার্ট বাংলাদেশের কথাটা বলেছেন, আমরা সে লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে কাজ করছি। এই মন্ত্রণালয়ের অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ ছিল। কারণ, একটা সময়ে এই মন্ত্রণালয় অনেক সমস্যায় জর্জরিত ছিল। তবে সময়ের আবির্ভাবে অনেক কিছু আমরা 'রিফর্ম' করেছি এবং আজকে আপনার দিক নির্দেশনায় ভূমি মন্ত্রণালয় একটি অত্যন্ত 'ডাইনামিক মিনিস্ট্রি' হিসেবে ইতোমধ্যে 'ইস্টাবলিস্ড' হয়েছে। এটা কখনোই সম্ভব হতো না, যদি আপনার কাছে থেকে আমরা 'অল-আউট সাপোর্ট' না পেতাম। আপনি সব সময় উৎসাহ দিয়েছেন, মানুষকে কীভাবে একটু 'কমফোর্ট জোনে' রেখে সেবা দেওয়া যেতে পারে। আজকে মানুষ ঘরে বসেই ভূমিসেবা নিচ্ছে; যেমন: ই-মিউটেশন, অনলাইনে ল্যান্ড-ট্যাক্স দেওয়া ইত্যাদি। একটা সময়ে এগুলো খুব কঠিন ছিল। আমরা মনে করেছিলাম এগুলোকে গুছিয়ে, রোল-আউট করা বেশি সময় লাগতে পারে। কিন্তু ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই সম্মিলিতভাবে এই কাজকে মোটামুটি একটি জায়গায় নিয়ে এসেছি। আমরা এখনও ল্যান্ড-ট্যাক্স-এ ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে আছি কিন্তু পহেলা বৈশাখের পর থেকে কোনো ধরনের ম্যানুয়ালি ল্যান্ড-ট্যাক্স গ্রহণ করা হবে না। অর্থাৎ সম্পূর্ণ অনলাইনে হয়ে যাবে।

আমাদের ভূমি ভবন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ নির্দেশনায় নির্মিত হয়েছে। ভূমি ভবনে সার্ভিস সেন্টার এবং কল সেন্টারে ফোন করে অনেক সেবা গ্রহণ করতে পারছে। অর্থাৎ, আমরা বিশ্বাস করি ভূমি মন্ত্রণালয় একটি সার্ভিস ওরিয়েন্টেড মিনিস্ট্রি। সুতরাং, জনগণের জন্য যত বেশি সার্ভিস নিশ্চিত করতে পারব, জনগণ তত বেশি ভালো অবস্থানে থাকতে পারবে। আমি একটি কথা বলতে চাই, আমরা সুশাসন, তথা, গুড গভর্নেন্সে বিশ্বাস করি। রাজনীতির জন্যে রাজনীতির কোনো কথা আমরা বলি না। আমরা কথায় নয়, আমরা কাজে বিশ্বাসী। দেশবাসী দেখছে আমাদের সরকার, একটি ধারাবাহিক সরকার। আমরা পরপর তিনবার জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার এবং আমাদের শাসন আমলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে যে সমস্ত কাজ উপহার দিয়েছেন, আমি মনে করি '৭৫-এর পরবর্তী কারো পক্ষে সেটা সম্ভব হয়নি। তার দৃঢ়তার কারণেই সম্ভব হয়েছে। কারণ দেখতে হবে তিনি কে? তিনি বঙ্গবন্ধুর কন্যা। আমি উনাকে বলেছিলাম, আপনি আপনার বাবা, আমাদের জাতির পিতা উনি দেশের রাষ্ট্রপতি ছিলেন, প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, আপনি উনার কন্যা, আপনি একেবারে এসে ক্ষমতায় বসে গেলেন তা কিন্তু না। এই অর্জনের জন্য আপনাকে দীর্ঘ ২১ বছর সংগ্রাম করতে হয়েছে। সেই '৮১-এর দিকে

দেশে আসার পর থেকে এমন কোনো মহকুমা নেই, এমন কোনো গ্রাম নেই, এমন কোনো অঞ্চল নেই যেখানে আপনি ঘুরে বেড়াননি। সারা বাংলাদেশ আপনি চষে বেড়িয়েছেন। সুতরাং এ দেশের মানুষ, এ দেশের প্রত্যেকটি অঞ্চল সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা আছে এবং প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে কিন্তু ঐ অভিজ্ঞতাই কাজে লাগছে।

আমি বলব আপনার দুঃসাহসের ফলাফলই হচ্ছে পদ্মা সেতু, বিভিন্ন মেগা প্রকল্প। দিজ আর অল ল্যান্ডমার্ক। আপনি একটু আগেও বলছিলেন, 'আমি দেশে অনেকগুলো ভবন করে দিয়েছি।' আমি বললাম, আপনি এগুলো কী বলছেন? কী ভবন? ভবন কি কোনো বিষয়? ভবনের চেয়ে অনেক বেশি আপনি করেছেন। পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, বঙ্গবন্ধু টানেল কী না করেছেন? সেখানে ভবন তো কোনো বিষয়ই না। আপনি যেটা করে গেছেন বাংলাদেশের আর কারো পক্ষে সেটা সম্ভব হবে না। আমি এটা বলতে পারব কারণ আপনি কমিটেড। আপনি চান আপনার পিতার যে স্বপ্ন, ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক চেতনায় একটি সোনার বাংলা। শুধু আমি না, বাংলার জনগণ সেটা কিন্তু দেখছে আপনি কীভাবে আপনার পিতার স্বপ্নকে বুকে ধারণ করে দেশ পরিচালনা করছেন।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী এমন একজন প্রধানমন্ত্রী যিনি হচ্ছেন জাতির পিতার কন্যা, তাঁর রক্তের উত্তরসূরি। উনি একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক। তাঁর দিক নির্দেশনায় আমরা কাজ করছি। আজ বাংলাদেশ স্বনির্ভর, বাংলাদেশকে নিয়ে আমরা গর্ব করার মতো একটা জায়গায় এসেছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বারবার একটি কথা বলেছেন, এক ইঞ্চি জায়গাও খালি রাখবেন না, আপনারা যে যেখানে পারেন উৎপাদন করেন। আমরা বারবার একটা কথাই বলি, ফুড সেফটি নেট। আমাদের যে ল্যান্ড জোনিং, তিন ফসলি জমির উপর যাতে কোনো ধরনের স্থাপনা না হয়, আমরা এই সমস্ত বিষয়ে কাজ করছি। সুতরাং, আগামী ৫০ থেকে ১০০ বছরকে মাথায় নিয়েই কাজ করছি। আমরা দেশ এবং জাতিকে কীভাবে স্বনির্ভর রাখা যায় সেই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছি। আমরা ক্ষমতায় থাকার জন্যে কাজ করছি না, আমরা বিশ্বাস করি, জনগণ অবশ্যই আমাদের পক্ষে আছে, কারণ আমাদের আমলে যে পরিমাণ উন্নয়ন হয়েছে জনগণ দেখছে এবং সেটা আওয়ামী লীগের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। জননেত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে সম্ভব, আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

আজকে আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে থেকে শুনবো। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার শত ব্যস্ততার মাঝেও আমাদের সময় দিয়েছেন এবং ভূমি আপনার একটা পছন্দের জায়গা, সেটা আমরা দেখছি। আমি আরও ধন্যবাদ জানাই আপনি বণ্টননামার বিষয়ে আরও একটি নির্দেশনা আমাকে দিয়েছেন, দেশে সুন্দর একটা বণ্টননামা থাকুক। আমাদের এখানে দেখা যায়, বাবা-মা যখন মারা যায়, তখন এই বণ্টননামা নিয়ে নানা সমস্যা হয়, দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রেই ভাই বোনদেরকে ডিপ্রাইভ করে। অনেক সময় বলে, তোমাকে তো বিয়ে দিয়ে দিয়েছি, তুমি তো শ্বশুরবাড়ি চলে গিয়েছো, তোমার তো অনেক

আছে, আমাদের তো কিছু নাই, এখন তুমি যদি একটু ছেড়ে দাও, আমাদের জন্যে সুবিধা হলো। এখন স্বাভাবিক, বোন চিন্তা করে, বাপের বাড়িতে আসতে হবে, না হয় আমার ভাইয়ের জন্যে দিয়েই দিলাম। মুখের কথার উপর বোন ভাইকে দিয়ে দিলো, কিন্তু ২০-৩০ বছর পর ভাগিনা বড় হওয়ার পর মামার কাছে এসে হাজির। মামা আমার মা তো এখানে জায়গা পায়। আমাকে তো জায়গা দিতে হবে। মামা বলে তোর মা তো আমাকে জায়গা দিয়ে গেছে, এটা তো মামা মৌখিক দিয়ে গেছে, লিখিত তো কিছু দেয় নাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছেন, 'না, এটা হবে না।' বণ্টননামা হতে হবে বাবা-মা, মারা যাওয়ার পর বণ্টনামার মাধ্যমে ভাই-বোন প্রত্যেকে রেজিস্ট্রেশন দিতে হবে। বোন যদি ভাইকে দিতে চায়, হেবা দলিলের মাধ্যমে দিবে। তাহলে সেই ৩০-২৫ বছর পর ভাগনা-ভাগ্নি, মামার কাছে গিয়ে দাবি করতে পারবে না। এটাই উনার নির্দেশনা এবং এটাই হবে ইনশাআলাহ্। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, নিরাপদে থাকুন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য

আনিসুল হক এম.পি.
মাননীয় মন্ত্রী
আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা, অনুষ্ঠানের সভাপতি ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী এম.পি., ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি, আইন ও বিচার বিভাগের সম্মানিত সচিব, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ এবং উপস্থিত সুধীমণ্ডলী।

আসসালামুয়ালাইকুম এবং শুভ সকাল।

মহান স্বাধীনতার গৌরবময় এ মাসে বক্তব্যের শুরুতেই আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি সোনার বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যার নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি বাঙালি জাতিসত্তা, একটি আধুনিক সংবিধান এবং একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। স্মরণ করছি, মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগকারী ৩০ লক্ষ শহীদ, নির্যাতিত ২ লক্ষ মা-বোন এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের। আরও স্মরণ করছি, ১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্টে

স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তির নৃশংস হত্যাকাণ্ডে শাহাদাত বরণকারী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিবসহ বঙ্গবন্ধু পরিবারের ১৭ জন সদস্যকে এবং জেল হত্যাকাণ্ডের শিকার জাতীয় ৪ নেতাকে। আমি তাঁদের সকলের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

সম্মানিত উপস্থিতি

জনগণের দোরগোড়ায় সহজে ভূমিসেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা, আজ ভূমি মন্ত্রণালয়ের ৭টি ইনোভেটিভ উদ্যোগ উদ্বোধন করতে যাচ্ছেন। তিনি স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার ঘোষণা প্রদানের সাথে সাথে ৪টি ভিত্তি নির্ধারণ করে দিয়েছেন- স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট এবং স্মার্ট সোসাইটি। প্রত্যেকটি কম্পোনেন্ট একটি অপরটির সাথে সম্পর্কিত। মূলত প্রযুক্তি নির্ভর স্বচ্ছ ও নাগরিক বান্ধব একটি রাষ্ট্র বিনির্মাণ এবং ভোগান্তি ছাড়া প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার নিশ্চিতের মাধ্যমেই একটি স্মার্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। সে লক্ষ্যেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আগ্রহে ও নির্দেশনায় সারা দেশে ভূমি ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাইজড করা হয়েছে। গৃহহীন পরিবারকে খাস জমিতে পুনর্বাসন সংক্রান্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগকে স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্মৃতিস্তম্ভ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব গুচ্ছগ্রাম কমপ্লেক্স নির্মাণ করায় আমি ভূমি মন্ত্রণালয়কে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

আপনার দিক নির্দেশনা তৃণমূল পর্যায়ে জনগণকে সহজে ভূমিসেবা ও এই সেবার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে দেশের ৪০০টি ইউনিয়নে ভূমি অফিস নির্মাণ করা হয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয় স্মার্ট ভূমি নকশা প্রণয়নে যে উদ্যোগ নিয়েছে তার মাধ্যমে নকশা ও খতিয়ান স্বয়ংক্রিয়ভাবে হালনাগাদ হতে থাকবে। ফলে নামজারির সাথে সাথে এই ডিজিটাল ম্যাপ ও মৌজা ম্যাপ অ্যাপ থেকে নাগরিকগণ তাদের জমির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, স্থানাংক তথা প্রকৃত অবস্থানও তাৎক্ষণিকভাবে পেয়ে যাবেন। তাছাড়া নাগরিকগণকে ভূমি তথ্য জ্ঞানে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স প্রয়োগ করে স্মার্ট ভূমি পিডিয়া চালু করা হচ্ছে, যার মাধ্যমে ভূমি সম্পর্কিত সকল ধরনের আইনি তথ্য ও পরামর্শ পাওয়া যাবে। একইভাবে স্মার্ট ভূমি রেকর্ডসের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির একটি খতিয়ানের পূর্বের সকল ভাগবাটোয়ারার তথ্য জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এছাড়াও জমির বাটোয়ারা ও মালিকদের অংশ সম্পর্কিত সকল হালনাগাদ তথ্য জানা সম্ভব হবে। অপরদিকে, নাগরিক ভূমিসেবা কেন্দ্র স্থাপনের ফলে নাগরিকগণ ভূমি অফিসে না গিয়ে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে বেসরকারি পেশাদার এজেন্সির প্রশিক্ষিত সেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে উন্নত ভূমিসেবা পেতে সক্ষম হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

দলিল নিবন্ধনে জনবান্ধব ই-রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম গ্রহণ এবং সাব-রেজিস্টার অফিসের সাথে ভূমি অফিসের আন্তঃসংযোগ ছিলো আপনার দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন। দ্রুততম সময়ে এবং সহজে দলিল নিবন্ধনের লক্ষ্যে আইন ও বিচার বিভাগের উদ্যোগে দেশের ১৭টি সাবরেজিস্ট্রার

অফিসে ই-রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং সাব-রেজিস্টার অফিস ও ভূমি অফিসকে স্ব-স্ব প্রশাসনিক এখতিয়ারের মধ্যে রেখে ইতোমধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন দলিল রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত যে কোন ধরনের প্রতারণা রোধ করা সম্ভব হয়েছে, তেমনিভাবে নিশ্চিত হয়েছে স্বল্প সময়ে, সহজে ও কম খরচে মানসম্মত সেবা প্রদান। দেশের অবশিষ্ট সাব-রেজিস্টার অফিসসমূহে একইভাবে ই-রেজিস্ট্রেশন কর্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

সকল সেক্টরে প্রযুক্তি নির্ভর সেবা প্রদানের পদক্ষেপ হিসেবে স্মার্ট জুডিশিয়ারি প্রতিষ্ঠাও বর্তমান সরকারের একটি অগ্রগণ্য কাজ। বিচার বিভাগকে প্রযুক্তিবান্ধব করার জন্য ই-জুডিশিয়ারি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। আপনার আইসিটি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয় মহোদয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও পরামর্শের প্রেক্ষিতে প্রকল্পটি খুব শিগগিরই আলোর মুখ দেখতে পাবে বলে আমি আশা করি।

করোনা মহামারিকালে দেশের মানুষ যেন ন্যূনতম বিচারিক সেবা থেকে বঞ্চিত না হয় সেজন্যও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার উদ্ভাবনী উদ্যোগে আইন পাসের মাধ্যমে দেশের ভার্চুয়াল আদালত ব্যবস্থা চালু করা হয়। করোনার লকডাউন পরিস্থিতিতে ভার্চুয়াল আদালত ব্যবস্থা চালু করা হয়। করোনার লকডাউন পরিস্থিতিতে ভার্চুয়াল আদালতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আসামির জামিন মঞ্জুর হয়, যার মধ্যে অনেক নারী ও শিশু অভিযুক্ত ছিল। করোনা মহামারিকালে দেশের মানুষের আইনের অধিকার নিশ্চিতে এবং জেলখানায় অতিরিক্ত কয়েদির সংখ্যা কমাতে ভার্চুয়াল আদালত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ভার্চুয়াল আদালত ব্যবস্থাকে অধিক কার্যকর করার লক্ষ্যে ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইন সংশোধন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ডিজিটাল কন্টেন্টকে সাক্ষ্যের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ফলে দুর্ধর্ষ অপরাধীদের আদালতে উপস্থিত না করেই ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে জেলাখানায় রেখেই আদালত কর্তৃক সাক্ষ্য গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

তাছাড়া সারাদেশে বিবাহ নিবন্ধন কার্যক্রমকে ডিজিটাইজড রেজিস্টার করার জন্য আইন ও বিচার বিভাগ একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে, যার মাধ্যমে প্রত্যেক নিকাহ রেজিস্টার বিবাহ নিবন্ধনের যাবতীয় তথ্য অনলাইনে ইনপুট দেবেন এবং পক্ষগণ কাবিননামাসহ অন্যান্য ডকুমেন্ট অনলাইন থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। এই অনলাইন পোর্টালে প্রকৃত নিকাহ রেজিস্টারদের তথ্য সংরক্ষিত থাকবে, ফলে বিবাহ নিবন্ধন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবরূপ দেওয়ার লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আজকের উদ্যোগটি কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

সম্মেলন আহ্বায়কের কথা

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, পিএএ,
সিনিয়র সচিব,
জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
প্রাক্তন সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম,

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা, আজকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতি ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী, বিশেষ অতিথি, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, মন্ত্রী পরিষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সভাপতি, জনাব মোহাম্মদ মকবুল হোসেন ও কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, সম্মানিত সংসদ সদস্যবৃন্দ, সম্মানিত সিনিয়র সচিব, সচিববৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সদস্যবৃন্দ, আমার সহকর্মীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম।

মহান স্বাধীনতার এই গৌরবময় মাস, জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান, জাতির পিতার ১০৩তম জন্মবার্ষিকী এই মাসে। আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু

শেখ মুজিবুর রহমানকে। আমি শ্রদ্ধা জানাই, জাতীয় চার নেতার প্রতি, ৩০ লক্ষ শহীদের প্রতি, আর বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি, জাতির পিতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে যারা অস্ত্র তুলে নিয়ে এই দেশ স্বাধীন করেছিলো। গভীর শ্রদ্ধার সাথে আরও স্মরণ করছি, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট-এ শাহাদাত বরণকারী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিবসহ বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যগণকে। আমি তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। দেশ স্বাধীনের মাত্র সাড়ে ৩ বছরের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয় গঠন, মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকের ১ম এজেন্ডায় ২৫ বিঘা পর্যন্ত ভূমি উন্নয়ন কর মওকুফ, পরিবার প্রতি জমি মালিকানা সর্বোচ্চ সীমা ১০০ বিঘা নির্ধারণ ছিল স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের জন্যে বঙ্গবন্ধুর অন্যতম উপহার। পরবর্তীতে ডিজিটাল বাংলাদেশ ও স্মার্ট বাংলাদেশ- এর স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বাস্তবমুখী দিক-নির্দেশনায় একসময়ের গতানুগতিক ভূমি ব্যবস্থাপনা আজ ডিজিটাল থেকে রূপ নিচ্ছে স্মার্ট ভূমিসেবায়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

২০০১ সালের ২৮টি মৌলিক বিষয়কে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে আপনি ভূমি ব্যবহার নীতিকে সর্বপ্রথম জাতির সামনে উপস্থাপন করেন। এরপর, ২০১৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর, ভূমি মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে, আপনার জনবান্ধব ৩১টি অনুশাসন আজ আমাদের গাইডলাইন হিসেবে কাজ করছে। সর্বশেষ, ২০২১ সালের ৮ সেপ্টেম্বর, ভূমি ভবন উদ্বোধন করে, ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর সংস্থার সেবাসমূহকে এক ঠিকানায় এনে আপনি পূরণ করেছেন আমাদের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন। আপনার সার্বিক দিক নির্দেশনায় ভূমি মন্ত্রণালয় সকল উদ্যোগের মূল কারিগর হিসেবে কাজ করছেন মাননীয় ভূমি মন্ত্রী জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এম.পি. মহোদয়। তার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, টিম স্পিড আর জনবান্ধব দৃষ্টিভঙ্গি সামনে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সবসময় আমাদের শক্তি জোগায়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি, বঙ্গবন্ধু নিজ হাতে মাটি কেটে নদী ভাঙা দুস্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত গৃহহীন পরিবারসমূহকে খাস জমিতে পুনর্বাসনের ঐতিহাসিক উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এই উদ্যোগকে স্মরণীয় করে রাখতে ভূমি মন্ত্রণালয় লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্মৃতিস্তম্ভ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব গুচ্ছগ্রাম কমপেক্স নির্মাণ করেছে। আজ আপনি স্মৃতিস্তম্ভ ও কমপ্লেক্সটির শুভ উদ্বোধন করবেন। উন্নত নাগরিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জরাজীর্ণ ভূমি অফিসগুলো আপনার আশীর্বাদে আজ সুরম্য ভবন। আপনার উদ্যোগে তৈরিকৃত ১,৪৫০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের মধ্যে ইতঃপূর্বে উদ্বোধন হওয়া বাদে আজ ৪০০টি অফিস আপনার উদ্বোধনের অপেক্ষায়। ভূমি ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে বড় ভোগান্তির জায়গা হলো তথ্যের ঘাটতি, ভুল তথ্য এবং তথ্য হালনাগাদ না থাকা। এছাড়াও, নামজারি করার সঙ্গে ম্যাপ ও খতিয়ান সংশোধন করা না হলে মূল সমস্যাটি থেকেই যায়। এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের অন্যতম উপায় হচ্ছে ম্যাপ ডিজিটালাইজড করা, ম্যাপের সাথে মালিকানা সংযোগ করা এবং ম্যাপগুলোকে হালনাগাদ করার অপশন রাখা।
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

আপনি জেনে খুশি হবেন যে, আপনার লালিত স্বপ্ন পূরণে ভূমি মন্ত্রণালয় ম্যাপ ডিজিটাইজেশনের কাজটি শুরু করেছে। সমগ্র বাংলাদেশের প্রায় ১ লক্ষ ৩৮ হাজার মৌজাশিটকে পর্যায়ক্রমে ডিজিটালাইজড করা হচ্ছে। এই ম্যাপের উপর গ্রীষ্ম ও বর্ষা মৌসুমের স্যাটেলাইট ইমেজ বসিয়ে প্লটভিত্তিক জমির শ্রেণীর একটি ডাটাবেজ তৈরি করা হচ্ছে। ডিজিটাল মৌজা ম্যাপ থেকে নাগরিকগণ তাদের জমির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, স্থানাংক তথা প্রকৃত অবস্থানও তাৎক্ষণিকভাবে পেয়ে যাবেন। আজকে একটু পরই আপনি ৫টি উপজেলার সকল মৌজাসহ মোট ১০ হাজার শিট সম্বলিত সেই কাঙ্ক্ষিত স্মার্ট ভূমি নকশা সিস্টেমটি জনসাধারণের জন্যে উদ্বোধন করবেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

গতানুগতিক নামজারির বিলুপ্তি ঘটিয়ে ই-নামজারি চালু করা হলেও নানাবিধ কারণে দলিল সম্পাদনের সাথে সাথেই ই-নামজারি পদ্ধতি চালু করা সম্ভব হয়নি। বিষয়টিকে সমাধানের উদ্দেশ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় এবং আইন ও বিচার বিভাগ গত এক বছর একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। তারই ফলস্বরূপ আজ রচিত হয়েছে এক যুগান্তকারী ইতিহাস। ১৭টি পাইলটিং উপজেলায় ই-রেজিস্ট্রেশন ও ই-মিউটেশনের আনুষ্ঠানিক আন্তঃসংযোগ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

ভূমি সংস্কারে আপনার দীর্ঘ প্রতীক্ষিত স্বপ্ন দলিল নিবন্ধনে ই-নামজারি আজ পূরণ হলো। একটু পরেই হবে এই উদ্বোধনের মাহেন্দ্রক্ষণ। আপনার উদ্বোধনের পর রেজিস্ট্রেশনের সাথে সাথেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে নামজারির কার্যক্রম শুরু হবে। এই ব্যাপারে মাননীয় আইনমন্ত্রী মহোদয়ের আন্তরিকতা এবং আইন বিভাগের সার্বক্ষণিক সহযোগিতা প্রশংসনীয়। এর পাশাপাশি প্রযুক্তির সহায়তায় খতিয়ানসমূহের ধারাবাহিক ইতিহাস চেইন তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে অন্যায়ভাবে অন্যের জমি দখল করার সুযোগ রহিত হয়েছে। ভূমি সংক্রান্ত মামলা মোকদ্দমার সংখ্যা কমে যাবে এবং সকল মামলা খুব সহজে দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে। ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনায় অন্যতম মাইলফলক স্মার্ট ভূমি রেকর্ডস আপনি আজ উদ্বোধন করবেন। সাধারণ মানুষ ভূমি সম্পর্কে খুব একটা জানে না। তাদের মধ্যে একটা ভীতি কাজ করে। জমিজমা সংক্রান্ত বিষয় এই অসচেতনতার কারণে তারা মধ্যস্বত্বভোগী বা দালাল চক্রের শরণাপন্ন হয়ে বিভিন্নভাবে প্রতারিত হয়। এ সমস্যা সমাধানে ভূমি মন্ত্রণালয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন স্মার্ট ভূমি পিডিয়া প্রস্তুত করেছে। এতে রয়েছে ভয়েস সার্চ অপশন, মুখের কথায় মিলবে ভূমি তথ্য ও আইনি পরামর্শ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

স্মার্ট ভূমিপিডিয়া এখন আপনার উদ্বোধনের অপেক্ষায়। নাগরিকগণকে তাৎক্ষণিক ভূমিসেবা প্রদান করার লক্ষ্যে তেজগাঁওস্থ ভূমি ভবনে একটি স্মার্ট ভূমিসেবা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। নাগরিকগণ এখন এখানে এসে সকল ভূমিসেবা গ্রহণ করতে পারবেন। স্মার্ট ভূমিসেবা কেন্দ্রটি আজ শুভ উদ্বোধনের পর সর্বসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত করা হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

২০২৬ সালের মধ্যে ডিজিটাল ভূমিসেবা বাস্তবায়নের লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে ভূমি মন্ত্রণালয়। ইতোমধ্যে ই-নামজারি সিস্টেম হয়েছে পুরোপুরি ক্যাশলেস। অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ কার্যক্রমটি উদ্বোধনের পর থেকে এ পর্যন্ত অনলাইনে দাখিলা প্রদান করা হয়েছে প্রায় ৫৭ লক্ষ। ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আগামী পহেলা বৈশাখ ১৪৩০ থেকে সারাদেশব্যাপী ভূমি উন্নয়ন কর শতভাগ অনলাইনে আদায় করার ঘোষণা দিয়েছেন। এ লক্ষ্যে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। শুধু ডিজিটালাইজেশনের সুফলে মানুষের হয়রানি ও ভোগান্তি কমেনি; সরকারে রাজস্ব আয় বেড়েছে বহুগুণে। এ সকল ডিজিটাল ভূমিসেবা সফলভাবে বাস্তবায়ন করায় ভূমি মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যেই জাতিসংঘ জনসেবা পদক ও জাতিসংঘ প্রদত্ত WSIS অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তির মাধ্যমে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয় জাতীয়ভাবেও পেয়েছে বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক ও ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

স্মার্ট ভূমিসেবা সাধারণ নাগরিকের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ভূমি মন্ত্রণালয় কাজ করছে। দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকল পর্যায়ের ভূমি কর্মকর্তাদের প্রেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা এবং নাগরিকগণকে প্রশিক্ষিত করণের নানাবিধ কৌশল গ্রহণ করা হচ্ছে। চলমান প্রজেক্টসমূহ সমাপ্তির পর ভূমি মন্ত্রণালয় যেন নিজস্ব দক্ষতায় এ সকল সিস্টেম পরিচালনা করতে পারে সে উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে এই প্রথম জাতীয় ভূমি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ সম্মেলনের মাধ্যমে একদিকে কর্মকর্তাগণ যেমন বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা পাবেন অন্যদিকে মাঠ পর্যায়ের সুপারিশসমূহ সরাসরি সরকারকে অবহিত করার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

ভূমি মন্ত্রণালয় একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করে কাজ করে যাচ্ছে। কোনো খতিয়ানের দাগ শেয়ার হবে না, ভূমি নিয়ে মামলার সংখ্যা হবে ন্যূনতম, সীমানা বিরোধ হবে প্রায় শূন্য, নাগরিকগণকে খুব প্রয়োজন ছাড়া ভূমি অফিসে যেতে হবে না, এনআইডি দিয়েই পাওয়া যাবে একজনের নাগরিকের ভূমির সকল তথ্য আর জমি ক্রয়ের সাথে সাথেই পাওয়া যাবে মালিকানা সনদ। যেসব জায়গায় একবার ডিজিটাল জরিপ সম্পন্ন হবে সেখানে ভবিষ্যতে আর জরিপ করার প্রয়োজন পরবে না।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

সবসময় আকুণ্ঠ সমর্থন ও অনুপ্রেরণার মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়কে উন্নয়নের মহাসড়কে উত্তরণের সুযোগ প্রদান করায় আমরা গৌরবান্বিত। আজ জাতীয় ভূমি সম্মেলন ও ভূমিসেবার ৭টি উদ্যোগের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আপনার সানুগ্রহ উপস্থিতিতে গ্রহণ করুন আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। আপনার ব্রেইন চাইল্ড স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে এই প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আইন ও বিচার বিভাগের সম্মানিত সচিবের বক্তব্য

মোঃ গোলাম সারওয়ার

সচিব

আইন ও বিচার বিভাগ

আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা, এম.পি., আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এম.পি., ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এম.পি., ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সভাপতি, উপস্থিত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ, মাননীয় সংসদ সদস্যগণ, ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ও অন্যান্য সম্মানিত সচিব মহোদয়গণ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ ও উপস্থিত সুধীমণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম।

মহান স্বাধীনতার এই গৌরবময় মাসে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। সেই সাথে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগকারী ৩০ লক্ষ শহীদ ও নির্যাতিত ২ লক্ষ মা-বোনকে। গভীর শ্রদ্ধার সাথে আরো স্মরণ করছি ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টে শাহাদাত বরণকারী বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যগণকে। আমি তাঁদের সবার আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

সোনার বাংলা গড়ার পাশাপাশি সর্বস্তরে আইনের শাসন এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় জনগণের সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত করা ছিল বঙ্গবন্ধুর অন্যতম স্বপ্ন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

আপনি তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিয়ে বঙ্গবন্ধুর সেই লালিত স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন করে চলছেন। দেশের ভূমি নিবন্ধনে জনবান্ধব ই-রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম গ্রহণ করে এবং সাবরেজিস্ট্রি অফিসের সাথে সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসের আন্তঃসংযোগ ছিল আপনার দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন। এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার অনুশাসন মোতাবেক সাবরেজিস্ট্রি অফিস ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসকে স্ব-স্ব-প্রশাসনিক এখতিয়ারের মধ্যে রেখে ইতোমধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

আপনার আন্তরিক অভিপ্রায় ও নির্দেশনার কারণেই এই আন্তঃসংযোগ সম্ভব হয়েছে। এজন্য আইন ও বিচার বিভাগ আপনার প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ এবং কৃতজ্ঞ থাকবে ভবিষ্যতেও।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

আপনি জেনে খুশি হবেন যে, পাইলটিং করা ১৭টি সাবরেজিস্ট্রি অফিসে ডিজিটাল পদ্ধতিতে দলিল রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে। ২০২১ সালের ১০ জুন হতে গতকাল পর্যন্ত ১৭টি সাবরেজিস্ট্রি অফিসে প্রায় ৭০,০০০ দলিল ই-রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমে নিবন্ধিত হয়েছে। পূর্বে দলিল নিবন্ধনের পর সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসে ল্যান্ড ট্রান্সফার নোটিশ (এল.টি.) প্রেরণ করতে বিলম্ব হতো। এই ই-রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে দলিল নিবন্ধনের সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এল.টি. নোটিশ সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসে প্রেরিত হয়। এর মাধ্যমে সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিস হতে দ্রুততম সময়ে নামজারি কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। অপরদিকে, এই আন্তঃসংযোগের মাধ্যমে সাবরেজিস্ট্রারগণ দলিল নিবন্ধনের পূর্বে জমির নামজারির সর্বশেষ অবস্থা দেখতে পায়। এর মাধ্যমে ভূমির শ্রেণি পরিবর্তন ও জাল খতিয়ানের মাধ্যমে দলিল নিবন্ধন বন্ধ হয়েছে, রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে। একই সম্পত্তি প্রতারণা করে বারবার বিক্রয়, বায়নাকৃত জমি অন্যের নিকট বিক্রয়, ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানের নিকট বন্ধকি জমি অন্যত্র বিক্রয় বা বায়না মূল্যের কমে দলিল রেজিস্ট্রেশন রোধ করা সম্ভব হয়েছে।

বর্তমানে দলিল রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন হতে মাত্র ১ থেকে ২ দিন সময় লাগছে। নিশ্চিত হয়েছে স্বল্প সময়ে সহজ ও কম খরচে মানসম্মত সেবা। ১৭টি সাবরেজিস্ট্রি অফিসে ই-রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় এই অভিজ্ঞতাকে বিবেচনায় নিয়ে মাননীয় আইনমন্ত্রী মহোদয়ের

নির্দেশনায় সারাদেশে দলিল নিবন্ধন ব্যবস্থাকে ডিজিটালাইজড করার লক্ষ্যে ভূমি নিবন্ধন ব্যবস্থাপনা অটোমেশন শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্পের প্রস্তাব ইতোমধ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এম.পি এই আন্তঃসংযোগ সফল করতে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করছেন। এই কার্যক্রমকে ফলপ্রসূ করতে নিয়মিত পরামর্শ প্রদান করছেন মাননীয় ভূমিমন্ত্রী জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এম.পি। এই প্রক্রিয়াকে গতিশীল রাখতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিবসহ ভূমি মন্ত্রণালয় কার্যকরভাবে আইন ও বিচার বিভাগের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে চলছে। এজন্য আপনাদের সবাইকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

করোনা মহামারিকালে দেশের মানুষ যেন নিরঙ্কুশ বিচারিক সেবা থেকে বঞ্চিত না হয় সেজন্যে আপনার উদ্যোগে 'আদালত কর্তৃক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার অধ্যাদেশ ২০২০' জারি করা হয়, যা পরবর্তীতে আইন আকারে পাস হয়। লকডাউন পরিস্থিতিতে ভার্চুয়াল আদালতে ১০২ কার্যদিবসে প্রায় ৩ লক্ষ মামলায় জামিন শুনানি হয়েছে এবং ১ লক্ষ ৩০ হাজারের মত অভিযুক্ত জামিন পেয়েছে, যার মধ্যে অনেক শিশুও আছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

ভার্চুয়াল আদালত ব্যবস্থার প্রবর্তন আপনার ব্রেইন চাইল্ড, ভার্চুয়াল আদালত ব্যবস্থাকে অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে আপনার নির্দেশনায় এবং মাননীয় আইনমন্ত্রী মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইন সংশোধন করে ডিজিটাল কন্টেন্টকে সাক্ষ্যের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায় প্রযুক্তি নির্ভর স্বচ্ছ নাগরিক সেবা আপনার স্বপ্নের স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে আইন ও বিচার বিভাগ সব সময় নিরলসভাবে কাজ করে যাবে, এই প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

একজন সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর অভিব্যক্তি

নূরজাহান আক্তার সাথী

সহকারী কমিশনার (ভূমি), রাজবাড়ী সদর

রাজবাড়ী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩ ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের ৭টি উদ্যোগের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা; অনুষ্ঠানের সভাপতি মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়; বিশেষ অতিথি মাননীয় মন্ত্রী, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, উপস্থিত ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি; সম্মানিত ভূমি সচিব মহোদয়সহ অন্যান্য সকল সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, আসসালামু আলাইকুম।

আমি বক্তব্যের শুরুতেই গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট, শাহাদাত বরণকারী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবসহ বঙ্গবন্ধু পরিবারের অন্যান্য সদস্যবৃন্দকে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

আমার কাছে স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে। দেশের প্রধানমন্ত্রীর সামনে, আমার মত ভাটি এলাকার, প্রত্যন্ত গ্রামের নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান কথা বলতে পারবো, সেটা কল্পনাও করিনি কখনো। আমার বাবা-মার পাঁচ কন্যা সন্তানের মধ্যে আমি দ্বিতীয়। আপনার সরকারের সময়কালে পরিচালিত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা হচ্ছে বলেই প্রান্তিক পর্যায়ের আমার মত একজন মেয়ে প্রজাতন্ত্রের কর্মী হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। আপনার সুচিন্তিত নারী ক্ষমতায়ন নীতির কল্যাণে আজ বাংলাদেশের নারীরা খুব সহজেই নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারছে নিজের পছন্দের পেশায়। আমার পরিবারের সকলেই আপনার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

আমি বর্তমানে সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসেবে রাজবাড়ী সদর উপজেলায় কর্মরত আছি। আমি সৌভাগ্যবান যে, বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে আপনার বিভিন্ন উদ্যোগের মধ্যে অন্যতম আপনার স্বপ্নের আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পেরেছি। মুজিব শতবর্ষে, স্বপ্ন আপনি দেখেছেন যে, বাংলাদেশের কোন মানুষ ভূমিহীন ও গৃহহীন থাকবে না, সেটি বাস্তবায়নের যুগসন্ধিক্ষণের কর্মী হতে পেরে আমি ধন্য। যাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই ছিল না আজ তারা যখন আপনার উপহার দেয়া সেমিপাকা ঘরে থাকে এবং জমির কবুলিয়তের দলিল ও নামজারি খতিয়ান হাতে পায়, তখন তাদের চোখে মুখে যে খুশির উল্লাস আমি দেখেছি তা আমার জীবনে দেখা সবচেয়ে সুন্দরতম দৃশ্য।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

আপনার সময়কালে প্রথমবারের মত সকল সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণ আপনার বরাদ্দ দেয়া গাড়ি পেয়ে আপনার প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। সহজে জনসেবা নিশ্চিতকরণ থেকে শুরু করে সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট জমি রক্ষার্থে তদারকি খাস জমির অবৈধ দখল উচ্ছেদ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা কিংবা আশ্রয়ণের ঘর নির্মাণে খাসজমি নির্বাচন ও দখলমুক্ত করা এবং উপকারভোগীদের খোঁজ খবর রাখার মত কাজগুলি খুব সহজেই এবং স্বল্প সময়ে নিশ্চিত করা যাচ্ছে আপনার বরাদ্দ দেয়া গাড়ির কল্যাণে। আপনার সময়কালে তৈরি করা আধুনিক মডেলের উপজেলা ভূমি অফিস এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহে সেবা গ্রহীতাগণ ও আমরা কর্মচারীগণ ইতিবাচক পরিবেশ পাচ্ছি। বর্তমান সরকারের সময়কালে ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহে কর্মরত ইউনিয়ন ভূমি সহকারী ও উপ-সহকারী কর্মকর্তাদের বেতন স্কেল উন্নীতকরণ নিশ্চিত করছে তাদের পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা যা সেবা প্রদানে ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। ভূমি ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে আপনার অধীন পরিচালিত সরকারের এমন হাজারো অবদান আজ আমরা এই অনবদ্য মিলনমেলায় কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

আপনার দেখানো পথে আজ আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশের নাগরিক। ভূমি মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রায় প্রতিটি সেবা এখন সম্পূর্ণরূপে ডিজিটাল। নাগরিকগণ বর্তমানে ঘরে বসেই দিচ্ছেন ভূমি উন্নয়ন কর। আমাদের ভূমি অফিসের সেবাসমূহ বর্তমানে সম্পূর্ণরূপে ক্যাশলেস পেমেন্ট পদ্ধতিতে গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে ই-নামজারির আবেদন করে ভূমি অফিসে না এসেই অনলাইনে ডিসিআর কেটে সেবা গ্রহীতাগণ খতিয়ান প্রিন্ট করতে পারছেন যা অতীতে রূপকথার গল্পের মতই অবাস্তব মনে হত।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

আমরা বিশ্বাস করি ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ বিনির্মাণের যে মহাপরিকল্পনা আপনি গ্রহণ করেছেন, সেটিও ডিজিটাল বাংলাদেশের মত বাস্তবে পরিণত হবে। আর এই অভিযাত্রায় দায়িত্বশীল অংশীজন হিসেবে আমরা সিভিল সার্ভিসের কনিষ্ঠ সদস্যগণ আমাদের দায়িত্ব প্রকৃতভাবে পালনের দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করছি। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ দেশপ্রেম আর মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বুকে ধারণ করে প্রকৃত অর্থেই জনসেবক হয়ে আপনার প্রদর্শিত পথ ধরে আপনার মত স্মার্ট হয়ে, আমরা গড়ে তুলব ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’

পরিশেষে, আপনার সামনে নিজের অভিমত ব্যক্ত করার সুযোগ পেয়ে নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করছি এবং আপনার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ধন্যবাদ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

জয় বাংলা

জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩

দ্বিতীয় অধ্যায় :

সেশন : স্মার্ট ভূমি ব্যবস্থাপনা

তারিখ : ২৯-০৩-২০২৩ (বুধবার)   সময় : ২:০০-৪:০০

ভেন্যু : বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র (BICC), আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

প্রধান অতিথি :

সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি,

মননীয় মন্ত্রী,

ভূমি মন্ত্রণালয়।

উপস্থাপনা ও সঞ্চালনায় :

জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, পিএএ,

সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।

জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩

ভূমি মন্ত্রণালয়ের ৭টি নতুন উদ্যোগ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩-এর উদ্বোধী অনুষ্ঠানে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ৭টি নতুন উদ্যোগ উদ্বোধন করেন:

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্মৃতিস্তম্ভ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব গুচ্ছগ্রাম কমপ্লেক্স।
রামগতি, লক্ষ্মীপুর

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরপরই ১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত বর্তমান লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলা পরিদর্শন করেছিলেন। সে সময় তিনি নিজ হাতে মাটি কেটে নদী ভাঙা, দুস্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত গৃহহীন পরিবারসমূহকে খাস জমিতে পুনর্বাসন কাজ উদ্বোধন করেন। যার আলোকে পরবর্তীতে গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের মাধ্যমে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু হয়। এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে সম্মান জানাতে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত সেই স্থানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্মৃতিস্তম্ভ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব গুচ্ছগ্রাম কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে।

ইউনিয়ন ভূমি অফিস
দেশের বিভিন্ন স্থানে

ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহের কর্মপরিবেশ উন্নতকরণ, রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ এবং সেবাপ্রার্থীদের আসনসহ অন্যান্য সুবিধা অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে সমতল এবং উপকূল, হাওর এলাকা, এমনকি ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের ব্যাপার বিবেচনায় রেখে উড়িরচরের মত বিচ্ছিন্ন দূরবর্তী দ্বীপসহ সারাদেশে ২০১৫ সাল থেকে এ পর্যন্ত আধুনিক ডিজাইনে ১৪৫০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ করা হয়েছে।

স্মার্ট ভূমিসেবা কেন্দ্র
উন্নত ভূমিসেবা এক ঠিকানায়

নাগরিকগণকে তাৎক্ষণিক উন্নত ভূমিসেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রথাগত পদ্ধতির পাশাপাশি তেজগাঁও ভূমি ভবনে পরীক্ষামূলকভাবে স্মার্ট ভূমিসেবাকেন্দ্র চালু করা হয়েছে। পরবর্তীতে এই সেবাটি আরও বিস্তৃত করা হবে। ভূমিসেবা আউটসোর্সিং-এর এই কৌশল ভূমি মন্ত্রণালয় তথা সরকারের ইমেজ বৃদ্ধি করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

রেজিস্ট্রেশন-মিউটেশন

আন্তঃসংযোগ– দলিল নিবন্ধনেই নামজারি

land.gov.bd

জমি ক্রয় পরবর্তী ভূমি নিবন্ধনের পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে নামজারি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে 'রেজিস্ট্রেশন-মিউটেশন আন্তঃসংযোগ'-এর মাধ্যমে। ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণের ডিজিটাল ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে এই ব্যবস্থায়। স্মার্ট বাংলাদেশের প্রবক্তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্বাহী সিদ্ধান্তের কারণেই আন্তঃমন্ত্রণালয় পর্যায়ের এই ডিজিটাল সংযোগ দ্রুত স্থাপন সম্ভব হয়েছে। যা মানুষের ভোগান্তি কমাবে।

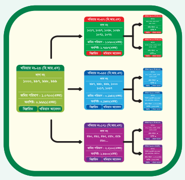

স্মার্ট ভূমি রেকর্ড

খতিয়ানের ধারাবাহিক ইতিহাস

land.gov.bd

স্মার্ট ভূমি রেকর্ডস-এর মাধ্যমে জানা যাবে, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি কতবার ভাগ হয়েছে, কতজন নতুন মালিক যুক্ত হয়েছেন, বর্তমানে কত অংশ অবশিষ্ট আছে, সর্বশেষ জরিপে কত অংশ নতুনভাবে নামজারি হয়েছে। এই সিস্টেমে এক ক্লিকেই মিলবে খতিয়ানের ইতিহাস। যা জমি ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতারণা ঠেকাবে, স্বল্প সময়ে মামলা নিষ্পত্তি করবে, আর বাড়াবে ভূমি সম্পৃক্ত কাজের গতি।

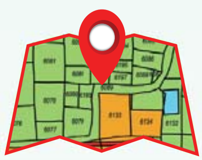

স্মার্ট ভূমি নকশা

সকল জমির নকশা অনলাইনে

land.gov.bd

জমির এই নামজারির সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয় খতিয়ান ও মৌজাম্যাপও প্রস্তুতের সুবিধার্থে স্মার্ট ভূমি নকশা সিস্টেম স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এজন্য দেশের প্রায় ১ লক্ষ ৩৮ হাজার মৌজা ম্যাপ ডিজিটাইজ করে ই-নামজারি সিস্টেমের সঙ্গে সংযুক্ত হচ্ছে। একই সাথে সকল জমির নকশা অনলাইনে রাখার জন্য তৈরি করা হয়েছে স্মার্ট ভূমি নকশা অ্যাপ।

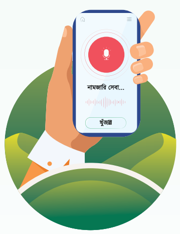

স্মার্ট ভূমি পিডিয়া

ভূমির সকল তথ্য অনলাইনে

land.gov.bd

নাগরিকদের ভূমি-তথ্যজ্ঞানে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে চালু করা হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন স্মার্ট ভূমি-পিডিয়া। এই এআই পোর্টাল হতে কথোপকথনের মাধ্যমে যে কেউ বাংলাদেশের ভূমি সম্পর্কিত সকল ধরনের আইনি তথ্য ও পরামর্শ তাৎক্ষণিকভাবে পেতে সক্ষম হবেন।

বিশেষ অতিথি ও আলোচক :

১। **জনাব মোঃ আবুবকর ছিদ্দীক,** চেয়ারম্যান (সচিব), ভূমি সংস্কার বোর্ড।

২। **জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল,** সচিব, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়।

৩। **জনাব এ কে এম শামিমুল হক ছিদ্দিকী,** চেয়ারম্যান (সচিব), ভূমি আপীল বোর্ড।

৪। **জনাব নাজমা মোবারক,** অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

অংশগ্রহণকারী :

১) বিভাগীয় কমিশনার-সকল

২) অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব)-সকল

৩) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)-সকল

৪) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এল.এ)-সকল

৫) রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর (আরডিসি)-সকল

৬) সহকারী কমিশনার (ভূমি)-সকল

৭) ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা-সকল

স্মার্ট ভূমি ব্যবস্থাপনায় মাঠ প্রশাসন : একটি উপস্থাপনা

প্রবন্ধ উপস্থাপক ও সঞ্চালক : মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, পিএএ
সিনিয়র সচিব
জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
(প্রাক্তন সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়)

পটভূমি :

২৯ মার্চ, ২০২৩ তারিখ জাতীয় ভূমি সম্মেলন-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর অপরাহ্নে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'স্মার্ট ভূমি ব্যবস্থাপনায় মাঠ প্রশাসন' শীর্ষক সেমিনার/প্যানেল ডিসকাশন অনুষ্ঠিত হয়। এ প্যানেল ডিসকাশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়। ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, পিএএ এই সেশনে প্রবন্ধ উপস্থাপন ও সঞ্চালনা করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোস্তফা কামাল, ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক, ভূমি আপীল বোর্ডের চেয়ারম্যান (সচিব) একেএম শামিমুল হক ছিদ্দিকী এবং অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব নাজমা মোবারেক (বর্তমানে সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়)।

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ, সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় আলোচনা ও সঞ্চালনা করছেন

মডারেটর এবং মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, পিএএ, সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় মূল অনুষ্ঠান শুরু করেন এবং কীভাবে অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন এ বিষয়ে ধারণা প্রদান করেন।

উপস্থাপনা :

জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, পিএএ, সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় বলেন, বর্তমানে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে স্মার্ট বাংলাদেশ ভিশন-২০৪১ প্রতিষ্ঠা এবং স্মার্ট বাংলাদেশ রোডম্যাপে ৪টি পিলার যথাক্রমে- স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট সোসাইটি, স্মার্ট ইকোনমি এবং স্মার্ট গভর্নেন্স অন্তর্ভুক্ত করে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ভূমিসেবাকে সাধারণ মানুষের নিকট আরও সহজলভ্য করার লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমিসেবাসমূহকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করছে। তিনি স্মার্ট ভূমিসেবায় ভূমি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগসমূহের বিষয়ে তুলে ধরেন নিম্নরূপভাবে:

তিনি বলেন, ভূমি মন্ত্রণালয়ের অন্যতম উদ্যোগ হলো ভূমি পরিষেবা অটোমেশন সিস্টেম প্রবর্তন। 'ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন' সফটওয়্যারের মাধ্যমে ভূমি সংক্রান্ত সকল কাজে গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে চালু হয়েছে ই-মিউটেশন, অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর আদায় সিস্টেম, ডিজিটাল রেকর্ড রুম, ডাকযোগে খতিয়ান ও পর্চা প্রাপ্তি, ডিজিটাল সার্ভেয়িং এবং ম্যাপিং, অনলাইন জলমহাল ইজারা, ল্যান্ড জোনিং, অনলাইন শুনানি সিস্টেম, হটলাইন সেবা (১৬১২২) ইত্যাদি। এছাড়া অনেকগুলো ডাটাবেইজ সম্বলিত ভূমি তথ্য ব্যাংক তৈরি করা হয়েছে- অধিগ্রহণ কেস এর ডাটাবেজ, সকল সায়রাত মহাল এর ডাটাবেজ এবং সিভিল স্যুট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে রাজস্ব সংক্রান্ত সকল মামলার ডাটাবেজ। ফলে এ সকল ডাটা দেখে সহজেই যেমন নির্ভুল নামজারি করা যাবে, অধিগ্রহণ কিংবা বিভিন্ন মামলার ক্ষেত্রে সহজেই প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা যাবে। এছাড়াও ই-রেজিস্ট্রেশন ও ডিজিটাল ভূমিসেবা সিস্টেমের আন্তঃসংযোগ, ডিজিটাল মৌজা ম্যাপের মোবাইল অ্যাপ এবং ওয়েব ভার্সন, দ্বিতীয় প্রজন্মের খতিয়ানের ধারাবাহিক চেইন/ট্রি সিস্টেম, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভূমি-পিডিয়া তৈরি করা হয়েছে যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভূমি সম্মেলনে উদ্বোধন করেছেন।

তিনি আরো বলেন, ভূমি সংক্রান্ত সমস্যা প্রশমিত করার জন্য অনেকগুলো উদ্যোগ হাতে নেয়া হয়েছে, বিদ্যমান আইন ও বিধিগুলির সংস্কার, নতুন আইন প্রণয়ন এবং সেবা সহজিকরণে নতুন নতুন পরিপত্র জারি করা হয়েছে। মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (HRMS) প্রবর্তন ইত্যাদি। এই HRMS বাস্তবায়িত হলে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কর্মচারীগণের চাকুরি জীবনের সকল তথ্য উপাত্ত অনলাইনের মাধ্যমে জানা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হবে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে ভূমিসেবা ডিজিটাইজেশনের কার্যক্রমকে মনিটরিং-এর আওতায় আনা হয়েছে। সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চলমান ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম ও ভূমি

আইন সম্পর্কে পারদর্শী করতে যথাযথ প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে এবং দেশের সমগ্র ভূমি অফিসসমূহে আধুনিকায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। 'সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প'-এর আওতায় আধুনিক ইউনিয়ন ভূমি অফিস ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়া 'ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্পের' আওতায় ৪৫১টি উপজেলা ভূমি অফিসে কম্পিউটার অপারেটর নিয়োগ দেয়া হয়েছে। নাগরিক ও অংশীজনদের ভূমিসেবা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং ভূমি সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য ভূমি বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জাতীয় পাঠ্যপুস্তকের কারিকুলামে অন্তর্ভুক্তকরণের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

নাগরিক তথা সেবাগ্রহীতাদের প্রাপ্তিসমূহ

বর্তমানে সাধারণ নাগরিকগণ ভূমি অফিসে না এসে অনলাইনে (www.land.gov.bd) নামজারির আবেদন, অনলাইনে সার্টিফায়েড পর্চা ও মৌজা ম্যাপের জন্য আবেদন করতে পারছেন এবং ঘরে বসেই খতিয়ান বা ম্যাপ পেয়ে যাচ্ছেন ও খাজনা দিতে পারছেন। যে কোন ভূমিসেবা সম্পর্কে জানতে বা অভিযোগ জানাতে হটলাইনে (১৬১২২) কল করতে পারছেন। এমনকি ই-নামজারির আবেদনও ১৬১২২-এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। ভূমি উন্নয়ন কর ও অন্যান্য ফি অনলাইনে পরিশোধ করা যাচ্ছে এবং এসএমএস/ই-মেইলের মাধ্যমে সেবাগ্রহীতা তা জানতে পারছেন। নামজারির ফি অনলাইন পেমেন্টের ক্ষেত্রে মোবাইল ব্যাংকিং যেমন- বিকাশ, রকেট, নগদ, উপায়, ডাচ-বাংলা ব্যাংকের ডেবিট কার্ড ইত্যাদির মাধ্যমে পেমেন্ট করা যাচ্ছে। নাম জারির আবেদন নামঞ্জুর হলে মোবাইলের মাধ্যমে কারণ জানতে পারছেন। www.land.gov.bd তে প্রবেশ করে ই-নামজারি আইকনে ক্লিক করে আবেদনটি কোন অবস্থায় আছে তা ট্র্যাক করে সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসে যোগাযোগ অথবা কোন অভিযোগ থাকলে কল সেন্টারে (১৬১২২) কল করতে পারছেন। বর্তমানে সংশ্লিষ্ট অফিসে না গিয়েই অনলাইনে (www.eporcha.gov.bd) আবেদনের ভিত্তিতে ৯০/- (নব্বই) টাকা অনলাইন পেমেন্টের পর নাগরিকের বর্তমান ঠিকানায় অথবা জেলা প্রশাসকের ফ্রন্ট ডেস্কে অথবা ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে অথবা ডাকযোগে সার্টিফায়েড খতিয়ানের কপি/মৌজা ম্যাপ পৌঁছে দেয়া হয়।

ই-রেজিস্ট্রেশন ও ডিজিটাল ভূমিসেবা সিস্টেমের আন্তঃসংযোগ

ই-রেজিস্ট্রেশন ও ডিজিটাল ভূমিসেবা সিস্টেমের আন্তঃসংযোগের ফলে সাব-রেজিস্ট্রারগণ জমি রেজিস্ট্রেশনের পূর্বে ডিজিটাল রেকর্ডরুম সিস্টেম হতে জমির রেকর্ড অনলাইনে যাচাই করতে পারবেন। যুগপৎভাবে সহকারী কমিশনার(ভূমি)গণও রেজিস্ট্রেশনের সাথে-সাথেই ডিজিটাল পদ্ধতিতে রেজিস্ট্রেশন দলিল ও বিক্রীত জমির তথ্য ই-মিউটেশন সিস্টেমের মধ্যে পেয়ে যাবেন যার ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নামজারি কার্যক্রম শুরু হবে। সারাদেশব্যাপী ই-রেজিস্ট্রেশন-এর সাথে ই-মিউটেশনের সংযোগ স্থাপিত হলে মানুষের ভোগান্তি কমবে, রেকর্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে হালনাগাদ হতে থাকবে। এর ফলে মামলা মোকদ্দমা ও জাল-জালিয়াতির সুযোগও কমে আসবে।

স্মার্ট ভূমি রেকর্ডস

খতিয়ান ও ম্যাপ সেবা ভূমি মন্ত্রণালয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি সেবা। একটি একক প্লাটফর্ম থেকে সেবাটি প্রদান করার লক্ষ্যে ২০২০ সালে ডিজিটাল ল্যান্ড রেকর্ডস (ই-পর্চা) সিস্টেম কার্যক্রম শুরু করে। এই প্লাটফর্ম ব্যবহার করে নাগরিকগণ খুব সহজেই অনলাইনে নিজের মালিকানাধীন জমির খতিয়ান, দাগ এবং ম্যাপ সম্পর্কিত তথ্য অনুসন্ধান করতে পারেন। পাশাপাশি খতিয়ান/ম্যাপের সার্টিফায়েড কপির জন্য ঘরে বসে অনলাইনে আবেদনসহ আবেদনের ফি প্রদান করতে পারেন এবং কুরিয়ারের মাধ্যমে ঘরে বসেই আবেদনকৃত কপি সংগ্রহ করতে পারেন।

সকল জরিপের ডিজিটাল তথ্য সংরক্ষণ, এক খতিয়ানে সকল জরিপের হিস্ট্রি সংযোজন, স্বল্প সময়ে মামলা নিষ্পত্তি করে প্রকৃত মালিকানা নির্ধারণ, জমি ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ এবং সর্বোপরি নাগরিকগণকে খতিয়ান ও ম্যাপসংশ্লিষ্ট উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যেই পর্চা সিস্টেমে খতিয়ান ট্রি বা চেইন সংযোজন করা হয়েছে। বর্তমানে এই সিস্টেমে খতিয়ান সেবায় নির্দিষ্ট খতিয়ানে সর্বশেষ জরিপের তথ্য প্রদর্শন করা হয়। ই-পর্চা সিস্টেমে খতিয়ান ট্রি বা চেইন সংযোজনের ফলে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির একটি খতিয়ানে পূর্বের সকল ভাগবাটোয়ারা বা বণ্টনের তথ্য প্রদর্শন করা যাবে। এছাড়া একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি কতবার ভাগ হয়েছে, কত জন নতুন মালিক যুক্ত হয়েছে, বর্তমানে কত অংশ অবশিষ্ট আছে, সর্বশেষ জরিপে কত অংশ নতুনভাবে নামজারি হয়েছে ইত্যাদি নানাবিধ তথ্য খতিয়ান ট্রি বা চেইন মডিউলের মাধ্যমে জানা সম্ভব হবে।

স্মার্ট ভূমি নকশা

নামজারি করার সঙ্গে ম্যাপ ও খতিয়ান সংশোধন করা না হলে মূল সমস্যাটি থেকেই যায়। এ সমস্যা দূর করার লক্ষ্যে সমগ্র বাংলাদেশের প্রায় ১,৩৮,০০০ মৌজা ম্যাপকে ডিজিটাইজ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আর ক্রয় করা হয়েছে বছরের দুটি সময়- গ্রীষ্ম ও বর্ষা মৌসুমের স্যাটেলাইট ইমেজ। এই ম্যাপের উপরে স্যাটেলাইট ইমেজ বসিয়ে প্লটভিত্তিক জমির শ্রেণির একটি তথ্যভান্ডার তৈরি হচ্ছে। ২০২৩ সালের মার্চ নাগাদ ১০,০০০ ডিজিটাল মৌজা ম্যাপ ই-নামজারি সিস্টেমের সঙ্গে সংযুক্ত হচ্ছে। এর ফলে নামজারির সাথে সাথে এই ডিজিটাল ম্যাপ ও খতিয়ানও স্বয়ংক্রিয়ভাবে হালনাগাদ হতে থাকবে। ডিজিটাল মৌজা ম্যাপ অ্যাপ থেকে নাগরিকগণ তাদের জমির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, স্থানাঙ্ক তথা প্রকৃত অবস্থানও তাৎক্ষণিকভাবে পেয়ে যাবেন। এছাড়াও ই-নামজারির সাথে সাথে জমির ধরন অনুযায়ী হোল্ডিং নম্বরসহ তাদের ভূমি উন্নয়ন করও নির্ধারিত হয়ে যাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে।

স্মার্ট ভূমি-পিডিয়া

নাগরিকদের ভূমি তথ্যজ্ঞানে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন ভূমি-পিডিয়া চালু করেছে। এই একক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম হতে নাগরিকগণ ভূমি সম্পর্কিত সকল ধরনের আইনি তথ্য ও পরামর্শ পেতে সক্ষম হবেন। ভূমিসেবা প্রদানকারী ও ভূমিসেবাপ্রত্যাশীদের মধ্যে জ্ঞানের ব্যবধান কমিয়ে একটি শক্তিশালী 'নলেজ নেটওয়ার্ক' স্থাপন করাই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভূমি পিডিয়ার মূল উদ্দেশ্য। এই প্লাটফর্ম থেকে নাগরিকগণ কী-ওয়ার্ড ভয়েজ টাইপিংয়ের মাধ্যমে ভূমি সম্পর্কিত

যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর ও পরামর্শ পাবেন। আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স যুক্ত চ্যাটবট সুবিধাও রয়েছে এতে। বিভিন্ন মাধ্যম হতে প্রতিনিয়ত জ্ঞান আহরণ করে এ সিস্টেম ধীরে ধীরে একজন ভার্চুয়াল অ্যাডভাইজারে পরিণত হবে। ভূমি পিডিয়ায় থাকবে ব্লগ ও ফোরাম সুবিধা, ভূমি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে একজন অন্যজনের নিকট হতে সমাধান খুঁজে নিতে পারবেন।

স্মার্ট নাগরিক ভূমিসেবা কেন্দ্র

নাগরিকগণ যাতে কোন ভূমি অফিসে না গিয়েই একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে বেসরকারি পেশাদার এজেন্সির প্রশিক্ষিত সেবাপ্রদানকারীর উন্নত ভূমিসেবা পেতে সক্ষম হন সেই লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় কাজ করছে। ভবিষ্যতে ভূমিসেবার পলিসি ৬০-৩০-১০ নীতি দ্বারা পরিচালনা হবে অর্থাৎ ভূমিসেবার ৬০% নাগরিক ডিজিটাল পদ্ধতিতে নিজে নিজেই সেবা গ্রহণ করতে পারবে। ভূমিসেবার ৩০%-এর জন্য নাগরিকগণ নির্দিষ্ট ফি পরিশোধের মাধ্যমে কোনো পেশাদার এজেন্টের সাহায্য নিবেন। আর ১০% ভূমিসেবার ক্ষেত্রেই কেবল নাগরিকগণ ভূমি অফিসে যাবেন। এই ধারণাকে বিবেচনায় নিয়ে ঢাকার তেজগাঁওস্থ ভূমি ভবনে পরীক্ষামূলকভাবে একটি নাগরিক ভূমিসেবা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে।

ভূমি সংস্কার বোর্ডকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ

ভূমি সংস্কার বোর্ডের বর্তমান জনবল কাঠামো, লজিস্টিক সাপোর্ট এবং স্থায়ী কর্মচারীদের পদোন্নতির সুযোগ সীমিত থাকায় এবং আইনি সীমাবদ্ধতার কারণে এর শক্তিশালীকরণের নিমিত্তে এর নাম পরিবর্তন করে 'ভূমি ব্যবস্থাপনা বোর্ড' করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়ার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

২০২৫ সালে ভূমি ব্যবস্থাপনার কর্মপরিকল্পনা

- সিংগেল প্লাটফর্ম সিংগেল এ্যাপস্-(ভূমি সংক্রান্ত সকল সেবা একটি সিঙ্গেল প্লাটফরমের মাধ্যমে জনসাধারণের নিকট সহজলভ্য করে উপস্থাপন করা।)
- জমি ক্রয়ের সাথে সাথে ভূমি মালিকানা সনদ প্রদান করা। (ফলে ভূমির মালিকানা/স্বত্বের ইতিবৃত্ত অনলাইনে পাওয়া যাবে এবং ভূমির দাগের ইতিবৃত্ত জানা যাবে ফলে একটি স্বচ্ছ ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা পাবে)।
- বাংলাদেশ ডিজিটাল জরিপ হবে সর্বশেষ জরিপ কার্যক্রম।
- সীমানা বিরোধ ও ভূমিদস্যুতা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা।
- বাড়িতে বসেই ভূমির অধিকাংশ সেবা নিশ্চিত করা অর্থাৎ ভূমি অফিসে কারো আসার প্রয়োজন হবে না সে ব্যবস্থা করা।

প্যানেল আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব

সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব নাজমা মোবারককে উদ্দেশ করে বলেন, ভূমি মন্ত্রণালয়ের সকল সরকারি ফিস এবং কর অনলাইনে আদায় করা হচ্ছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের এ-চালান সিস্টেমের মাধ্যমে আদায়কৃত টাকা সরাসরি সরকারি কোষাগারে জমা হয়। অনলাইনের কারণে এখন প্রতিদিন ৫ কোটি টাকা আয় হচ্ছে। পাশাপাশি ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ বিশাল অঙ্কের টাকা জেলা পর্যায়ে সঞ্চিত আছে যেটা সরকারি একাউন্টে রেখে আইবাসের মাধ্যম হিসাব রাখা যায় কি না সেটা যাচাই করে দেখা যেতে পারে। মাঠ পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের আর্থিক ব্যবস্থাপনা পরিচালনা আইবাসের মাধ্যমে হয়ে থাকে। সামগ্রিক বিষয় নিয়ে মাঠের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক শৃঙ্খলা, সরকারি অর্থের সঠিক ব্যবহার, অপচয় রোধ ইত্যাদি বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কিছু দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করেন।

এক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব নাজমা মোবারক বলেন, ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমিসেবা ডিজিটাইজেশনের অনেকগুলো উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। বর্তমানে নামজারি ফি, ই-পর্চা ফি, ভূমি উন্নয়ন কর এখন এ-চালানের মাধ্যমে অনলাইনে জমা হবে। এ-চালান একটি ইন্টারনেটভিত্তিক পেমেন্ট গেটওয়ে, যার মাধ্যমে সরকারি রাজস্ব ও সেবা ফি'র অর্থ সরাসরি সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে এ-চালান গ্রহণ করা যায়। এ ব্যাপারে গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে অর্থ বিভাগের MoU হয়েছে। ফলে কোন অফিসে কত টাকা আদায় হচ্ছে সহজে মনিটর করা যাচ্ছে। এ-চালনের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে সরকারি কোষাগারে জমা হচ্ছে। এটি দুর্নীতিকে নিরুৎসাহিত করতে তথা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে অন্যতম ভূমিকা পালন করবে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সায়রাত মহাল ইজারার টাকাও যদি চেকের পরিবর্তে এ-চালনের মাধ্যমে যেন জমা দেয়া যায় সিস্টেমে তা develop করতে হবে। রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর, যশোর-এর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, অর্থ বিভাগের বাজেট আইবাসের মাধ্যমে এখন উপজেলা পর্যন্ত চলে আসছে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রাজস্ব শাখা, ভূমি অধিগ্রহণ শাখা ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসের বাজেট আইবাসের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে আসবে। LA Contigency খরচের বিষয়ে আগামী অর্থবছরে পর্যালোচনা করে দেখবেন বলে আশ্বাস দেন।

সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় বলেন আমরা জানি ভূমি সংক্রান্ত মামলা দুটি ধারায় চলে। একটি স্বত্বের মামলা যেটি দেওয়ানী আদালত কর্তৃক পরিচালিত হয় আরেকটি পদ্ধতিগত মামলা যেটা সহকারী কমিশনার ভূমি, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এবং সর্বোচ্চ আদালত হিসেবে ভূমি আপিল বোর্ড সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকে। সর্বোচ্চ আদালত হিসেবে ভূমি আপিল বোর্ড যে ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং যে ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করলে তার মামলা নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত হয় এবং মাঠ থেকে যে ক্রুটিগুলো দৃষ্টিগোচর হয় সে বিষয়ে আলোকপাত করার জন্য অনুরোধ করেন। জনাব এ কে এম শামিমুল হক ছিদ্দিকী, চেয়ারম্যান (সচিব), ভূমি আপীল বোর্ড এ বিষয়ে বলেন, ভূমি আপীল বোর্ডে রাজস্ব সংক্রান্ত মামলা দুইভাবে পরিচালিত হয়। একটি

সিঙ্গেল বোর্ড অন্যটি ফুল বোর্ড। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় আদেশে শুধু মঞ্জুর বা নামঞ্জুর লেখা থাকে বা আর্জির মতই লেখা থাকে। এক্ষেত্রে Justification পুরোপুরি থাকা উচিত কেন আদেশ দেয়া হলো। এতে আদালতে ভাবমূর্তিও উজ্জ্বল হয়। অনেক সময় রায়ের কপি পেতে দেরি হয়। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) বলেন, অনেক সময় আপীলের ক্ষেত্রে নামজারি নথি তলব করলে নথি পেতে দেরি হয়। বিভাগ পর্যায় থেকে ই-নামজারির নথি পর্যালোচনা করা যায় তা ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। সচিব ভূমি মন্ত্রণালয় বলেন, এক্ষেত্রে কেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের কার্যক্রম চলমান। উক্ত সিস্টেমের সাথে ই-মিউটেশন ও আপীল কেস লিংক থাকবে। ফলে এ ধরনের সমস্যা থেকে সহজেই সমাধান পাওয়া যাবে।

সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় বলেন, ভূমি ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাংলাদেশের নৌপথসমূহ। যে সকল নদীপথে নৌযান চলাচল করে সেই পথকে সচল রাখা এবং নদী ভরাটের কারণে অবৈধ দখলমুক্ত রাখা একটি দুরূহ কাজ। এছাড়া ড্রেজিং কার্যক্রম চলমান থাকলে ড্রেজিংয়ে উত্তোলিত বালু ও মাটি ব্যবস্থাপনার সাথে ভূমি মন্ত্রণালয় জড়িত। নতুন বালুমহালের হাইড্রোগ্রাফিক জরিপের সাথে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় জড়িত। এ সকল বিষয়কে বিবেচনায় রেখে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের উদ্দেশে দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য সচিব, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করেন। জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল, সচিব, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় বলেন, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের ১৬টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এছাড়া দুটি সেক্টরের মধ্যে BIWTA একটি। এ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কাজ হচ্ছে নৌপথ নির্ধারণ, নাব্যতা রক্ষা ও নদীর তীর সুরক্ষা। এক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্টের জন্য জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে জেলা পর্যায়ে কমিটি আছে। ড্রেজিং ম্যানেজমেন্ট কমিটি আছে প্রতি জেলায়। উক্ত কমিটি যেন নিয়মিত সভা করে এবং BIWTA-এর প্রতিনিধি যেন উপস্থিত থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে। তিনি আরো বলেন, ড্রেজিং ম্যানেজমেন্ট সঠিকভাবে হতে হবে। তীর রক্ষার জন্য গাছ লাগাতে হবে। নদীর তীরের জমি খারিজের সময় BIWTA-কে যেন নোটিশ দেয়া হয় এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) যেন সরেজমিনে পরিদর্শন করে তা নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া বন্দর ঘোষিত এলাকায় খারিজ করার সময়ও বন্দর কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে। এক্ষেত্রেও সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) যেন সরেজমিনে পরিদর্শন করেন সেক্ষেত্রে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। ঘাট ম্যানেজমেন্ট যথাযথভাবে যেন হয়, স্থানীয় জেলা প্রশাসন যাচাই-বাছাই করে সঠিক রিপোর্ট দিয়ে সহায়তা করে সেজন্য সকল অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এতে অনেক জটিলতা ও মামলা-মোকদ্দমা কমে যাবে।

তিনি আরো বলেন World Bank ও JICA আমাদের বড় উন্নয়ন সহযোগী। উন্নয়ন প্রকল্পে জমি দখল না পেলে উন্নয়ন সহযোগীরা টাকা ছাড় করতে চায় না। ফলে দেশের অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। এ সকল উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক জরুরি ভিত্তিতে জমি মালিকের সাথে বসে টাকা বুঝিয়ে দিয়ে জমি বুঝে নেবেন। তিনি অধিগ্রহণ সেক্টরটিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, নদী রক্ষা কমিশনার বিভিন্ন কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ প্রদান করে। কমিশন নির্দেশ দিলে সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী ও বিজ্ঞ আদালতের আদেশ অনুসারে বাস্তবায়ন করতে হবে বা উচ্ছেদ করতে হবে। তিনি আরো বলেন, বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন অনুসারে বালুমহালে হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ করা বাধ্যতামূলক।

সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় বলেন, ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তারা ভূমি সংস্কার বোর্ড নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের বাজেটসহ আনুষঙ্গিক আরো কিছু বিষয় ভূমি সংস্কার বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত হয়। ভূমি সংস্কার বোর্ডের কাজের ব্যাপকতা বিবেচনায় এই বোর্ডকে আরো কীভাবে শক্তিশালী করা যায়, তাদের কাজকে আরো গতিশীল করা যায়, মাঠের সাথে তাদের সমন্বয়ের কোন ঘাটতি আছে কিনা, অন্য কোন সুপারিশ আছে কিনা, এই বিষয়ে ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয় বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারেন।

জনাব মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক, চেয়ারম্যান (সচিব), ভূমি সংস্কার বোর্ড বলেন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণের গাড়ি মেরামতের/চাকার জন্য একেক উপজেলা একেক রকম অর্থ চায়। এক্ষেত্রে মোটামুটি জেনেশুনে প্রস্তাব দিতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় আউটসোর্সিংয়ের নিয়োগপত্র নেই অথচ কাজ করছে। এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। আউটসোর্সিংয়ের টাকা যেন সঠিকভাবে দেয়া যায় তা লক্ষ রাখতে হবে। সার্ভেয়ার, কানুনগো বদলির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে সুপারিশ আসতে হবে। তিনি বলেন, ভূমি উন্নয়ন করের ক্ষেত্রে বাজেট প্রস্তুতের আগেই অর্থাৎ বছরের শুরুতেই দাবি নির্ধারণ করতে হবে, কোন মন্ত্রণালয়/সংস্থার কাছে কত পাওনা। তাহলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়ে জানালে ভূমি উন্নয়ন করের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে বরাদ্দ দিতে পারে। এক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করবো সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কোড তৈরি করে বাজেট বরাদ্দ দিতে। তিনি বলেন, রেকর্ডরুম সংরক্ষণের DPP করা হচ্ছে। ১৩৭টি উপজেলা ভূমি অফিসে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, রিপোর্ট-রিটার্ন, ভূমি উন্নয়ন কর, নামজারির ক্ষেত্রে সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণের সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

এছাড়া এই সেশনে আলোচনায় যেসব তথ্য উঠে আসে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, ই-নামজারি ব্যবস্থায় বর্তমানে প্রতিমাসে অনলাইনে ২ লক্ষাধিক নামজারি নিষ্পত্তি হচ্ছে। শুরু থেকে এ পর্যন্ত নিষ্পত্তি করা হয়েছে প্রায় ৮৪ লক্ষ নামজারি মামলা। এ পর্যন্ত নামজারি সিস্টেম থেকে অনলাইনে আদায়কৃত প্রায় ১৬০ কোটি টাকা তাৎক্ষণিকভাবে সরকারের কোষাগারে জমা হয়েছে। ২০২১ সালে উদ্বোধনের পর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৪ কোটির অধিক হোল্ডিং ডাটা ম্যানুয়াল থেকে ডিজিটালে রূপান্তরিত হয়েছে। নাগরিককে অনলাইনে দাখিলা প্রদান করা হয়েছে প্রায় ৫৭ লক্ষের অধিক। অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় হয়েছে ৫১৯ কোটি টাকা, যা তাৎক্ষণিকভাবে অটোমেটেড চালান (এ-চালান) সিস্টেমের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে। বর্তমানে ৫ কোটি ২১ লক্ষের অধিক জমির মালিকানা এবং ৭৫ হাজারের অধিক মৌজা ম্যাপ তথ্য অনলাইনে রয়েছে। ডাক বিভাগ এখন নাগরিকের ঠিকানায় খতিয়ান পৌঁছে দিচ্ছে। এ পর্যন্ত ৩ লক্ষের অধিক খতিয়ান ডাক বিভাগের মাধ্যমে নাগরিকগণ হাতে পেয়েছেন। এ সিস্টেম থেকে প্রায় ১৩ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা সরকারি রাজস্ব আদায় হয়েছে। প্রতিনিয়ত নামজারি খতিয়ান যুক্ত হচ্ছে এ সিস্টেমে।

১৬১২২ নম্বরে ফোন করে পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে যে কোন সময় (২৪/৭) যে কোন নাগরিক

এখন ভূমি অফিসে না এসেই নামজারি, ভূমি উন্নয়ন কর এবং খতিয়ান সেবা গ্রহণ করতে পারছেন। কলসেন্টার থেকে প্রায় ১০ লাখ কল নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এছাড়াও বিদেশ থেকে নিষ্পত্তিকৃত কলের সংখ্যা প্রায় ৬০০০। প্রায় ১১,৪০০ ফলো-আপকল (কলব্যাক) করা হয়েছে। নাগরিকগণকে ২০,৮০০টি ভূমি সংক্রান্ত আইনি পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। সমগ্র বাংলাদেশের ১,৩৮,০০০টি ম্যাপকে ডিজিটাইজ করাসহ স্যাটেলাইট ইমেজ ক্রয় করা হচ্ছে। এই ম্যাপের উপরে স্যাটেলাইট ইমেজ বসিয়ে প্লটভিত্তিক জমির শ্রেণির একটি তথ্য ভাণ্ডার তৈরি হচ্ছে। ২০২৩ সালের মার্চ নাগাদ ২০ হাজার ডিজিটাল মৌজা ম্যাপ ই-নামজারি সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত হচ্ছে। নামজারির সাথে সাথে এই ডিজিটাল ম্যাপ ও খতিয়ান স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশোধিত হতে থাকবে। একই খতিয়ানের মধ্যে মাল্টিপল দাগ শেয়ার করা তথা হাতের লেখা খতিয়ান প্রথার অ্যানালগ পদ্ধতির উত্তরণ ঘটিয়ে ড্রোন দিয়ে ডিজিটাল জরিপের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী বলেন, আমাদের উদ্দেশ্য টেকসই ও স্মার্ট ভূমি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা। আমরা চাচ্ছি ২০২৬ সালের মধ্যে বর্তমানে গৃহীত ও পরিকল্পিত সব প্রকল্পের পূর্ণ বাস্তবায়ন। ২০২৬ সালে আমরা এমন একটি ব্যবস্থা দেখতে চাই যেখানে খতিয়ানের দাগ শেয়ার হবে না এবং মালিকভিত্তিক খতিয়ান হবে। এটা হলে ভূমি নিয়ে মামলা-মোকাদ্দমা ও সীমানা বিরোধ কমে যাবে। এনআইডি দিয়েই যেন পাওয়া যায় জমির সকল তথ্য- এই ব্যবস্থা স্থাপনেও আমাদের পরিকল্পনায় আছে। সর্বোপরি দ্রুত সারাদেশে বাংলাদেশ ডিজিটাল জরিপ (বিডিএস) বাস্তবায়ন করা। যেসব জায়গায় একবার এই ডিজিটাল জরিপ সম্পন্ন হবে, সেখানে ভবিষ্যতে আর জরিপ করার প্রয়োজন থাকবে না।

এই সেশনে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশসমূহ

০১। ভূমি উন্নয়ন করের মতো সায়রাত মহাল ইজারার টাকা চেকের পরিবর্তে এ-চালনের মাধ্যমে জমা দেয়ার সিস্টেম develop করতে হবে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রাজস্ব শাখা, ভূমি অধিগ্রহণ শাখা ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসের বাজেট আইবাসের মাধ্যমে যেন আসে ও LA Contigency খরচের বিষয়ে পর্যালোচনার জন্য অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করতে হবে।

০২। সংস্থার ভূমি উন্নয়ন করের দাবির ক্ষেত্রে বাজেট প্রস্তুতের আগেই অর্থাৎ বছরের শুরুতেই কোন মন্ত্রণালয়/সংস্থার কাছে কত পাওনা আছে তা দাবি করতে হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়ে জানালে ভূমি উন্নয়ন করের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে বরাদ্দ দিতে পারে। এক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়কে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কোড তৈরি করে বাজেট বরাদ্দ দেয়ার জন্য অনুরোধ করতে হবে।

০৩। ভূমি ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাংলাদেশের নৌপথসমূহ। যেসকল নদীপথে নৌযান চলাচল করে সেই পথগুলোকে সচল রাখা এবং নদী ভরাটের কারণে অবৈধ দখল মুক্ত রাখা একটি দুরূহ কাজ। এছাড়া ড্রেজিং কার্যক্রম চলমান থাকলে ড্রেজিংয়ে উত্তোলিত বালু ও মাটি ব্যবস্থাপনার সাথে ভূমি মন্ত্রণালয় জড়িত। নতুন বালুমহালের হাইড্রোগ্রাফিক জরিপের সাথে

নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় জড়িত। এ সকল বিষয় বিবেচনায় রেখে জেলা পয়ার্যের এ সম্পর্কিত কমিটি যেন নিয়মিত সভা করে এবং BIWTA-এর প্রতিনিধি যেন উপস্থিত থাকে তা জেলা প্রশাসনকে নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করতে হবে। সার্ভেয়ার, কানুনগো বদলির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে সুপারিশ আসতে হবে।

০৪। নদীর তীরের জমি খারিজের সময় BIWTA-কে যেন নোটিশ দেয়া হয় এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) যেন সরেজমিনে পরিদর্শন করে তা নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া বন্দর ঘোষিত এলাকায় খারিজ করার সময়ও বন্দর কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে। এক্ষেত্রেও সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) যেন সরেজমিনে পরিদর্শন করেন সেক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে।

০৫। নামজারি আদেশ/ আপিলের আদেশে শুধু মঞ্জুর বা নামঞ্জুর লেখা থাকে। এক্ষেত্রে আদেশপত্রে Justification পুরোপুরি থাকা উচিত কেন এ আদেশ দেয়া হলো। কেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের সাথে ই-মিউটেশন ও আপীল কেস লিংক করতে হবে।

০৬। World Bank ও JICA আমাদের বড় উন্নয়ন সহযোগী। উন্নয়ন প্রকল্পে জমি দখল না পেলে উন্নয়ন সহযোগীরা টাকা ছাড় করতে চায় না। ফলে দেশের অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। এ সকল উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক জরুরি ভিত্তিতে জমি মালিকের সাথে বসে টাকা বুঝিয়ে দিয়ে জমি বুঝে নেবেন।

০৭। অধিগ্রহণ সেক্টরটিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। বিভিন্ন জেলার LA শাখায় অনিয়ম নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩

তৃতীয় অধ্যায়
সায়রাত ও খাসজমি ব্যবস্থাপনা

তারিখ : ৩০-০৩-২০২৩ (বৃহস্পতিবার) সময় : ১০:৩০-১২:৩০
ভেন্যু : বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তন, ৬৩, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা।

প্রবন্ধ : সায়রাত, খাসজমি ও জনবান্ধব ভূমিসেবা : একটি উপস্থাপনা

প্রধান অতিথি : জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
সঞ্চালক : জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, পিএএ, সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।

বিশেষ অতিথি :

জনাব মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক, চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব), ভূমি সংস্কার বোর্ড

জনাব এ কে এম শামিমুল হক ছিদ্দিকী, চেয়ারম্যান (সচিব), ভূমি আপীল বোর্ড

জনাব রুনা নাহিদ আক্তার, বিজ্ঞ সলিসিটর, আইন ও বিচার বিভাগ

জনাব সত্যজিত কর্মকার, সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ

জনাব আবুল কালাম আজাদ, প্রধানমন্ত্রীর সাবেক মুখ্যসচিব ও ডোমেইন বিশেষজ্ঞ, ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প, ভূমি মন্ত্রণালয়।

অংশগ্রহণকারী :

১) বিভাগীয় কমিশনার-সকল

২) অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব)-সকল

৩) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)-সকল

৪) রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর (আরডিসি)-সকল

৫) সহকারী কমিশনার (ভূমি)-সকল

সায়রাত মহাল, খাসজমি ও জনবান্ধব ভূমিসেবা : একটি উপস্থাপনা

এ কে এম শামিমুল হক ছিদ্দিকী

চেয়ারম্যান (সচিব), ভূমি আপীল বোর্ড, ভূমি মন্ত্রণালয়

সায়রাত মহাল বলতে বোঝায় মূলত সকল সাধারণ ব্যবহার্য স্থান সরকার বার্ষিক ইজারা দিয়ে অথবা স্বল্প মেয়াদি ইজারা দিয়ে রাজস্ব প্রাপ্তি। সায়রাত মহালের অনেক শ্রেণি রয়েছে। যেমন- জলমহাল, বালুমহাল, চিংড়ি মহাল, লবণ মহাল, হাট-বাজার, পাথর মহাল, কাঠ মহাল, বাঁশ মহাল, ফেরিঘাট ইত্যাদি।

এ কে এম শামিমুল হক ছিদ্দিকী, চেয়ারম্যান (সচিব), ভূমি আপীল বোর্ড, ভূমি মন্ত্রণালয় প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন।

জলমহাল : জলমহাল বলতে এমন জলাশয়কে বোঝায় যেখানে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় বা সারা বছর জলমগ্ন থাকে এবং যা হাওর, বাঁওড়, বিল, ঝিল, পুকুর, ডোবা,হ্রদ, খাল, নদী ইত্যাদি নামে পরিচিত। জলমহাল প্রধানত দুই প্রকার- বদ্ধ জলমহাল ও উন্মুক্ত জলমহাল। সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০ একরের ঊর্ধ্বে সীমিত সংখ্যক বদ্ধ জলমহাল নিবন্ধিত ও প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে ৬ বছর মেয়াদে ইজারা প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০ একরের ঊর্ধ্বে বদ্ধ জলমহাল জেলা জলমহাল কমিটি কর্তৃক এবং ২০ একর পর্যন্ত বদ্ধ জলমহাল উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক 'জাল যার জলা তার' নীতির আলোকে জলমহালের নিকটবর্তী বা তীরবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবীদের নিবন্ধিত সমিতি'র

(সমবায়/সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক) অনুকূলে ৩ বছর মেয়াদে ইজারা প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০ একর পর্যন্ত বদ্ধ জলমহাল ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে যুব মৎস্যজীবীদের নিবন্ধিত সমিতি অগ্রাধিকার পাবে। এছাড়া সরকারি জলমহালের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত প্রদানের ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে। দেশে সায়রাত রেজিস্টারভুক্ত ৩৯,১৩৪টি জলমহাল রয়েছে। যার মধ্যে ২০ একরের উর্ধ্বে ২,৪০৯টি এবং ২০ একর পর্যন্ত ৩৬,৭২৫টি। ১৪২৯ বঙ্গাব্দে ১২১৩২টি জলমহাল ইজারা দিয়ে ১৭২ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে। ইজারা প্রদানের হার ২০ একরের উর্ধ্বে ৬২.৮৫% এবং ২০ একর পর্যন্ত ২৯%।

বালুমহাল : পরিবেশ অক্ষুণ্ন রেখে আহরণযোগ্য বা উত্তোলনযোগ্য বালু বা মাটি সংরক্ষিত রয়েছে এরূপ কোন উন্মুক্ত স্থান, চা বাগানের ছড়া, বা নদীর তলদেশ যা বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০-এর অধীন জেলা প্রশাসক কর্তৃক বালুমহাল হিসেবে ঘোষিত। উক্ত আইন এবং বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১ অনুযায়ী বালুমহাল ব্যবস্থাপনা করা হয়ে থাকে। জেলা প্রশাসক বালুমহাল ঘোষণা/বিলুপ্তকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট এলাকার সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর প্রতিবেদন এবং বিআইডব্লিউটিএ-এর হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ প্রতিবেদনসহ বিভাগীয় কমিশনারের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করেন। বিভাগীয় কমিশনারের অনুমোদনের পর জেলা প্রশাসক বালুমহাল ঘোষণা বা বিলুপ্ত করে থাকেন। জেলা বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ১ বছর মেয়াদে বালুমহাল ইজারা প্রদান করা হয়। দেশের মোট ৫৪১টি বালুমহালের মধ্যে ২৪৮টি বালুমহাল ইজারা দিয়ে ২৭৩ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে। ইজারা প্রদানের হার ৪৬%।

চিংড়ি মহাল : চিংড়ি চাষের জন্য সরকার কর্তৃক ঘোষিত নির্দিষ্ট এলাকা চিংড়ি মহাল হিসাবে পরিচিত। সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, খুলনা এবং কক্সবাজার জেলায় চিংড়ি মহালগুলো অবস্থিত। চিংড়ি মহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ১৯৯২ অনুযায়ী চিংড়ি মহাল ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে এবং জেলা পর্যায়ে দু'টি কমিটি রয়েছে। জেলা চিংড়ি মহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি চিংড়ি চাষের এলাকাসমূহ চিহ্নিত করে বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ে সুপারিশসহ প্রস্তাব প্রেরণ করে থাকে। উপযুক্ত মৎস্যজীবী/মৎস্য ব্যবসায়ী/মৎস্য প্রক্রিয়াকারী, যার কারিগরি অভিজ্ঞতা এবং ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা রয়েছে তার অনুকূলে খামার প্রতি অনধিক ১০ একর জমি অনধিক ১০ বছর মেয়াদে বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয় বন্দোবস্তের পরিমাণ ৩০ একরের উর্ধ্বে নির্ধারণ করতে পারে। দেশে মোট ১৫৬৬টি চিংড়ি মহাল আছে।

লবণ মহাল : লবণ চাষের জন্য সরকার কর্তৃক ঘোষিত নির্দিষ্ট এলাকা লবণ মহাল হিসেবে পরিচিত। কক্সবাজার জেলায় লবণ মহালগুলো অবস্থিত। লবণ মহাল নীতিমালা, ১৯৯২ অনুযায়ী লবণ মহাল ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে এবং জেলা পর্যায়ে পৃথক দু'টি কমিটি রয়েছে। জেলা লবণ মহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি লবণ চাষের এলাকাসমূহ চিহ্নিত করে বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ে সুপারিশসহ প্রস্তাব প্রেরণ করে থাকে। উপযুক্ত লবণ চাষি/প্রক্রিয়াকারীর অনুকূলে খামার প্রতি অনধিক ১০ একর জমি অনধিক ১০ বছর মেয়াদে বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়। দেশের মোট ১৬৫টি লবণ মহাল ইজারা প্রদান করে ১০,২৪,২৭৩ টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়েছে। ইজারা প্রদানের হার ১০০%।

হাট-বাজার : হাট ও বাজার (স্থাপনা ও ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০২৩ সম্প্রতি মহান জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে। নতুন আইনে সরকার এবং স্থানীয়ভাবে জেলা প্রশাসক ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাট ও বাজার স্থাপন, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করার এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত নীতিমালার আলোকে উপজেলা, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের হাট-বাজারসমূহ স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইজারা প্রদান করা হয়ে থাকে। ১৪২৯ বঙ্গাব্দে সারা দেশে ১০,২৭৩টি হাট বাজারের মধ্যে ৭,৯৭২টি ইজারা দিয়ে ৭৪৪ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে। ইজারা প্রদানের হার ৭৮%। সায়রাত মহালগুলো বাংলাদেশের অমূল্য সম্পদ। এগুলো যথাযথ প্রক্রিয়ায় ইজারা প্রদান সম্ভব হলে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে।

ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক খাসজমি ব্যবস্থাপনা

জনসংখ্যা বৃদ্ধি, মাথাপিছু জমির পরিমাণ হ্রাস, দ্রুত ও অপরিকল্পিত নগরায়ণ, শিল্পায়ন, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, প্রভৃতি কারণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভূমির উপর অব্যাহতভাবে চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়া নদী ভাঙনসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্রমশ কৃষি জমিসহ মাথাপিছু জমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। ফলে দেশে, রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০-এর আওতায় ১৯৫৬ সাল হতে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত এসএ জরিপ পরিচালিত হয়। উক্ত আইনের ২ (১৫) ধারায় খাসজমির সংজ্ঞা দেওয়া আছে। সাধারণভাবে জেলা প্রশাসকের নামে ১ নম্বর খতিয়ানে অন্তর্ভুক্ত জমিসমূহ খাসজমি হিসেবে পরিচিত। ভূমি মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাধীনে দু'প্রকারের খাসজমি আছে। কৃষি খাসজমি এবং অকৃষি খাসজমি। সারা দেশে মোট কৃষি খাসজমির পরিমাণ প্রায় ১৭,৩৫,৯১৫ একর। এর মধ্যে বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি খাসজমির পরিমাণ প্রায় ৪,৬০,১৬৪ একর। সারা দেশে অকৃষি খাসজমির পরিমাণ প্রায় ২২,৫০,১৭০ একর। এর মধ্যে বন্দোবস্তযোগ্য অকৃষি খাসজমির পরিমাণ প্রায় ১,১৫,৭৬৩ একর।

খাসজমি বন্দোবস্তের তথ্য

বিগত এক দশকে (২০১২-২০১৩ হতে ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত) ৩,৪৬,০২৮টি ভূমিহীন পরিবারকে ৯০,৯৯২ একর কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ২০১৪-২০২২ সাল পর্যন্ত সরকারি দপ্তরের অনুকূলে ৩,৩৮০ একর, অর্থনৈতিক অঞ্চলের অনুকূলে ৫৫,৯৯৫ একর, হাইটেক/আইটি পার্ক কর্তৃপক্ষের অনুকূলে ৪০৫ একর, মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স স্থাপনের জন্য ১৮ একর, বিভিন্ন বাহিনীর অনুকূলে ৫০৭৪ একর এবং বিভিন্ন ব্যক্তি, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৪১৭৭ একরসহ সর্বমোট ৬৯,০৪৯ একর অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গৃহহীনদের গৃহ প্রদান কর্মসূচির আওতায় ১৯৯৭ সাল হতে জুন ২০২২ সাল পর্যন্ত তিনটি পর্যায়ে মোট ৫,০৯,৩৭০টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষকে (ইকোনমিক জোন) এ পর্যন্ত মোট ৫৫,৯৯৫ একর খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে। ২০১৪ হতে ২০২২ সাল পর্যন্ত সরকারি বিভিন্ন সংস্থাকে মোট ৩৩৮০ একর খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে

আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা

দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে এবং দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বন্দোবস্তকৃত খাসজমি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। ভূমিহীন পরিবারগুলো একদিকে স্থায়ী আবাসস্থল পাচ্ছে, অন্যদিকে চাষাবাদের জন্য কৃষিজমিও পাচ্ছে। ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে। এতে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে। দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কল্যাণে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হলো কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান, চর ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প ও গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প। এছাড়া, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের মাধ্যমে ভূমিহীন পরিবারগুলোকে ঘরসহ খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হচ্ছে।

ভূমি মন্ত্রণালয় হতে শিল্প কারখানা স্থাপন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ ও অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষকে বিপুল পরিমাণ অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে। যা বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণসহ দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিরাট অবদান রাখছে। এছাড়াও বিভিন্ন সরকারি দপ্তর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বরাবর অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হচ্ছে। এতে দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অবকাঠামো নির্মাণে অকৃষি খাসজমি বিতরণ অসামান্য অবদান রাখছে।

মাঠপর্যায়ে খাসজমিসমূহ প্রায়ই বিভিন্ন অসাধু ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান অবৈধ দখল করে রাখে। এসব অবৈধ দখলমুক্ত করার জন্য উপজেলা ও জেলা প্রশাসন নিয়মিত উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করে থাকে। এবং উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে রাজস্ব প্রশাসনের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ প্রভাবশালীদের রোষানলে পতিত হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আদালত অবমাননার মামলাও হয়ে থাকে।

জনবান্ধব ভূমিসেবা নিশ্চিতকরণে ভূমি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগসমূহ

জনবান্ধব ভূমিসেবা নিশ্চিতকরণে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ই-মিউটেশন, অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর আদায় সিস্টেম, ডিজিটাল রেকর্ড রুম, ডাকযোগে খতিয়ান ও ম্যাপ প্রাপ্তি, ডিজিটাল সার্ভেয়িং এবং ম্যাপিং, অনলাইন জলমহাল ইজারা, ল্যান্ড জোনিং, অনলাইন শুনানি সিস্টেম, হটলাইন সেবা প্রভৃতি যুগান্তকারী কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। বর্তমানে সাধারণ নাগরিকগণ ভূমি অফিসে না এসে অনলাইনে (www.land.gov.bd) নামজারির আবেদন, অনলাইনে সার্টিফায়েড খতিয়ান ও মৌজা ম্যাপের জন্য আবেদন করতে পারছেন এবং ঘরে বসেই খতিয়ান বা ম্যাপ পেয়ে যাচ্ছেন ও খাজনা দিতে পারছেন। যে কোন ভূমিসেবা সম্পর্কে জানতে বা অভিযোগ জানাতে হটলাইনে (১৬১২২) কল করতে পারছেন। এমনকি ই-নামজারির আবেদনও ১৬১২২-এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। ভূমি উন্নয়ন কর ও অন্যান্য ফি অনলাইনে লেনদেন করা যাচ্ছে এবং এসএমএস/ই-মেইলের মাধ্যমে সেবাগ্রহীতা তা জানতে পারছেন। নামজারির ফি অনলাইন পে-মেন্টের ক্ষেত্রে মোবাইল ব্যাংকিং যেমন- বিকাশ, রকেট, নগদ, উপায়, ডাচবাংলা ব্যাংকের ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে পেমেন্ট

করা যাচ্ছে। ই-নামজারি আইকনে ক্লিক করে আবেদনটি কোন অবস্থায় আছে তা ট্র্যাক করে সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসে যোগাযোগ অথবা কোন অভিযোগ থাকলে কল সেন্টারে (১৬১২২) কল করতে পারছেন। নামজারির আবেদন নামঞ্জুর হলে মোবাইলে এসএমএসের মাধ্যমে কারণও জানতে পারছেন।

চ্যালেঞ্জসমূহ

- মাঠ পর্যায়ে খাসজমি বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক অবৈধভাবে দখলের অভিযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু মামলা-মোকদ্দমাসহ বিভিন্ন জটিলতার কারণে প্রায়ই খাসজমি উদ্ধার কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়। তাই সরকারের অতিগুরুত্বপূর্ণ খাসজমি উদ্ধার ও সংরক্ষণে সর্ব মহলের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।
- বিভিন্ন দপ্তর সংস্থাকে বন্দোবস্ত প্রদানকৃত জমিতে দ্রুত প্রকল্প বাস্তবায়ন না করায় বন্দোবস্তের প্রকৃত উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হচ্ছে না। ফলে অব্যবহৃত খাসজমি অবৈধ দখলে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে।
- জলমহালগুলো ভরাট ও অবৈধ দখল হয়ে যাওয়ায় ইজারা প্রদান করা যাচ্ছে না।
- বালুমহাল, হাট-বাজারসহ অন্যান্য সায়রাত মহাল ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ইজারা প্রদান করা হয়।
- মামলার কারণে অনেক সায়রাত মহালের ইজারা প্রদান কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। অনেক অসাধু ব্যক্তি দীর্ঘদিন যাবৎ অবৈধভাবে ভোগ-দখল করে খাচ্ছে।
- সকল হাট-বাজারের পেরিফেরি সম্পন্ন হয়নি; অবৈধ দখলদার, হাট-বাজারের মধ্যে ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি, হাট-বাজারের অভ্যন্তরীণ রাস্তা সংকীর্ণ ও জনসাধারণের চলাচল অনুপযোগী। সর্বোপরি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে হাট-বাজারগুলোকে পরিচ্ছন্ন, দৃষ্টিনন্দন, স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ ব্যবসাকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা এবং তোহা বাজারের জায়গা সুরক্ষা করা।
- নদী-নালা, খাল-বিল হতে অবৈধ বালু উত্তোলন বন্ধ করা এবং অবৈধ বালু উত্তোলনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বালুমহালের সীমানা (পতাকা, বয়া, খুঁটি, পিলার ইত্যাদি দিয়ে) দৃশ্যমান রাখা যাতে ইজারাগ্রহীতারা ইজারাকৃত বালুমহালের বাইরে গিয়ে বালু উত্তোলন করতে না পারে।
- হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ প্রতিবেদন পেতে অনেক বিলম্ব হয়, ফলে অনেক ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ে বালুমহালের ইজারা কার্যক্রম সম্পন্ন করা যায় না।

প্যানেল আলোচনা

জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, পিএএ, সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় বলেন, ভূমি হচ্ছে মৌলিক প্রাকৃতিক সম্পদ, যা মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল চাহিদার উৎস। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির

কারণে মাথাপিছু ভূমির পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। এ ছাড়া, অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নগরায়ণের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নদীভাঙনসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্রমশ কৃষি ভূমির পরিমাণ সংকুচিত হচ্ছে। ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণের নিমিত্ত খাসজমি চিহ্নিতকরণসহ এর সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে ভূমি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।

জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদানের কার্যক্রম চলমান। ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন খাসজমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক পৃথক দু'টি নীতিমালা রয়েছে। নীতিমালাগুলো হলো (১) অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৫ (২) কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭। এছাড়া, ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল, ১৯৯০, চা বাগান নির্দেশিকা, ২০১৭ অনুযায়ী খাসজমি ব্যবস্থাপনা করা হয়ে থাকে। খাসজমি সংক্রান্ত সকল তথ্য আপলোডসহ তা সংরক্ষণের জন্য মন্ত্রণালয়ে ভূমি ডাটা ব্যাংক তৈরির কার্যক্রম চলছে। তাতে সকল সরকারি জমির তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।

তিনি জনবান্ধব ভূমিসেবা নিশ্চিতকরণে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে বলেন, ভূমি মন্ত্রণালয়ের অন্যতম উদ্যোগ হলো ভূমি পরিষেবা অটোমেশন সিস্টেম প্রবর্তন। 'ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন' সফটওয়্যারের মাধ্যমে ভূমি সংক্রান্ত সকল কাজে গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে চালু হয়েছে ই-মিউটেশন, অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর আদায় সিস্টেম, ডিজিটাল রেকর্ড রুম, ডাকযোগে খতিয়ান ও ম্যাপ প্রাপ্তি, ডিজিটাল সার্ভেয়িং এবং ম্যাপিং, অনলাইন জলমহাল ইজারা, ল্যান্ড জোনিং, অনলাইন শুনানি সিস্টেম, হটলাইন সেবা (১৬১২২) ইত্যাদি। এছাড়া অনেকগুলো ডাটাবেজ সম্বলিত ভূমি তথ্য ব্যাংক তৈরি করা হয়েছে- অধিগ্রহণ কেস এর ডাটাবেজ, সকল সায়রাত মহালের ডাটাবেজ এবং সিভিল স্যুট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে রাজস্ব সংক্রান্ত সকল মামলার ডাটাবেজ। ফলে এ সকল ডাটা দেখে সহজেই যেমন নির্ভুল নামজারি করা যাবে, অধিগ্রহণ কিংবা বিভিন্ন মামলার ক্ষেত্রে সহজেই প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা যাবে।

তিনি আরও বলেন, ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন সেবা অনলাইন ভিত্তিক করা হয়েছে। আরও অনেক সেবা অনলাইন ভিত্তিক করার প্রক্রিয়া চলছে। ইতোমধ্যে ডিজিটাল ভূমি তথ্য ব্যাংক করা হয়েছে। যেখানে প্রায় সকল ধরনের সায়রাত মহালের তথ্য রয়েছে। গত ১৪২৯ বঙ্গাব্দ থেকে জলমহাল ইজারা কার্যক্রম অনলাইন ভিত্তিক করা হয়েছে। ১৪৩০ বঙ্গাব্দের জন্যও এ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। একটি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি যে কোন জায়গায় বসে কম্পিউটারে অনলাইনে ইজারার গ্রহণের আবেদন করতে পারে। এর ফলে জলমহাল ইজারা কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা এসেছে, সরকারি রাজস্বের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। সিভিল স্যুট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমও অনলাইন করার প্রক্রিয়া চলছে। ইতোমধ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট প্রায় সকল সিভিল স্যুট এর ডাটাবেজ তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

জনাব মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক, চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব), ভূমি সংস্কার বোর্ড বলেন, সায়রাত মহালসমূহের যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। অনেক সায়রাত মহাল ইজারার

বাইরে থেকে যাচ্ছে। এসব সায়রাত মহাল ইজারার আওতায় আনা সম্ভব হলে সরকারের রাজস্ব আদায় অনেকগুণে বৃদ্ধি পাবে। সংস্কারযোগ্য খাসপুকুর/কাছারি পুকুরসমূহ নির্দিষ্ট প্রকল্পের আওতাভুক্ত করে খনন ও প্রয়োজনীয় সংস্কার করা হলে এসব পুকুরে মৎস্য চাষ করা যাবে, যা আমাদের প্রাণিজ আমষের চাহিদা অনেকাংশে পূরণ করবে।

উন্মুক্ত আলোচনা ও সুপারিশ

খাসজমির অবৈধ দখল নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি জনসাধারণের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান অত্যন্ত জরুরি। বাংলাদেশে বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি খাসজমি সিংগাপুরের চেয়ে ৩ গুণ বেশি। এ জমি চাষাবাদের আওতায় আনা হলে, কৃষিজ উৎপাদন অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন জমি যাতে চাষাবাদের বাইরে না থাকে, এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

সমুদ্রসীমা বিজয়ের ফলে বাংলাদেশের আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং উপকূলীয় জমির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া শিকস্তি ও পয়স্তি জমির সীমানা নির্ধারণসহ সীমানা সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের নিমিত্ত সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণকে AD Line টানার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

হাট-বাজার সরেজমিনে পেরিফেরি করে এর তোহা বাজার, চান্দিনা ভিটি এবং বন্দোবস্ত যোগ্য খাসজমি চিহ্নিত করতে হবে। নতুন হাট-বাজার সৃষ্টির অনুমোদন হাট-বাজার বসানোর পূর্বেই গ্রহণ করতে হবে। পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে কোনো হাট-বাজার প্রতিষ্ঠা করা হলে অনুমতি না নেয়ার জন্য ব্যবস্থা নেয়া যাবে। হাট-বাজার সম্প্রসারিত হয়ে কোনো জমিতে চলে গেলে উক্ত ভূমি পেরিফেরি কালে বাজারের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

জনাব আবুল কালাম আজাদ, প্রধানমন্ত্রীর সাবেক মুখ্যসচিব ও ডোমেইন বিশেষজ্ঞ, ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প ভূমি ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নে নিম্নোক্ত বিষয়ে আলোকপাত করেন :

- যে কোনো উন্নয়ন প্রকল্প নেয়ার আগে জমি অধিগ্রহণ করতে হবে।
- কোর্ট অব ওয়ার্ডসের জমি খাসজমি হিসেবে ব্যবস্থাপনা করা উচিত।
- সিএস রেকর্ড অনুযায়ী নদীর সীমানা নির্ধারণ সম্ভব নয়, কেননা পরবর্তী ২টি রেকর্ডকে অস্বীকার করা যায় না। ভূমি মন্ত্রণালয় হতে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় গৃহ প্রদান করার পর প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেই এমন স্থানে খাসজমি বন্দোবস্ত দিলে লিজি সেখানে অবস্থান করতে চাইবেন না।
- স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে কর্মকর্তাদের আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে হালনাগাদ জ্ঞান থাকতে হবে এবং প্রফেশনাল জ্ঞান অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

- ভূমিসেবা অটোমেশনসহ ডিজিটাল সেবাসমূহের মানোন্নয়নের মাধ্যমে জনবান্ধব ভূমি প্রশাসন নিশ্চিত করতে হবে। সেবাপ্রার্থীদের সাথে ভালো ব্যবহারের পাশাপাশি আন্তরিকতার সাথে সেবা প্রদান করতে হবে। ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনগণের আস্থা অর্জন করতে হবে।

জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ দেশে প্রথমবারের মতো জাতীয় ভূমি সম্মেলন আয়োজনের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানান। আয়োজিত সম্মেলনের মাধ্যমে কর্মকর্তাদের মধ্যে interaction হওয়ার পাশাপাশি মাঠপর্যায়ের সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে কার্যকর সমাধানের পন্থা নির্ধারণ করা সম্ভব হবে।

প্রাচীনকাল থেকে ভূমির অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। ভূমি ব্যবস্থাপনা আইনশৃঙ্খলা ও সামাজিক কাঠামোর সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। সুষ্ঠু ভূমি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাজেট প্রদানের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় উদ্যোগ নেবেন। মাঠপর্যায়ের কার্যক্রমের বড় অংশ ভূমিসেবা সংক্রান্ত ভূমিসেবার মানোন্নয়নে প্রয়োজনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও ভূমি মন্ত্রণালয় যৌথভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে যে কোন বিষয়ে সহযোগিতার প্রয়োজন হলে, এ বিভাগ হতে তা প্রদান করা হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। এক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয় অগ্রবর্তী অবস্থানে রয়েছে।

তিনি ভূমিসেবা আধুনিকায়নসহ জনবান্ধব ভূমিসেবা নিশ্চিতকরণে নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করেন :

- উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সায়রাতমহাল কেন ইজারা প্রদান করা যাচ্ছে না, তার কারণ নির্ধারণপূর্বক এ সমস্যা সমাধানে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ সংক্রান্ত একটি সফটওয়্যার প্রস্তুত করা যেতে পারে। সায়রাত মহালের অবস্থান, পরিমাণের সাথে ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য সফটওয়্যারে সন্নিবেশিত থাকতে হবে।
- খাসজমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও একই উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।
- রাজস্ব আদায় ছাড়াও জলমহালকে মৎস্য আহরণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। জলমহাল সংস্কারের জন্য বাজেটে প্রয়োজনে অর্থের সংস্থান করতে হবে।
- হাট-বাজার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কার্যকর ও ফলপ্রসূ প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে এলজিইডি বিভাগের সাথে সমন্বয় করে কাজ করা যেতে পারে।
- হাইড্রোগ্রাফিক জরিপের বিলম্ব হ্রাসকরণে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- আইনানুগ কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদানের পাশাপাশি সেবাপ্রত্যাশীদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে।

সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় জানান যে, জলমহাল সংস্কারের নিমিত্ত আগামী অর্থবছরের বাজেটে বরাদ্দের সংস্থান করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভূমি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রশ্ন : অনেক সময় বিজ্ঞ আদালতের রায়ের সার্টিফায়েড কপি প্রাপ্তিতে বিলম্ব হওয়ার কারণে আপিল করা যায় না। দ্রুততম সময়ে সার্টিফায়েড কপি প্রাপ্তির জন্য মামলার রায় অনলাইনে প্রদান করা যায় কি না?

জবাব : মূলত এ বিষয়ের সাথে সলিসিটর উইংয়ের সংশ্লিষ্টতা নেই। সার্টিফায়েড কপির জন্য যদি যথাযথ সময়ে আবেদন করা হয়, তবে আবেদনের তারিখ হতে সার্টিফায়েড কপি প্রাপ্তির তারিখ পর্যন্ত সময় Count করা হয় না। অর্থাৎ এক্ষেত্রে আপিল করার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা হবে না। তবে, আবেদন অবশ্যই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে করতে হবে।

প্রস্তাব : মামলার তথ্য প্রদানের জন্য ওয়েবসাইট থাকলেও সকল মামলার তথ্য উক্ত ওয়েবসাইটে পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে একটি হটলাইন নাম্বার থাকতে পারে।

জবাব : একটি হটলাইন নাম্বারের মাধ্যমে সকল তথ্য পাওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে ফোকাল পারসনের মোবাইল নাম্বার দেয়া আছে। সংশ্লিষ্ট ফোকাল পারসনের সাথে যোগাযোগ করে তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

প্রস্তাব : জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের আরএম শাখার কার্যক্রম যথাযথ এবং সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য Law Background-এর জনবল নিয়োগ করা যেতে পারে।

জবাব : বিষয়টি বিবেচনার জন্য সংশ্লিষ্ট ফোরামে উপস্থাপন করা হবে।

প্রশ্ন : অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে নির্ধারিত Time bar শেষ, কিন্তু Tribunal এখনো মামলা নিচ্ছে। এ বিষয়ে করণীয় কী?

জবাব : এক্ষেত্রে সলিসিটর Wing-এর কিছুই করণীয় নেই। যে Ground-এ মামলা নেয়া হচ্ছে, সে Ground-এ মামলা নেয়া যাবে না, উপযুক্ত আদালতে বিষয়টি উপস্থাপন করতে হবে।

প্রস্তাব : মামলা পরিচালনার নিমিত্ত সার্টিফায়েড কপি তোলার জন্য আরএম শাখার অনুকূলে সলিসিটর উইং থেকে কোন বরাদ্দ দেয়া হয় না। এছাড়া Personal Contempt মামলার কোন খরচও পাওয়া যায় না। উক্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বরাদ্দ প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

জবাব : পরবর্তী বাজেটে এ বিষয়ক বরাদ্দ রাখার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

প্রশ্ন : বালুমহাল ইজারা সংক্রান্ত মামলা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিস্পত্তি করা যায় কিনা? অনেক ক্ষেত্রেই বিজ্ঞ আদালতে মামলা বিচারাধীন/স্থিতাবস্থা বজায় থাকায় ইজারা প্রদান করা সম্ভব হয় না। পহেলা বৈশাখের আগেই মামলা নিস্পত্তি করা হলে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে।

উত্তর : সংশ্লিষ্ট কার্যালয় হতে এ সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তি করার জন্য জানালে, এ বিষয়ে সলিসিটর উইং দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

প্রশ্ন : পার্বত্য জেলাসমূহের ভূমি আইন আলাদা, ফলে ভূমি ব্যবস্থাপনাও পৃথক। এ জেলাসমূহে সাম্প্রতিককালে কোন ভূমি জরিপ হয়নি। এছাড়া ভূমি সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট আইনি কাঠামো নেই। এ বিষয়ে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে কি?

জবাব : পার্বত্য জেলাসমূহের ভূমি ব্যবস্থাপনায় বিরাজমান সমন্বয়হীনতা নিরসনে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পার্বত্য ০৩ জেলার জন্য স্পেশাল সার্কুলার প্রণয়নের কাজ চলছে।

প্রশ্ন : জনবলের স্বল্পতা থাকায় অনেক ক্ষেত্রেই অধিগ্রহণ কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রিতার উদ্ভব হচ্ছে। এ সংক্রান্ত কার্যক্রমসহ ভূমিসেবার মানোন্নয়নে জনবল বৃদ্ধির জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে?

জবাব : সার্ভেয়ারদের নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়েছে।

সময় এসেছে প্রতিটি জলাভূমিসহ দেশের সকল নদ-নদী রক্ষা করা। জলাভূমিগুলো অবৈধভাবে ভরাট কঠোরভাবে বন্ধ করতে হবে, অন্যদিকে ভরাট হয়ে যাওয়া হাওর-বাওড় ও অন্যান্য জলাশয় খননের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। বালুমহাল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যেমন নদীর নাব্যতা রক্ষা, অবকাঠামো উন্নয়ন ও সরকারের রাজস্ব আদায় হচ্ছে, তেমনি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ঘাটতিতে ঝুঁকিও আছে। আর হাট-বাজার হচ্ছে গ্রামীণ অর্থনীতির প্রাণ। এক কথায় দেশের সায়রাত মহাল শুধু সরকারের রাজস্বই বৃদ্ধি করছে না, দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন করছে।

চতুর্থ অধ্যায়

অধিগ্রহণ ব্যবস্থাপনা, সরকারি মামলা ব্যবস্থাপনা

তারিখ : ৩০-০৩-২০২৩ (বৃহস্পতিবার) সময় : ০২:০০-০৪:০০
ভেন্যু : বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তন, ৬৩ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা।

বিষয় : অধিগ্রহণ ব্যবস্থাপনা, সরকারি মামলা ও সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা

প্রধান অতিথি :

জনাব ফরহাদ হোসেন এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

বিশেষ অতিথি :

১। **জনাব মোঃ মইনুল কবির,** সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।

২। **ড. মোঃ হুমায়ুন কবীর,** সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৩। **জনাব এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী,** সচিব, সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগ।

৪। **জনাব মোঃ ফারুক হোসেন,** সাবেক সচিব ও প্রকিউরমেন্ট বিশেষজ্ঞ, ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প, ভূমি মন্ত্রণালয়।

মডারেটর :

জনাব আবুল কালাম আজাদ, প্রধানমন্ত্রীর সাবেক মুখ্য সচিব ও ডোমেইন বিশেষজ্ঞ, ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প, ভূমি মন্ত্রণালয়।

প্রবন্ধ উপস্থাপক :

ড. মোঃ মাহমুদ হাসান, যুগ্মসচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।

অংশগ্রহণকারী :

১) বিভাগীয় কমিশনার-সকল

২) অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব)-সকল

৩) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)-সকল

৪) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এল.এ)-সকল

৫) সহকারী কমিশনার (ভূমি)-সকল

৬) ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা-সকল

ভূমি অধিগ্রহণ ব্যবস্থাপনা

ড. মোঃ মাহমুদ হাসান, যুগ্মসচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়

ভূমিকা

জাতির পিতার উদ্যোগ ও নির্দেশনায় বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভূমি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় নামে একটি পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয় গঠন করা হয় এবং স্বাধীনতা পরবর্তী যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের জন্য ভূমি সংস্কারসহ ১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য শিল্প ও কলকারখানা স্থাপন, রাস্তাঘাট তৈরি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণসহ অন্যান্য ভৌতিক অবকাঠামো নির্মাণের প্রয়োজনে ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিবছর প্রচুর আবাদি জমি অধিগ্রহণসহ নানা কারণে হ্রাস পাচ্ছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় প্রত্যাশী সংস্থার আবেদন অনুযায়ী জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে জনস্বার্থ ও জনপ্রয়োজন অনুসারে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়াল, ১৯৯৭-এর বিধানমতে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রত্যাশী সংস্থার বরাবরে ভূমি অধিগ্রহণ করে হস্তান্তর করা হয়। সরকারি দপ্তর, সংস্থা ও অধিদপ্তর ছাড়াও বেসরকারি সংস্থা বা ব্যক্তির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিনিময়ে ভূমি অধিগ্রহণের বিধান রয়েছে। তবে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ হলে তা পূর্বের মালিককে ফেরত দেয়ার বিধান নেই।

ড. মোঃ মাহমুদ হাসান, যুগ্মসচিব (অধিগ্রহণ), ভূমি মন্ত্রণালয় প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন।

পক্ষান্তরে হুকুমদখল করা হয় সাময়িক সময়ের জন্য, যা প্রয়োজন অনুসারে বৃদ্ধি করা যায়। অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ভূমির মালিকের মালিকানা বিলুপ্ত হয় কিন্তু হুকুমদখলের ক্ষেত্রে ভূমির মালিকের মালিকানা অক্ষুণ্ণ থাকে। সরকারি কোন প্রয়োজনে অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে জমির জন্য বাজারদরের উপর অতিরিক্ত ২০০ ভাগ, বেসরকারি প্রয়োজনে বাজারদরের উপর অতিরিক্ত ৩০০ ভাগ এবং ফসল, গাছপালা, ঘরবাড়ি বা অবকাঠামো ও ব্যবসার ক্ষতির জন্য অতিরিক্ত ১০০ ভাগ ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়। অধিগ্রহণের মূল উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন ভাবে অধিগৃহীত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না; অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হলে অধিগৃহীত ভূমি পুনঃগ্রহণ (resume) করে খাস খতিয়ানে আনয়ন করার বিধান রয়েছে। সাধারণভাবে ধর্মীয় উপাসনালয়, কবরস্থান এবং শ্মশান হিসাবে ব্যবহৃত কোন ভূমি অধিগ্রহণ করা হয় না, তবে জনপ্রয়োজনে বা জনস্বার্থে একান্ত অপরিহার্য হলে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থার অর্থে স্থানান্তর ও পুনর্নির্মাণ সাপেক্ষে, উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হয়।

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত আইনসমূহ

বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪২-এ আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জনের অধিকার দেয়া হয়েছে; তবে আইনের কর্তৃত্ব এবং যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদান সাপেক্ষে নাগরিকদের ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখলের বিধান রয়েছে। সংবিধানের-এ বিধানের আওতায় জনস্বার্থ এবং জনপ্রয়োজনে অর্থাৎ উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য 'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭', 'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়াল, ১৯৯৭' এবং পার্বত্য জেলাসমূহের জন্য 'The Chittagong Hill Tracts (Land Acquisition) Regulation, 1958' অনুসরণে ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল করা হয়।

ভূমি অধিগ্রহণের ইতিহাস

১৭ কোটি জনগণের কৃষি নির্ভর বাংলাদেশে ভূমি মানুষের জীবিকার অন্যতম অবলম্বন। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য বাসস্থান নির্মাণ, খাদ্য উৎপাদন, শিল্প কারখানা, অফিস-আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও রাস্তাঘাট নির্মাণসহ সকল ধরনের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের জন্য ভূমি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হওয়ায় ক্রমাগতভাবে অধিগ্রহণের কারণে দেশে কৃষিজমি হ্রাস পাচ্ছে। তারপরও যেহেতু উন্নয়ন প্রয়োজন, তাই জমি অধিগ্রহণের কোন বিকল্প নেই। ১৮৯৪ সালে ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম ভূমি অধিগ্রহণ শুরু হয় The Land Acquisition Act, 1894 প্রবর্তনের মাধ্যমে। কালের পরিক্রমায় এ আইনটি The (Emergency) Requisition of Property Act, 1948 দ্বারা রহিত হয়। এটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে The (Emergency) Requisition of Property Rules, 1948 প্রণীত হয়। পরবর্তীকালে The Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 এবং The Acquisition of Immovable Property Rules, 1982 প্রবর্তিত হয়েছে। সর্বশেষ ২০১৭ সালে উক্ত আইন বাতিলক্রমে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নম্বর আইন) প্রণীত হয়। এছাড়া, বিভিন্ন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ বিশেষ নামে অধিগ্রহণ আইন প্রণীত হয়েছে; যেমন : পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন, ২০০৯; ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন, ২০১১; যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন, ১৯৯৫ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভূমি অধিগ্রহণের সংক্ষিপ্তসার

প্রাক-অধিগ্রহণ কার্যক্রম

ভূমিপ্রত্যাশী সংস্থা বা ব্যক্তি কর্তৃক কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির এখতিয়ারভুক্ত এলাকার ক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয়ে এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কাছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব দাখিল করা হয়। সরকার কর্তৃক ঘোষিত গুরুত্বপূর্ণ এলাকাসহ সকল সিটি কর্পোরেশনের এলাকা কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির আওতাভুক্ত। সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার অধিগ্রহণ প্রস্তাবের সাথে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ১০/১২/২০১৭ তারিখের ৪৫৪ নং স্মারকের চেকলিস্ট অনুসারে প্রয়োজনীয় তথ্য ও কাগজপত্র (প্রত্যেকটির ৫ কপি) সংযুক্ত করে প্রস্তাব দাখিল করতে হয়। প্রস্তাব প্রাপ্তির পর জেলা প্রশাসক প্রত্যাশী সংস্থার সাথে আলোচনাক্রমে একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নসহ তা বিভাগীয় কমিশনার ও ভূমি মন্ত্রণালয়কে অবহিত করেন। জেলা প্রশাসকের কার্যালয় কর্তৃক প্রাপ্ত অধিগ্রহণ প্রস্তাবের সাথে সংযুক্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের প্রাক-যাচাই সম্পন্ন করা হয়। জেলা সদরে নতুন দপ্তর স্থাপনের জন্য অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে জেলা স্থান নির্বাচন কমিটির সভা আহ্বান করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক অধিগৃহীতব্য জমির সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক অধিগ্রহণের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়।

অধিগ্রহণ কার্যক্রম

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য প্রাথমিক নোটিশ জারি

জেলা প্রশাসক কর্তৃক কোনো স্থাবর সম্পত্তি জনপ্রয়োজনে বা জনস্বার্থে অধিগ্রহণ আবশ্যক মর্মে প্রতীয়মান হলে উক্ত সম্পত্তির অধিগ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে উল্লেখ করে উক্ত সম্পত্তির উপর বা সম্পত্তির নিকটবর্তী সুবিধাজনক স্থানে, নির্ধারিত ফরম ও পদ্ধতিতে, প্রাথমিক নোটিশ জারি করা হয় [ধারা ৪(১)]। বেসরকারি ব্যক্তি বা সংস্থার জন্য স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে, স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ যা হোক না কেন, অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া আরম্ভের পূর্বে সরকারের পূর্বানুমোদনের প্রয়োজন হয় {ধারা ৪(২)}। নোটিশ জারির পূর্বে, নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে, অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত স্থাবর সম্পত্তির প্রকৃত অবস্থা ও প্রকৃতি এবং উপরিস্থিত অবকাঠামো, ফসল ও বৃক্ষরাজিসহ সকল কিছুর ভিডিও ও স্থিরচিত্র অথবা অন্য কোন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ধারণ করে তাদের বিবরণী প্রস্তুত করা হয় {৪(৩)ক}। নোটিশ জারির পর প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থা এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে যৌথভাবে একটি যৌথ তালিকা প্রস্তুত করা হয় {৪(৩)খ}। জেলা প্রশাসক শ্রেণি পরিবর্তনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। জনস্বার্থ বিরোধী উদ্দেশ্যে অবকাঠামো নির্মাণ করা হলে যৌথ তালিকায় তা উল্লেখ করা হয় এবং তা প্রকল্পের সুবিধাজনক স্থানে ও স্থানীয় ভূমি অফিসের নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। অসৎ উদ্দেশ্যে নির্মিত ঘরবাড়ি বা অবকাঠামো দ্বারা ভূমির শ্রেণি পরিবর্তন করা হলে তা যৌথ তালিকায় উল্লেখ করা হয় না। কমিশনার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ১০ কার্যদিবস এবং সাধারণ ক্ষেত্রে ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।

অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আপত্তি ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

১৫ কার্যদিবসের মধ্যে জেলা প্রশাসকের নিকট আপত্তি দাখিল করা যায়। সাধারণ ক্ষেত্রে ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে মতামতসহ প্রতিবেদন কমিশনারের নিকট সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণ করা হয়। ৫০ বিঘার ঊর্ধ্বে হলে মতামতসহ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে সিদ্ধান্তের জন্য এবং ৫০ বিঘার নিচে হলে কমিশনারের নিকট প্রেরণ করা হয়। আপত্তি না হলে ১০ কার্যদিবসের মধ্যে অথবা কমিশনারের লিখিত অনুমতি সাপেক্ষে ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে জেলা প্রশাসক কর্তৃক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় (ধারা-৫)। জেলা থেকে প্রেরণকৃত প্রতিবেদন বিবেচনার পর সরকার বা মন্ত্রণালয় ৬০ কার্যদিবস, কমিশনার ১৫ কার্যদিবস, অথবা কারণ উল্লেখপূর্বক অনূর্ধ্ব ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয় {ধারা ৬(১)}।

স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নোটিশ প্রদান ও ক্ষতিপূরণের জন্য রোয়েদাদ প্রস্তুতকরণ

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে জেলা প্রশাসক স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে স্থাবর সম্পত্তির দখল গ্রহণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে নোটিশ জারি করেন। স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ নোটিশ প্রাপ্তির ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে অথবা গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ৭ কার্যদিবসের মধ্যে জেলা প্রশাসকের নিকট তাদের দাবির পরিমাণ ও ক্ষতিপূরণে তাদের স্বত্বের অংশ উল্লেখ করে দাবি পেশ করতে পারেন (ধারা-৭)। স্থাবর সম্পত্তির মূল্য ও ক্ষতিপূরণের জন্য দাবিদারগণের পরস্পরের দাবির বিষয়ে জেলা প্রশাসক রোয়েদাদ প্রস্তুত করেন এবং ক্ষতিপূরণ মঞ্জুরি (award) প্রস্তুতের পর ক্ষতিপূরণ মঞ্জুরির প্রাক্কলন প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থার নিকট প্রেরণ করেন। ক্ষতিপূরণ মঞ্জুরির প্রাক্কলন প্রাপ্তির ১২০ কার্যদিবসের মধ্যে ব্যক্তি বা সংস্থাকে ক্ষতিপূরণ মঞ্জুরির অর্থ জেলা প্রশাসকের নিকট জমা প্রদান করার বিধান রয়েছে। {ধারা-৭, ধারা ৮(৪)}।

ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়াবলি

বাজারমূল্য নির্ধারণের সময় অধিগৃহীতব্য স্থাবর সম্পত্তির পারিপার্শ্বিক এলাকার (vicinity) সমশ্রেণির এবং সমান সুবিধাযুক্ত স্থাবর সম্পত্তির ধারা ৪-এর অধীন নোটিশ জারির পূর্বের ১২ (বারো) মাসের গড় মূল্য নির্ধারিত নিয়মে হিসাব করা হয়। সরকারি কোন প্রয়োজনে অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে জমির জন্য বাজারদরের উপর অতিরিক্ত ২০০ ভাগ, বেসরকারি প্রয়োজনে বাজারদরের উপর অতিরিক্ত ৩০০ ভাগ এবং ফসল, গাছপালা, ঘরবাড়ি বা অবকাঠামো ও ব্যবসার ক্ষতির জন্য অতিরিক্ত ১০০ ভাগ ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয় (ধারা ৯)। অধিগ্রহণের আবশ্যকতার মাত্রা, স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনিচ্ছা, বেসরকারি ব্যক্তির দ্বারা সাধিত ক্ষতি, ৭ ধারার নোটিশের পর অধিগ্রহণযোগ্য স্থাবর সম্পত্তির ক্ষতি, ৭ ধারার নোটিশ জারির পর সম্পত্তি ব্যবহারের মূল্য বৃদ্ধি এবং ৪ ধারার নোটিশের পর স্থাবর সম্পত্তির পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট ক্ষতিপূরণ বিবেচনা করা হয় না (ধারা ১০)।

ক্ষতিপূরণ প্রদান, দখল গ্রহণ ও অধিগ্রহণ বাতিল

ক্ষতিপূরণ মঞ্জুরি জমাদানের অনধিক ৬০ কার্যদিবসের মধ্যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বর্গাদারসহ স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়। ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হলে স্থাবর সম্পত্তি সরকারের নিকট দায়মুক্তভাবে ন্যস্ত হয় এবং জেলা প্রশাসক দখল গ্রহণ করেন এবং ৯০ কার্যদিবসের মধ্যে তা গেজেটে বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করা হয়। জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষতিপূরণের জন্য ধার্যকৃত রোয়েদাদ অনুযায়ী প্রাপ্য অর্থ উহার দাবিদারকে প্রদান করা হয়। দাবিদার ক্ষতিপূরণের অর্থ গ্রহণ করতে অসম্মত হলে অথবা ক্ষতিপূরণের কোন দাবিদার না থাকলে অথবা ক্ষতিপূরণ দাবিদারের মালিকানা বিষয়ে কোন আপত্তি থাকলে অথবা ক্ষতিপূরণের অংশ নির্ধারণে কোন আপত্তি থাকলে, জেলা প্রশাসক ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে জমা রাখেন, যা স্থাবর সম্পত্তির দখল গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিশোধিত বলে গণ্য হয়। স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ক্ষতিপূরণের বিষয়ে আপত্তিসহ অর্থ গ্রহণ করতে পারেন। তবে, আপত্তি ব্যতিরেকে ক্ষতিপূরণের অর্থ গ্রহণ করলে আরবিট্রেটরের নিকট আবেদনের যোগ্য হবেন না (ধারা-১১, ১২ ও ১৩)। প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রাক্কলন প্রাপ্তির ১২০ কার্যদিবসের মধ্যে জেলা প্রশাসকের নিকট ক্ষতিপূরণ মঞ্জুরির অর্থ নির্ধারিত পদ্ধতিতে জমা প্রদান না করলে উক্ত মেয়াদান্তে অধিগ্রহণের যাবতীয় কার্যক্রম বাতিল হয়ে যায়। এছাড়া, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, ক্ষতিপূরণ প্রদানের পূর্বে যে কোন সময়, সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে, যে কোন স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের যাবতীয় কার্যক্রম বাতিল করা যায় {ধারা-১৪(২)}।

অধিগ্রহণকৃত স্থাবর সম্পত্তির ব্যবহার

অধিগ্রহণকৃত স্থাবর সম্পত্তি অন্য কোনভাবে ব্যবহার, লিজ, এওয়াজ বা হস্তান্তর করা যাবে না। অধিগ্রহণ পরিপন্থী ভিন্ন উদ্দেশ্যে স্থাবর সম্পত্তি ব্যবহার করা হলে প্রত্যাশী সংস্থা বা ব্যক্তি উক্ত স্থাবর সম্পত্তি জেলা প্রশাসকের নিকট সমর্পণ করতে বাধ্য থাকবেন। প্রত্যাশী সংস্থা অধিগ্রহণের বিধান লঙ্ঘন করলে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি জেলা প্রশাসক কর্তৃক পুনঃগ্রহণপূর্বক (resume) সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে খাস খতিয়ানভুক্ত করার বিধান রয়েছে (ধারা-১৯)। অধিগ্রহণ প্রস্তাবে সরকারি খাসজমি অন্তর্ভুক্ত থাকলে উহা অধিগ্রহণের প্রয়োজন হয় না। এক্ষেত্রে উক্ত স্থাবর সম্পত্তির মূল্য ধার্য করে মূল্য বাবদ অর্থ প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হতে আদায়ক্রমে '৭ ভূমি রাজস্ব নানাবিধ আদায়' খাতে জমা দিয়ে প্রত্যাশী সংস্থার বরাবরে অধিগৃহীত সম্পত্তির দখল হস্তান্তর করা হয়। অধিগ্রহণ প্রস্তাবভুক্ত জমি পুরোটাই খাসজমি হলে তা অধিগ্রহণ না করে বিধি মোতাবেক বন্দোবস্তীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এক সরকারি সংস্থার অনুকূলে চূড়ান্তভাবে অধিগ্রহণকৃত স্থাবর সম্পত্তি অন্য কোন সরকারি সংস্থার অনুকূলে হস্তান্তরের বিধান রয়েছে। এক্ষেত্রে অধিগৃহীত স্থাবর সম্পত্তির পূর্বের প্রত্যাশী সংস্থার অনাপত্তি এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের মতামত সংগ্রহ করা হয়। ভূমি হুকুমদখলের ক্ষেত্রেও ভূমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়।

আরবিট্রেশন ও মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ

আরবিট্রেটর জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের ১০% এর অধিক এবং আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনাল আরবিট্রেটর কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত ক্ষতিপূরণের ১০% এর বেশি ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর করতে পারেন না। এ আইন বা এ আইনের অধীন প্রণীত বিধির আওতায় প্রদত্ত কোন আদেশ বা গৃহীত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন প্রকার মামলা দায়ের বা আর্জি পেশ করার বিধান নেই এবং কোন আদালত থেকে কোন আদেশ বা ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন প্রকার আদেশ বা নিষেধাজ্ঞা জারিরও বিধান নেই (ধারা-৪৭)।

ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সহজ, স্বচ্ছ, আধুনিক ও জবাবদিহিমূলক করার লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল (সংশোধন) আইন, ২০২৩'; এবং 'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল (সংশোধন) বিধিমালা, ২০২৩' শিরোনামে সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল (সংশোধন) আইন, ২০২৩-এর প্রধান সংশোধনীসমূহ

প্রস্তাবিত সংশোধনীতে ধারাসমূহ অধিকতর সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য অধিগ্রহণ প্রস্তাবিত এলাকার জমির শ্রেণি পরিবর্তন বা অবকাঠামো নির্মাণের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিধান সংযুক্ত করা হয়েছে। অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় সময়ক্ষেপণ বা বিলম্ব হ্রাস করে অধিগ্রহণ কার্যক্রমের সামঞ্জস্যের ধারাবাহিকতা ও অধিকতর সুনির্দিষ্ট করার জন্য আইনের সংশোধনীর প্রস্তাব আনয়ন করা হয়েছে। অসৎ উপায় প্রতিরোধের জন্য ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়াবলির সংশোধনীর প্রস্তাব করা হয়েছে। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে ৪ ধারার নোটিশ জারির সময় স্থাবর সম্পত্তির বাজার মূল্য বিবেচনার পরিবর্তে অধিগ্রহণ প্রস্তাবের প্রশাসনিক অনুমোদনের সময়ের বাজার মূল্য বিবেচনার প্রস্তাব করা হয়েছে। অধিকতর স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার করার বিধান সংশোধনীতে সন্নিবেশ করা হয়েছে; এর ফলে ক্ষতিপূরণের টাকা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে প্রদান এবং অধিগ্রহণ কার্যক্রমে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করা সম্ভব হবে। মাঠ পর্যায়ে অভিজ্ঞতার আলোকে অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণের টাকা গ্রহণের জন্য বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত (প্রবাসী ও অক্ষম) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির আম-মোক্তার দলিল প্রদানের ক্ষমতা সীমিত করে আইনের সংশোধনীর প্রস্তাব করা হয়েছে।

ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য

ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভূমি তথ্য ব্যাংক সফট্‌ওয়্যারের মাধ্যমে দেশের অধিগ্রহণ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যের ভাণ্ডার প্রস্তুত করা হয়েছে। এ তথ্য ভাণ্ডার থেকে দেশের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তর সংস্থার অনুকূলে অধিগৃহীত জমির তথ্য রয়েছে, যা থেকে অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত ব্যক্তিগণ ও প্রত্যাশী সংস্থা তথ্যের সহযোগিতা পেতে পারেন। সারাদেশের ফাস্ট ট্রাকভুক্ত প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণের বিবরণ থেকে সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে

হাজার হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে; যেমন : পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পে ২৭৯৭.২৮৭২ একর, পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পে ২৩৬৯.৮৮৬৪ একর, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পে ১৮.৯২ একর, শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়, নেত্রকোণা শীর্ষক প্রকল্পে ৪৯৮.৪৫ একর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগরের অন্তর্ভুক্ত মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রকল্পে ৫৩১২.৫৫৬৪৩ একর, মহেশখালী উপজেলায় কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী বাংলাদেশ লিঃ ও সুমিতোম কর্পোরেশন, জাপানের যৌথ উদ্যোগে ১২০০ মেগাওয়াট আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণ প্রকল্পে ১৩৯৩.৯০৮১ একর, কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিঃ কর্তৃক ১২০০ মেঃ ওঃ কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পে ১৪১৪.৬৫ একর, ৭০০ মেগাওয়াট আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পে ১১৯৭.৮৮ একর, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ বোর্ড কর্তৃক ৮৩২০ মেগাওয়াট এলএনজি ও কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পে ৫৫৭৯.৬০৩৫ একর এবং গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ প্রকল্প-১ ও ২ (ধলাঘাটা) মহেশখালী চট্টগ্রাম প্রকল্পে ২৮৬.৬২ একর, মহেশখালী আনোয়ারা গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইন নির্মাণ প্রকল্পে ২৩৩.২১ একর, মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চল-০৩ ধলাঘাটা (বেজা) প্রকল্পে ৪৩৬.০২ একর, দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকট গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েল গেজ নির্মাণ প্রকল্পে ৯২৮.৯৫৫২৫ একর, গোপালগঞ্জ জেলায় বিভিন্ন অঞ্চলে ৯২৬.৩৩ একর, পায়রা সমুদ্র বন্দর প্রকল্পে ৪৭৮১.১৭ একর, বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন সংস্থার নামে ২৬.৩২ একর, প্রকল্প পরিচালক, বিসিক, ঢাকার অনুকূলে ১৯২.৫৫ একর, প্রকল্প পরিচালক, বাখরাবাদ সিদ্ধিরগঞ্জ গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিঃ-এর অনুকূলে ৪৭.৮৩ একর, জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্মাণ প্রকল্পে ৩৪৩.৯৭০০ একর, শেখ হাসিনা তাঁতশিল্প স্থাপনা (১ম পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পে ৫৯.৭৩ একর, নৌবাহিনীর সাবমেরিন ঘাঁটি নির্মাণ প্রকল্পে ৩৩৩.৭৩ একর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরের অন্তর্ভুক্ত মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থান প্রকল্পে ৩৩৪৫.০৯৫ একর, আনোয়ারা অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রকল্পে ৫০৩.৭০০ একর এবং সিলেট জেলায় একটি নতুন সেনানিবাস স্থাপন প্রকল্পে ১৪৮৪.২২ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এসব প্রকল্পে প্রত্যাশী সংস্থা হিসেবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, অধিদপ্তর এবং বেসরকারি ব্যক্তি ও সংস্থা রয়েছে। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো রেলপথ মন্ত্রণালয়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পুলিশ, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল ইত্যাদি। এছাড়া, বেসরকারি ব্যক্তি বা সংস্থার অনুকূলে উন্নয়নের প্রয়োজনে ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়।

ভূমি জোনিং প্রকল্প

চলমান এ প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশের মৌজা ও প্লট ভিত্তিক ডিজিটাল ভূমি জোনিং মানচিত্রসমূহ প্রস্তুতপূর্বক তাতে কৃষি, মৎস্য, বন, শিল্প, শহর, গ্রাম, পর্যটন ও বাণিজ্য এলাকা চিহ্নিত করা হবে এবং ভূমি ব্যবহারের অপরিকল্পিত পরিমাপসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে ইউনিট প্রতি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। এছাড়া, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যের মান, পাহাড়পর্বত, ইকোসিস্টেম এবং অন্যান্য

বিশেষ এলাকাসমূহ সংরক্ষণ করা যাবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে জমির বাস্তব শ্রেণি, মৌজার অবস্থান, ইত্যাদি সহজেই চিহ্নিত করা যাবে বিধায় জমির শ্রেণিভিত্তিক ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ সহজতর হবে এবং অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও জনবান্ধব হবে। বর্তমানে মাঠপ্রশাসনে জনবল সংকট দূর করার জন্য সার্ভেয়ার নিয়োগের বিষয়টি চলমান রয়েছে। এছাড়া, ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভূমি ডাটা ব্যাংক সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে সারাদেশের অধিগ্রহণের তথ্যভাণ্ডার প্রস্তুত করা হয়েছে, যার মাধ্যমে মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর বা সংস্থার নামে অধিগৃহীত জমির তথ্য অবারিত হওয়ায় তা অধিগ্রহণ কার্যক্রমের জন্য সহায়ক হবে। প্রস্তাবিত স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল (সংশোধন) আইন, ২০২৩ প্রণীত হলে এবং ভূমি জোনিং প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে মাঠ পর্যায়ে অধিগ্রহণের জটিলতা নিরসনসহ ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সহজ, স্বচ্ছ হওয়াসহ জবাবদিহি নিশ্চিত হবে বলে আশা করা যায়।

ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে ফসলি জমি রক্ষায় ‘যে সকল জমিতে তিন ফসল হয় এবং উচ্চহারে ফলন হয় সেসব জমি কৃষি কাজের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে’ মর্মে সানুগ্রহ দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। ‘কৃষি জমি কোনভাবেই অকৃষি কাজে ব্যবহার করা যাবে না’ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বহুবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ ঘোষণা প্রদান করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ১৭/১১/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার উদ্ধৃতি দিয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে ০৩/১২/২০১৪ তারিখের ৮২ নম্বর স্মারকে জানানো হয়েছে যে, ‘জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পৃথক পৃথক ভবনের পরিবর্তে সরকারি অফিসের জন্য একই স্থানে পরিকল্পিতভাবে সমন্বিত ভবন নির্মাণ করতে হবে’। ২৫/০২/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় ভূমি ব্যবহার কমিটির ১ম সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সদয় নির্দেশনা প্রদান করেন যে, ‘মহানগর, জেলা ও উপজেলায় বহুতল কমপেক্স ভবন বা গুচ্ছাকারে একাধিক বহুতল ভবন নির্মাণের মাধ্যমে একই মন্ত্রণালয় বা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের অফিস/আবাসিক স্থান সংকুলান করতে হবে’। গত ১৩/০৭/২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের কর্মসম্পাদন (এপিএ) চুক্তিপত্র স্বাক্ষরকালে তিনি সদয় নির্দেশনা দিয়েছেন যে, ‘যত্রতত্র দালানকোঠা ও স্থাপনা তৈরি হওয়ায় কৃষি জমি কমে যাওয়ার একটা আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এটা বোধহয় আমাদের একটু দেখা উচিত যে, কীভাবে আমাদের কৃষি জমিগুলো আমরা রক্ষা করব। যেখানে সেখানে ঘরবাড়ি এবং কলকারখানা এভাবে যদি হতে থাকে তাহলে যেমন আমাদের আবাদি জমিও নষ্ট হবে, তেমনি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য নাগরিক সুবিধা দেওয়াটাও একটু কঠিন হয়ে যাবে’। তাছাড়া, স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়াল, ১৯৯৭-এর অধিগ্রহণ সংক্রান্ত নির্দেশনাবলির ১২ নম্বর অনুচ্ছেদে ‘অধিগ্রহণ প্রস্তাবে কৃষি জমি বা অন্য কোন মূল্যবান জমি থাকিলে উহা যথাসম্ভব বাদ দিয়ে তৎপরিবর্তে অনাবাদি পতিত বা কম মূল্যবান জমি অধিগ্রহণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করিতে হইবে’ মর্মে নির্দেশনা রয়েছে। এসকল নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধিগ্রহণ-১ শাখা থেকে ০৯/০৯/২০১৯ তারিখে ২৯৬ নম্বর স্মারকে অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে দুই ও তিন ফসলি জমি রক্ষা এবং জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য পরিপত্র জারি করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

চ্যালেঞ্জসমূহ

- স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইনের ৪ ধারার নোটিশ জারির ১২ মাসের জমির ক্রয়-বিক্রয়ের ভিত্তিতে জমির ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু আইনগত বিধি-নিষেধ না থাকায় সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে উদ্দেশ্যমূলকভাবে অস্বাভাবিক অতিরিক্ত মূল্য দেখিয়ে দলিল রেজিস্ট্রি হওয়ায় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পায়; এতে সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়।
- আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বিপরীতভাবে জমির বাস্তব মূল্যের পরিবর্তে সাব-রেজিস্ট্রার অফিস কর্তৃক নির্ধারিত সর্বনিম্ন গড়মূল্য (অর্থাৎ অনেক কম মূল্যে) অনুযায়ী দলিলের মূল্য দেখানো হয়। এতে প্রকৃত মূল্যের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ নির্ধারিত না হওয়ায় ভূমি মালিকগণ বঞ্চিত হয়।
- অধিগৃহীতব্য জমির শ্রেণি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তথ্য গোপন করে এক শ্রেণির জমিকে অন্য শ্রেণিতে রূপান্তরিত করা হয়। এতে অধিগ্রহণ কার্যক্রম ব্যাহত ও বিলম্বিত হয়।
- সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে জমির দলিল রেজিস্ট্রি কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতিতে না হওয়ায় ১২ মাসের গড় মূল্যের দলিলের তালিকা সংগ্রহে জটিলতা এবং স্বচ্ছতার অভাব দেখা যায়।
- প্রকল্প অ্যালাইনমেন্ট তৈরির সময় অর্থাৎ স্থান নির্বাচনে তিন ফসলি কৃষি জমি অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় অধিগ্রহণ কার্যক্রম গ্রহণে চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি হয়।
- প্রকল্পের পরিকল্পনা প্রণয়নে বা অধিগ্রহণ প্রস্তাবে অনেক সময় প্রয়োজনের সর্বনিম্ন পরিমাণ জমির চেয়ে অধিক পরিমাণ জমির প্রস্তাব করা হয়। এতে কৃষি জমি হ্রাসসহ অধিগ্রহণে জনরোষের সৃষ্টি হতে পারে।
- কোন কোন সময় বিজ্ঞ দেওয়ানি আদালতে অথবা উচ্চ আদালতে মামলা দায়েরের কারণে সময়মতো অধিগ্রহণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং ক্ষতিপূরণ বিতরণে সমস্যা সৃষ্টি হয়। এছাড়া, মাঠ প্রশাসনে প্রয়োজনীয় জনবল সংকটের কারণে সঠিক সময়ে অধিগ্রহণ কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়।

সুপারিশসমূহ

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ কার্যক্রমকে স্বচ্ছ, দক্ষ, সময়াবদ্ধ ও বাস্তবসম্মত উপায়ে কার্যকর করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অনুসরণ করা যেতে পারে।

- প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক অধিগ্রহণ প্রস্তাবের সাথে আবশ্যকীয় কাগজপত্রাদির ০৫ (পাঁচ) সেট যথাযথভাবে ও যথাসময়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিতকরণ;
- প্রত্যাশী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয় থেকে পূর্বেই অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদন ও আর্থিক মঞ্জুরির অনুমোদন সংগ্রহপূর্বক অধিগ্রহণ প্রস্তাব দাখিলকরণ;

- সরকারের আর্থিক ক্ষতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে উদ্দেশ্যমূলকভাবে অস্বাভাবিক অতিরিক্ত মূল্য দেখিয়ে দলিল রেজিস্ট্রি হওয়ার প্রবণতা রোধ করার লক্ষ্যে আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় থেকে সংশ্লিষ্ট আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনের কার্যক্রম গ্রহণ করা, যাতে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অযৌক্তিক ও অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি না পায় এবং অন্যদিকে জমির বাস্তব মূল্যের পরিবর্তে নির্ধারিত সর্বনিম্ন মূল্যে দলিল সম্পাদিত না হয়;
- দলিলের তালিকা সংগ্রহের জটিলতা ও স্বচ্ছতার অভাব দূরীকরণের লক্ষ্যে সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে ডিজিটাল পদ্ধতিতে রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করা, যাতে অধিগৃহীতব্য জমির মূল্য সহজে সংগ্রহ করা যায়;
- অধিগ্রহণ প্রস্তাবাধীন জমির শ্রেণি পরিবর্তনসহ অন্যান্য অবৈধ প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার লক্ষ্যে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ধারা ৪-এর নোটিশ জারির পূর্বেই অধিগ্রহণ প্রস্তাবাধীন জমির শ্রেণি, ঘরবাড়ি, স্থাপনা, অবকাঠামো, গাছপালা, ভূমির প্রকৃত অবস্থা ও প্রকৃতি, ফসল প্রভৃতির অবিকল প্রতিচিত্র, ভিডিও ও স্থিরচিত্র সর্বাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সংগ্রহ করা এবং নোটিশ জারির পর প্রত্যাশী সংস্থা বা ব্যক্তিবর্গের সাথে যৌথ তালিকা প্রস্তুত করা;
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে ভূমি অধিগ্রহণের জন্য সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, কমিশনার ও ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক সকল কার্যাদি নিষ্পন্নকরণ;
- অধিগ্রহণ কাজে সম্পৃক্ত মাঠ পর্যায়সহ সকল স্তরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগ দান করা;
- জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ০৯/০৯/২০১৯ তারিখের ২৯৬ নম্বর স্মারকাদেশ অনুসরণ করা এবং অধিগ্রহণ ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন যথাযথভাবে অনুসরণ করা;
- অধিগ্রহণ ক্ষেত্রে দুই বা তিন ফসলি জমি সর্বোচ্চ ব্যবহারের লক্ষ্যে তা প্রস্তাবের বহির্ভূত রাখা;
- অধিগ্রহণে ন্যূনতম জমির প্রস্তাব নিশ্চিতকরণ;
- রেজিস্ট্রেশন, ভূমি রাজস্ব ও সেটেলমেন্ট বিভাগের মধ্যে আন্তঃসংযোগ প্রতিষ্ঠাকরণ;
- অধিগৃহীত জমির সঠিক ব্যবহার হচ্ছে কি-না সে সংক্রান্তে প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এবং ক্ষেত্র বিশেষে মন্ত্রণালয়ে বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রেরণ; এবং
- অধিগৃহীত জমি অব্যবহৃত হলে অথবা ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হলে উক্ত জমি ধারা-১৯ মোতাবেক রিজিউম করে খাস খতিয়ানে আনয়ন করা।

উপসংহার

আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও জনসংখ্যার তুলনায় পৃথিবীর অষ্টম বৃহত্তম বাংলাদেশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিচক্ষণ ও দৃঢ় নেতৃত্বে শত প্রতিকূলতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করে সমৃদ্ধি ও উন্নতির পথে অব্যাহতভাবে এগিয়ে চলেছে এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকিসহ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দীর্ঘমেয়াদি 'বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ : একুশ শতকের বাংলাদেশ' নামে একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন এবং চরম দারিদ্র্য দূরীকরণসহ ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে রূপান্তর। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য টেকসই ভূমি ব্যবহার ও স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে, যেখানে টেকসই খাদ্যশস্য উৎপাদনে বন্যা বা নদীর ভাঙন থেকে কৃষিজমি সংরক্ষণ, নগরায়ণের জন্য স্থানীয় ভূমি ব্যবহারের পরিকল্পনা এবং ভূমি ব্যবস্থার সর্বোচ্চ দক্ষতা অর্জন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বর্তমানে প্রতিনিয়ত ভূমি অধিগ্রহণের কারণে চাষযোগ্য কৃষি জমি হ্রাসের ফলে খাদ্য শস্য উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ তৈরি হচ্ছে। এ অবস্থায় ভূমির ব্যবহারে সর্বোচ্চ দক্ষতা অর্জন ছাড়া বিকল্প থাকছে না বিধায় ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়ে একটি কার্যকরী মহাপরিকল্পনা এখন থেকেই প্রণয়ন করা আবশ্যক বলে প্রতীয়মান হয়; অন্যথায় উন্নয়নের অন্যান্য অর্জনসমূহ পর্যাপ্ত ভূমিকা রাখতে বাধাগ্রস্ত হতে পারে।

এমতাবস্থায়, বর্ণিত চ্যালেঞ্জসমূহের বিপরীতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণসহ অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনাসমূহের যথাযথ অনুসরণ প্রয়োজন। প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক সর্বনিম্ন বা ন্যূনতম জমি অধিগ্রহণ করা হলে, অধিগৃহীত জমির সর্বোচ্চ এবং যথাযথ ব্যবহার করা হলে এবং দুই ফসলি ও তিন ফসলি জমি অধিগ্রহণের আওতা বর্হিভূত রাখা হলে কৃষি জমি সংরক্ষণের ব্যবস্থাসহ খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা মজবুত করা সম্ভব হবে। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সম্প্রতি ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে 'ভূমির মালিকানা ও ব্যবহার আইন, ২০২৩' প্রণয়নের জন্য আইনের খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত আইনটি প্রণীত হলে কৃষিজমি সুরক্ষা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ ভূমি ব্যবস্থার সর্বোচ্চ দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে প্রত্যাশী সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর ও সংস্থাকে এ ব্যাপারে সজাগ থেকে যৌক্তিক কার্যক্রম গ্রহণ করা সমীচীন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের মামলা ব্যবস্থাপনা

ড. মোঃ মাহমুদ হাসান

যুগ্মসচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়

ভূমিকা

ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর ও সংস্থার আওতাভুক্ত সরকারি স্বার্থসংশ্লিষ্ট মামলা-মোকদ্দমাসমূহের সরকারি ব্যবস্থাপনার বিষয়টি ভূমি মন্ত্রণালয়ের আইন উইং-এর একজন যুগ্মসচিবের অধীনে আইন অধিশাখা-১, আইন অধিশাখা-২, আইন শাখা-৩ ও আইন শাখা ৪-এর মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের ০২ জানুয়ারি ২০১২ সালের ৩১.০৩৫.০০৫.০০.০৩০.২০১১-১৬ নম্বর স্মারকে বর্ণিত কর্মবণ্টন অনুযায়ী আইন উইং-এর উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি হলো ভূমি মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধিভুক্ত সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মামলা; প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল সংক্রান্ত মামলা; সরকারি কৌঁসুলি নিয়োগ; বিজ্ঞ সলিসিটর ও বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তরের সাথে যোগাযোগ; নামজারি ও জমাভাগ সংক্রান্ত কার্যক্রম; আইন, বিধিমালা, নীতিমালা ও ম্যানুয়াল প্রণয়ন; ভূমি উন্নয়ন কর সংক্রান্ত মামলা; ভূমি ব্যবহার নীতি ও আইন প্রণয়ন; ভূমি আপীল বোর্ডের আইন সংশোধন; অন্যান্য মন্ত্রণালয় বা বিভাগ থেকে প্রেরিত আইন, বিধিমালা ও নীতিমালার বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মতামত প্রদান; অর্পিত সম্পত্তি, পরিত্যক্ত সম্পত্তি ও বিনিময় সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলার বিষয়সহ ভিপি কৌঁসুলি নিয়োগ এবং অর্পিত সম্পত্তির মামলা সংক্রান্ত ডাটাবেজ প্রণয়ন।

ড. মোঃ মাহমুদ হাসান, যুগ্মসচিব (অধিগ্রহণ), ভূমি মন্ত্রণলায় প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন।

মামলার ধরন ও পরিচালনা

ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সরকারি স্বার্থসংশ্লিষ্ট মামলাসমূহের পরিচালনা, তদারকি বা পরিবীক্ষণের সাথে ভূমি রাজস্ব মামলা ও দেওয়ানি প্রকৃতির মামলা সম্পৃক্ত রয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের সরকারি স্বার্থসংশ্লিষ্ট মামলাগুলো প্রধানত দেওয়ানি ও ভূমি রাজস্ব বিষয়ক হয়ে থাকে। দেওয়ানি প্রকৃতির মামলাসমূহ সাধারণত ভূমির স্বত্ব দখলকে এবং ভূমি সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় এবং এসব মামলা প্রাথমিক পর্যায়ে নিম্ন আদালতে অর্থাৎ জেলা পর্যায়ে দেওয়ানি আদালতে (Civil Court) রুজু ও বিচার নিষ্পত্তি হয়ে থাকে। জেলা জজশিপের অধীনে অতিরিক্ত জেলা জজ, যুগ্ম জেলা জজ, সিনিয়র সহকারী জজ ও সহকারী জজ কর্তৃক দেওয়ানি প্রকৃতির ভূমি সংক্রান্ত মামলাসমূহের বিচার সম্পন্ন হয়। মাননীয় উচ্চ আদালতে নিম্ন আদালতের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে আপিল, রিভিশন ও রিভিউ মামলার বিচার হয়ে থাকে। এছাড়া, মাননীয় উচ্চাদালতে বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০২-এর আওতায় রিট পিটিশনসমূহের বিচার নিষ্পত্তি হয়। বিজ্ঞ জিপি ও এজিপিগণ নিম্ন আদালতে দায়েরকৃত সরকারি স্বার্থসংশ্লিষ্ট মামলাসমূহ সরকার পক্ষে পরিচালনা করেন। নিম্নাদালত ও মাননীয় উচ্চাদালতের সরকারি আইন কর্মকর্তাগণ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল, বিজ্ঞ অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল, বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল ও বিজ্ঞ অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাটর্নি জেনারেলগণ সরকার পক্ষে দেওয়ানি প্রকৃতির মামলার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে থাকেন।

ভূমি রাজস্ব মামলা

The State Acquisition and Tendency Act, 1950 (Act No. xxviii of 1951) অনুযায়ী ভূমি রাজস্ব মামলা নিষ্পত্তির জন্য ৪ ধরনের ভূমি রাজস্ব আদালত রয়েছে, যথা : (১) সহকারী কমিশনার (ভূমি), (২) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), (৩) অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) ও (৪) ভূমি আপীল বোর্ড। উক্ত আইনের ধারা ১৪৩, ধারা ১১৬ ও ধারা ১১৭-এর বিধান মতে কালেক্টর বা জেলা প্রশাসকের পক্ষে সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক ভূমির মালিকানার পরিবর্তন হলে নতুন মালিকের নামে নামজারি করে নতুন খতিয়ান খোলা হয় এবং আর ও আর (record of rights)-এ উক্ত সংশোধনী লিপিবদ্ধ করা হয়, যা নামজারি ও জমাভাগ নামে অভিহিত হয়ে থাকে। সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর আদেশের বিরুদ্ধে কালেক্টর বা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)-এর আদালতে আপীল ও রিভিশন হয়ে থাকে। কালেক্টর বা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)-এর আদেশের বিরুদ্ধে বিভাগীয় কমিশনার বা অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব)-এর আদালতে আপীল ও রিভিশন হয়। অন্যদিকে বিভাগীয় কমিশনার বা অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব)-এর আদেশের বিরুদ্ধে ভূমি আপীল বোর্ডে আপিল, রিভিউ ও রিভিশন হয়ে থাকে। উক্ত আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ভূমি (রাজস্ব) আদালত কর্তৃক তাঁর প্রদত্ত আদেশ স্ব-উদ্যোগে বা আবেদনক্রমে রিভিউ করা হয়।

ভূমি আপীল বোর্ডের মামলা

ভূমি আপীল বোর্ড আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২৪ নম্বর আইন) ও ভূমি আপীল বোর্ড বিধিমালা, ১৯৯০ অনুযায়ী ভূমি আপীল বোর্ডের গঠন ও কার্যাবলী নির্ধারিত হয়েছে। ভূমি আপীল বোর্ডের একজন চেয়ারম্যান ও অনধিক ২ জন সদস্যের সমন্বয়ে ভূমি আপীল বোর্ড গঠিত হয়। বোর্ডের

চেয়ারম্যানের ১টি, ২ জন সদস্যের ২টি এবং চেয়ারম্যান ও ২ জন সদস্যের সমন্বয়ে ১টি ফুল বোর্ডসহ মোট ৪টি ভূমি রাজস্ব আদালত রয়েছে। বোর্ডে নিম্ন আদালতের তথা বিভাগীয় কমিশনার ও অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব)-এর আদালতে নিষ্পত্তিকৃত মামলার আপিল, রিভিশন ও রিভিউ শুনানি ও নিষ্পত্তি হয়ে থাকে। ভূমি আপীল বোর্ডের আদেশ নিম্ন আদালতের জন্য বাস্তবায়ন করা বাধ্যতামূলক। ভূমি আপীল বোর্ডে নিম্নোক্ত বিষয় নিয়ে মামলা উদ্ভূত হয়:

(ক) ভূমি সংক্রান্ত মামলা (রাজস্ব সম্পর্কীয়);
(খ) নামজারি ও খারিজ মামলা;
(গ) সায়রাত ও জলমহাল সংক্রান্ত মামলা;
(ঘ) ভূমি রেকর্ড সম্পর্কিত মামলা;
(ঙ) ভূমি উন্নয়ন কর সার্টিফিকেট মামলা;
(চ) খাসজমি বন্দোবস্ত সংক্রান্ত মামলা;
(ছ) পিডিআর অ্যাক্টের অধীন দায়েরকৃত রিভিশন ও আপিল মামলা;
(জ) অর্পিত, পরিত্যক্ত ও বিনিময় সম্পত্তি বিষয়ক মামলা; এবং
(ঝ) ওয়াকফ্ ও দেবোত্তর সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা (উক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক বিষয় ব্যতীত)।

ভূমি রাজস্ব মামলার ইতিহাস

এদেশের প্রজাগণ প্রাচীনকাল থেকে উৎপাদিত ফসলের নির্দিষ্ট অংশ খাজনা হিসেবে রাজাকে প্রদানের মাধ্যমে জমি ভোগ দখলের অধিকার পেতেন। কালক্রমে গ্রাম প্রধানদের দ্বারা ভূমি রাজস্ব আদায়ের প্রক্রিয়ায় মধ্যস্বত্ব শ্রেণির উদ্ভব হয়, যা হিন্দু আমল, পাল আমল, সুলতানি আমল ও মোগল আমলের শেষে আরও বিস্তৃত হয়। পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজ উদ্দৌলার ভাগ্য বিপর্যয়ের পর এদেশ প্রথমে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং পরে বৃটিশ শাসনে প্রায় ২০০ বছর শাসিত ও শোষিত হয়। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে প্রজাগণ জমির মালিকানা হারায় এবং জমিদাররা জমির মালিক হয়ে উচ্চহারে খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি করায় জনঅসন্তোষ তৈরি হয়। পরবর্তীকালে ১৯৫০ সালে The State Acquisition and Tenancy Act, ১৯৫০-এর মাধ্যমে জামিদারি উচ্ছেদ হলে পুনরায় প্রজাগণ জমির মালিক হয় এবং প্রজাদের সাথে সরাসরি সরকারের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। উক্ত আইনের বিধান বলে জমির মালিকানা হস্তান্তরজনিত নামজারি ও জমাভাগ কার্যক্রম সম্পাদিত হয় এবং এসব নিষ্পত্তিমূলক আদেশের (নামজারি ও জমাভাগ) সংক্ষুব্ধতায় ভূমি রাজস্ব আদালতে আপিল, রিভিউ ও রিভিশনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়ে অব্যাহত রয়েছে। ভূমি রাজস্ব আদালতে স্বত্বের কোন বিষয় বিবেচনা করা হয় না, যা মূলত দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ারাধীন।

দেওয়ানি আদালতের ইতিহাস

মোগল আমলে উপমহাদেশে মুসলিমদের জন্য ফৌজদারি দণ্ড আইন ছিল, যা ইংরেজরা বহাল রেখে ধীরে ধীরে পরিবর্তন করার চেষ্টা চালায়। মোগল আমলে মীর আল আদল বিচারকার্য পরিচালনা করতেন, তার অধীনে ছিল কাজী ও গ্রাম পঞ্চায়েত। কাজীগণ ফৌজদারদের মাধ্যমে

আদেশ কার্যকর করতেন। ১৭৯৩ সালে দেওয়ানি বিচার ব্যবস্থা নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা ও অন্যান্য কাজের জন্য পৃথক ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয় এবং ম্যাজিস্ট্রেটগণকে চুরি, ডাকাতিসহ ছোটখাটো ফৌজদারি অপরাধের বিচারের ভার দেয়া হয়। ১৮২৯ সালে বিভাগীয় কমিশনারের পদ সৃষ্টির পর বিভাগীয় কমিশনার ফৌজদারি আপিল মামলার শুনানি করতেন। ১৮৩১ সালে জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট থেকে দেওয়ানি বিচার পৃথক করে পৃথক সিভিল জজের পদ সৃষ্টি করা হয়। কালেক্টর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে রাজস্ব আদায়সহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, নিম্ন ফৌজদারি বিচার এবং সিভিল জজ দেওয়ানি মামলা ও উচ্চতর ফৌজদারি মামলাসমূহের বিচার করতেন। ১৮৮৩ সালে লর্ড মেকলের নেতৃত্বে প্রথমবারের মত আইন কমিশন গঠিত হয়। কমিশনের সুপারিশ ও প্রস্তাবনা অনুযায়ী ১৮৬১ সালে ফৌজদারি কার্যবিধি পাস হয়, যা বর্তমানে সামান্য পরিবর্তনসহ কার্যকর রয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৪ মোতাবেক সুপ্রিম কোর্টের গঠন, অনুচ্ছেদ ১১৪ অনুসারে অধস্তন আদালতসমূহ এবং অনুচ্ছেদ ১১৭ মোতাবেক প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালসমূহ গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০৯ মোতাবেক সকল অধস্তন আদালতসমূহ ও ট্রাইব্যুনালসমূহের উপর হাইকোর্ট বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রয়েছে। ১৮৮৭ সালের দেওয়ানি আইন দ্বারা অধস্তন আদালত গঠন করা হয়। উক্ত আইনের বিধান বলে জেলা জজ, সাব-অর্ডিনেট জজ ও মুন্সেফ-এর পদ সৃষ্টি করা হয়। বর্তমানে দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ মোতাবেক আদালত পরিচালিত হচ্ছে। ১৯৪৮ সালে ঢাকা হাইকোর্ট গঠনের মাধ্যমে ঢাকা হাইকোর্টকে রিট এখতিয়ার দেয়া হয়। ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির ৫নং আদেশবলে দি হাইকোর্ট অব বাংলাদেশ অর্ডার, ১৯৭২ দ্বারা হাইকোর্ট এর মূল, আপীল বিষয়ক ও অন্যান্য এখতিয়ার ঘোষিত হয়।

উচ্চ আদালতে বিচারাধীন মামলা

মাননীয় উচ্চ আদালতে ২০০৫-২০২২ সাল পর্যন্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ৯২৯২টি রিট মামলা, ১৫৩টি কনটেম্পট মামলা এবং প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে ২৬১টি মামলা দায়ের হয়। এগুলোর মধ্যে অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত উচ্চ আদালতে ১৩টি সরকারি স্বার্থসংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মামলা রয়েছে। এসব গুরুত্বপূর্ণ সরকারি স্বার্থসংশ্লিষ্ট মামলার ত্রৈমাসিক অগ্রগতির বিবরণ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয় এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রতি ৩ মাস পর এসব চলমান মামলার কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অর্পিত সম্পত্তির মামলা

সারাদেশে 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন (দ্বিতীয় সংশোধন), ২০০১' মোতাবেক গঠিত অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনালে ও অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আপিল ট্রাইব্যুনালে মামলা চলমান রয়েছে এবং সরকার পক্ষে প্রত্যেক জেলায় এসব মামলা পরিচালনার জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিজ্ঞ আইনজীবী নিয়োজিত আছেন। অর্পিত সম্পত্তির প্রত্যর্পণ আপিল ট্রাইব্যুনালের রায় চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়।

অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত সম্পত্তিসমূহ বৈধ মালিকদের নিকট প্রত্যর্পণের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের

প্রথম মেয়াদে 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১' প্রণয়ন করা হয়। অর্পিত সম্পত্তিসমূহ আইনানুগভাবে উহার মালিককে প্রত্যর্পণের নিমিত্ত সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন 'ক' তফসিলে প্রকাশিত দেশের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ২,৪০,০৪৮.৩৪৮ একর। উক্ত 'ক' তফসিলভুক্ত প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি প্রত্যর্পণের জন্য আইনের অধীনে গঠিত ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম চলমান আছে। ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা ১,১৪,৩১০টি, যার মধ্যে এযাবৎ ১৪,৭১৪টি মামলায় আবেদনকারীর পক্ষে এবং ১৯,১৭৮টি মামলা আবেদনকারীর বিপক্ষে নিষ্পত্তি হয়েছে। সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন অর্পিত সম্পত্তি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে একসনা লিজ প্রদান করা হয়। অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সার্টিফিকেট মামলা

The Land Development Tax Ordinance, ১৯৭৬ এবং সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি অনুযায়ী ভূমি উন্নয়ন কর আরোপ ও আদায় করা হয়। সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণ ভূমি উন্নয়ন কর অনাদায়ে ভূমি মালিকের বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট মামলা রুজু ও নিষ্পত্তি করেন। বর্তমানে এ অধ্যাদেশটির কার্যকারিতা লোপ পাওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশের সংশোধন ও পরিমার্জনসহ 'ভূমি উন্নয়ন কর, ২০২৩' শিরোনামে নতুন আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে এর খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপনের নিমিত্ত সারসংক্ষেপ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। আইনটি পাস হলে ভূমি উন্নয়ন কর আরোপ, আদায় এবং মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হবে।

ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

ভূমি সংক্রান্ত মামলার জটিলতা পরিহারপূর্বক মামলা ব্যবস্থাপনা সহজ, স্বচ্ছ ও জনগণের হাতের মুঠোয় আনয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় বেশ কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ভূমি রাজস্ব মামলার অনলাইন হিয়ারিং বা অনলাইন শুনানি। দেশের বা পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে মামলার যে কোন পক্ষ ভূমি রাজস্ব মামলায় যাতে অনলাইন শুনানিতে অংশ নিতে পারেন, সে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এতে ভূমি রাজস্ব বিষয়ে সেবাপ্রত্যাশী জনগণ উপকৃত হচ্ছেন। জরিপের প্রকাশিত রেকর্ডে ভুলত্রুটি সংশোধনের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে করণিক ভুল, প্রতারণামূলক অন্তর্ভুক্তি ও প্রকৃত ভুল সংশোধনের জন্য পরিপত্র জারি করা হয়েছে। এর ফলে জনগণ প্রভূতভাবে উপকৃত হচ্ছেন।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হলো সিভিল স্যুট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দেওয়ানি মামলা ও ভূমি রাজস্ব মামলাগুলোর দ্রুত, স্বচ্ছ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সেবা নিশ্চিত করাই এর মূল লক্ষ্য। সিভিল স্যুট সিস্টেমের মাধ্যমে ভূমি সংক্রান্ত সকল মামলার (দেওয়ানি ও ভূমি রাজস্ব) ডাটাবেজ প্রস্তুতপূর্বক সকল স্টেকহোল্ডারদের জন্য তা ব্যবহার উপযোগী করা হয়েছে; এতে মামলার এসএফ দেয়া থেকে শুরু করে আদালতে তা দাখিল পর্যন্ত সমস্ত প্রক্রিয়া অনলাইনে কার্যকর থাকবে বিধায় সরকারি স্বার্থসংশ্লিষ্ট মামলাসমূহ সহজেই পর্যবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করা যাবে। সিভিল স্যুট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমকে কেস ডাটা ব্যাংক (case data bank) হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এতে দেশের সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিশেষত ব্যাংকসমূহ এ case

data bank থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে। বিশেষ করে বন্ধকি প্রস্তাবিত জমি নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা থাকলে সহজেই এ সিস্টেমে ঢুকে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাবে। এসব উদ্যোগ ভূমি সংক্রান্ত মামলা ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক, যুগোপযোগী, মানসম্মত ও উন্নত ব্যবস্থাপনায় রূপান্তরিত করেছে। নামজারি ও জমাভাগ মামলা নিষ্পত্তির সময়সীমা কমিয়ে সর্বশেষ ২৮ (আটাশ) দিন করা হয়েছে এবং প্রবাসীদের ক্ষেত্রে ১২ (বার) কার্যদিবস ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ৯ (নয়) কার্যদিবস রাখা হয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক সারাদেশে ই-নামজারি চালুকরণের পরিপ্রেক্ষিতে ২০২০ সালে জাতিসংঘ ভূমি মন্ত্রণালয়কে এ কাজের স্বীকৃতি হিসেবে United Nations Public Service Award-2020-এ ভূষিত করেছে, যা বাংলাদেশের জন্য এক গৌরবের বিষয়।

ভূমি সংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমার জটিলতার হাত থেকে জনগণকে নিষ্কৃতি দেওয়ার মহৎ উদ্দেশ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর দূরদর্শী নির্দেশনায় ও সচিব মহোদয়ের সুদক্ষ পরিচালনায় বেশ কিছু পুরানো আইনের সংস্কারপূর্বক যুগোপযোগীকরণসহ কয়েকটি নতুন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ ইতোমধ্যেই ব্যাপক সাড়া ফেলেছে; যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো : 'ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন, ২০২৩'; 'ভূমির মালিকানা ও ব্যবহার আইন, ২০২৩'; ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল ও ল্যান্ড সার্ভে আপিল ট্রাইব্যুনাল পুনর্গঠনের লক্ষ্যে 'The State Acquisition and Tenancy (Amendment) Act, 2023' এবং মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক জনগণের নিকট সহজবোধ্য করার লক্ষ্যে এ আইনের 'রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০' শিরোনামে বাংলায় রূপান্তরকরণ। মামলা ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নের পথপরিক্রমায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, আইন কমিশন, আইন ও বিচার বিভাগ এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ ভূমি মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করছে।

চ্যালেঞ্জসমূহ

মাননীয় উচ্চ আদালত থেকে রায় ও আদেশের কপি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কখনও কখনও বিলম্বে প্রাপ্তির কারণে সময়মতো আপিল দায়ের করা সম্ভব হয় না। এতে গুরুত্বপূর্ণ মামলায় সরকারি স্বার্থ বিঘ্নিত হয়। এ জন্য মামলার রায় সময়মতো জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা প্রয়োজন। অনেক গুরুত্বপূর্ণ মামলার ক্ষেত্রে সরকারপক্ষে আপিল বা রিভিউ দায়েরের জন্য বিজ্ঞ সলিসিটর উইং বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও উক্ত কার্যালয় হতে আপিল বা রিভিউ দায়ের না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে পত্রের মাধ্যমে জানানো হয়। এতে সরকারের মূল্যবান সম্পত্তি বেহাত হয়। এক্ষেত্রে সরকারি স্বার্থ রক্ষা করার জন্য সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার লক্ষ্যে বিজ্ঞ সলিসিটর উইং থেকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক।

সুপারিশসমূহ

নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ সরকারি স্বার্থসংশ্লিষ্ট মামলায় সরকারি স্বার্থ রক্ষার্থে বিবেচনা করা যেতে পারে :

- মামলার রায় ও আদেশ সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ে ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণকে যথাসময়ে অবহিত করা;

- মামলাসমূহ প্রকৃতপক্ষে জেলা প্রশাসক ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্পৃক্ততা থাকে বিধায় মামলার জবাব ও প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের নিকট পত্রালাপ ও যোগাযোগ করলে দ্রুত সময়ে তথ্য ও জবাব পাওয়া যায়, যা মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে;
- অনেক গুরত্বপূর্ণ মামলার ক্ষেত্রে সরকারপক্ষে আপিল বা রিভিউ দায়েরের জন্য বিজ্ঞ সলিসিটর উইং বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও কখনও কখনও আপিল বা রিভিউ দায়ের না করার নিমিত্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে পত্রের মাধ্যমে জানানো হয়। এতে সরকারের মূল্যবান সম্পত্তি বেহাত হয়। এক্ষেত্রে সরকারি স্বার্থ রক্ষা করার জন্য সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার লক্ষ্যে বিজ্ঞ সলিসিটর উইং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন;
- সরকারি সম্পত্তির স্বার্থ রক্ষার্থে অন্তত ১০ জন সিনিয়র ডিএজিকে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মামলাসমূহ পরিচালনা/প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার নিমিত্ত বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল মহোদয়ের কার্যালয় থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে;
- বিজ্ঞ ডিএজি ও বিজ্ঞ এএজিগণের নতুন নিয়োগস্থলে মামলার নথিসমূহ তাদের নিকট দ্রুত হস্তান্তর করা;
- সরকারি স্বার্থসংশ্লিষ্ট মামলাগুলো নিখুঁতভাবে পরিচালনা ও পর্যালোচনা করার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞ সলিসিটর উইং, বিজ্ঞ সরকারি আইনজীবী এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সমন্বয়ে একটি অনলাইন পাটফর্ম তৈরি করা যেতে পারে। এতে মামলার তারিখ অনুসারে দৈনিক মামলার তথ্য, যেমন মামলার সর্বশেষ অবস্থা, পরবর্তী তারিখ, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল ইত্যাদি বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য প্রাপ্তি সহজ হবে; এবং
- সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মামলার আর্জির কপি, রায়ের সার্টিফায়েড কপি, এফিডেভিট ও মামলা সংক্রান্ত অন্যান্য কাগজপত্র উত্তোলনের বিষয়টি সহজিকরণে বিজ্ঞ সলিসিটর উইং থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

উপসংহার

ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মামলাসমূহ পরিচালনায় সরকারি আইনজীবীগণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বর্ণিত সুপারিশসমূহের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ সংশ্লিষ্ট কার্যালয় থেকে বিশেষ করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে মামলার আরজির যথার্থ দফাওয়ারি জবাব সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত ও দালিলিক প্রমাণাদিসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ আদালতে উপস্থাপন করা হলে এবং বিজ্ঞ সরকারি আইনজীবীগণ কর্তৃক যথাযথভাবে মামলা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হলে সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মামলায় সরকারের অনুকূলে রায় ও ডিক্রি পাওয়া সম্ভব বলে প্রতীয়মান হয়।

প্যানেল আলোচনা ও প্রস্তাবনা

বিজ্ঞ উচ্চ আদালতে মামলা পরিচালনার কৌশল সম্পর্কে আলোকপাত করার জন্য সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের প্রেক্ষিতে জনাব রুনা নাহিদ আক্তার, বিজ্ঞ সলিসিটর, আইন ও বিচার বিভাগ জানান, সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে মাঠপর্যায় হতে প্রায়শই প্রযোজ্য কাগজ-পত্রাদি প্রেরণ করা হয় না। এছাড়া, তামাদি আইন মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপিল করা হয় না এবং বিজ্ঞ জিপি'র মাধ্যমে প্রদত্ত কোন সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা সংযুক্ত থাকে না। উল্লেখ্য, যুক্তিযুক্ত কারণ থাকলে বা ব্যাখ্যা দেয়া হলে বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক আপিল গৃহীত হয়। এক্ষেত্রে, সলিসিটর উইং থেকে চাহিদা দেয়া হলে মাঠপর্যায় হতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চাহিত তথ্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়।

তিনি জানান যে, বিজ্ঞ আদালতে কোন হাতে লেখা সার্টিফায়েড কপি বা কাগজপত্রের ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। এমনকি, সার্টিফায়েড কপির সত্যায়িত ফটোকপিও গ্রহণযোগ্য নয়। অবশ্যই সার্টিফায়েড কপি টাইপকৃত হতে হবে। এক্ষেত্রে, মামলা সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রের মূলকপি সরবরাহের জন্যও অনুরোধ করা হয়।

মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে কী কী কাগজ লাগবে, সে সংক্রান্ত বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত গাইডলাইন মাঠপর্যায়ে প্রেরণ করা হয়েছে। জারিকৃত গাইডলাইন যথাযথভাবে অনুসরণ করে মামলা সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র প্রেরণের বিষয়ে তাগিদ দেয়া হয়। তিনি আরও উল্লেখ করেন, প্রত্যাশী সংস্থা কখনও কখনও প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ নির্ধারিত তারিখে অনুপস্থিত থাকেন। এসকল সমস্যার সমাধানে বিজ্ঞ উচ্চ আদালতে যোগাযোগ রক্ষার জন্য মাঠ পর্যায় হতে ফোকাল পারসন নিয়োগ করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, সলিসিটর উইং এ মামলা পরিচালনার জন্য Focal Person নির্ধারণ করা আছে।

সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় পরিকল্পনা বিভাগের সচিব জনাব সত্যজিত কর্মকারকে ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সমস্যা ও সমাধানের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করার অনুরোধ করেন। জনাব সত্যজিত কর্মকার, সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ অংশগ্রহণকারীগণের উদ্দেশ্যে বলেন, নিজের কাজের প্রতি শতভাগ আন্তরিক হয়ে কাজ করতে হবে। সততা নিয়ে কাজ করলে যে কোন সমস্যা সহজেই সমাধান করা যায়। ভূমি সংক্রান্ত আইন, সার্কুলার জেনে দক্ষতা নিয়ে কাজ করতে হবে। রাষ্ট্র ও মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়ে জনবান্ধব ভূমিসেবা প্রদানের মনোবৃত্তি নিয়ে সরকারের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় গৃহীত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে। এক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অধীনস্থদের নিবিড় তত্ত্বাবধান করতে হবে।

অনেক ক্ষেত্রেই জেলায় উন্নয়ন প্রকল্প নেয়া হচ্ছে, কিন্তু জেলা প্রশাসক জানেন না। এছাড়া অধিগ্রহণ আইনের ৪ ধারার নোটিশ জারির পর জমির তফসিল বা শ্রেণি বা অ্যালাইনমেন্ট পরিবর্তন করা হচ্ছে। অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ প্রদানে দীর্ঘসূত্রিতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তাগণের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও কাজের অভিজ্ঞতা থাকে না।

উল্লিখিত সমস্যাসমূহ সমাধানে করণীয়

- সম্ভাব্যতা সমীক্ষায় জেলা প্রশাসকগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে;
- ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত মনিটরিং কমিটি গঠন করতে হবে;
- জেলা প্রশাসক, প্রত্যাশী সংস্থা এবং expert নিয়ে অধিগ্রহীতব্য ভূমির অ্যালাইনমেন্ট নির্বাচন করতে হবে;
- আইনের ৪ ধারার নোটিশ জারির পর জমির শ্রেণি পরিবর্তন হবে না;
- ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা হিসেবে অভিজ্ঞদের দায়িত্ব প্রদান করতে হবে; এবং
- ভূমি অধিগ্রহণে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এলএ ও রাজস্ব)গণকে আরও দায়িত্বশীল ও আন্তরিক হতে হবে।

এ বিষয়ে ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোজাফফর আহমেদ জানান, আইনের ৪ ধারার নোটিশ জারি হওয়ার পর যাতে শ্রেণি পরিবর্তন করা না যায়, সেজন্য সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। ভূমি ব্যবস্থাপনাকে স্মার্ট করতে আমাদের পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা এবং উদ্ভাবনী চিন্তাশক্তিকে কাজে লাগাতে হবে।

জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশ ডিজিটাল জরিপ

তারিখ : ৩১-০৩-২০২৩ (শুক্রবার)   সময় : ১০:০০-১২:০০

ভেন্যু : বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তন, ৬৩, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা।

বিষয় : বাংলাদেশ ডিজিটাল জরিপ

প্রধান অতিথি : জনাব এম. এ. মান্নান এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

বিশেষ অতিথি :

১। **ড. ফারহিনা আহমেদ, সচিব,** পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

২। **জনাব কাজী ওয়াছি উদ্দিন,** সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।

৩। **জনাব নাজমুল আহসান,** সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

৪। **জনাব মোঃ আব্দুল বারিক,** মহাপরিচালক (গ্রেড-১), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর।

৫। **জনাব দিলোয়ার বখত,** সাবেক সিনিয়র সচিব, দুর্নীতি দমন কমিশন ও কনসালটেন্ট, জাতীয় ভূমি জোনিং প্রকল্প, ভূমি মন্ত্রণালয়।

মডারেটর : জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, পিএএ, সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।

অংশগ্রহণকারী :

১) বিভাগীয় কমিশনার-সকল

২) অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব)-সকল

৩) জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার (ZSO)-সকল

৪) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)-সকল

৫) চার্জ অফিসার-সকল

৬) সহকারী কমিশনার (ভূমি)-সকল

৭) সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার-সকল

বাংলাদেশ ডিজিটাল জরিপ

মোঃ আব্দুল বারিক

মহাপরিচালক (গ্রেড-১), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

ভূমিকা

ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর Allocation of Business অনুযায়ী সমগ্র বাংলাদেশের প্লট টু প্লট ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে করে। বৃটিশ আমলে পূর্ণাঙ্গ সিএস জরিপ সম্পন্ন হয়। এসএ জরিপ পাকিস্তান আমলে সম্পন্ন হয়। এ জরিপ মাঠ পর্যায়ে করা হয়নি। এসএ জরিপে সিএস জরিপের ম্যাপ Adopted করা হয় এবং খতিয়ান হাতে লিখে প্রস্তুত করা হয়। আরএস জরিপ ১৯৬৫ সাল হতে শুরু হয়ে অদ্যাবধি চলমান আছে। এ যাবৎ সমগ্র বাংলাদেশের ৫৯৪৮১টি মৌজার মধ্যে ৫৪৩০০টি মৌজা আরএস জরিপ সম্পন্ন করে হস্তান্তর করা হয়েছে। ৪৩২৫টি মৌজা হস্তান্তরের অপেক্ষায় আছে। পার্বত্য ৩টি জেলায় কোন ভূমি জরিপ হয়নি। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ঘোষিত 'রূপকল্প-২০২১' অনুসরণে তথ্য প্রযুক্তির প্রসার ঘটিয়ে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাইজ করার মাধ্যমে ত্রুটিমুক্ত, জনবান্ধব, টেকসই এবং জনকল্যাণমুখী আধুনিক ভূমি জরিপ ও প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ডিজিটাল সার্ভে (বিডিএস) শুরু করা হয়। বিডিএস সম্পন্ন হলে খতিয়ান ও মৌজা ম্যাপে ইন্টিগ্রেশন হবে। জনগণের জরিপ সংক্রান্ত সকল সেবা ঘরে বসে পাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে।

মোঃ আব্দুল বারিক, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন।

ভূমি জরিপের সাথে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা

(১) সার্ভে আইন ১৮৭৫

(২) প্রজাস্বত্ব আইন ১৮৮৫

(৩) সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট ম্যানুয়াল ১৯৩৫

(৪) টেকনিক্যাল রুলস এন্ড সেটেলমেন্ট ইনস্ট্রাকশন ১৯৫৭

(৫) রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০

(৬) প্রজাস্বত্ব বিধিমালা-১৯৫৫

(৭) সাধারণ নির্দেশিকা-২০০১

(৮) ডিজিটাল নির্দেশিকা-২০১৩

জরিপের স্তরসমূহ (প্রজাস্বত্ব বিধিমালা ১৯৫৫/২৭ বিধিঃ

(১) ট্রাভার্স / জিসিপি পিলার স্থাপন / CORS (Continuously Operating Reference Stations) স্থাপন;

(২) কিস্তোয়ার;

(৩) সীমানা মিলকরণ;

(৪) খানাপুরি;

(৫) বুঝারত;

(৬) তসদিক;

(৭) ডিপি (খসড়া প্রকাশনা)

(৮) আপত্তি

(৯) আপিল

(১০) চূড়ান্ত প্রকাশনা, গেজেট নোটিফিকেশন ও হস্তান্তর।

বাংলাদেশ ডিজিটাল সার্ভে (বিডিএস)

মৌজায় জিসিপি পিলার স্থাপন করে স্থানাংক মান দেয়া হয়। অতঃপর সার্ভে গ্রেড ড্রোন দ্বারা মৌজার প্লট টু প্লট কো-অর্ডিনেট নেয়া হয়। বসতি ও বন এলাকায় প্রয়োজনে ইলেকট্রনিক টোটাল স্টেশন দ্বারা কো-অর্ডিনেট ডাটা সংগ্রহ করা হয়। প্রাপ্ত ডাটা সফটওয়্যারে প্রসেস করত: মৌজা ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়। পূর্বের জিওরেফারেন্সকৃত মৌজা ম্যাপের সাথে সুপার ইম্পোজ করে মৌজা মিলকরণ করা হয়। নতুন ইমেজের ভিত্তিতে ভূমির ডিজিটাল নকশা প্রণয়ন করে পূর্বের সর্বশেষ রেকর্ডের ভিত্তিতে খানাপুরি, বুজারত, আপত্তি, আপিল ও যাঁচ শেষে চূড়ান্ত রেকর্ড প্রস্তুত পূর্বক খতিয়ান ও ম্যাপের ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে প্লটভিত্তিক জমির মালিকানা সনদ প্রস্তুত করাই হলো বাংলাদেশ ডিজিটাল সার্ভে।

বিডিএসের বৈশিষ্ট্যসমূহ

(১) জিআইএস ভিত্তিক এবং ওয়েববেজ মৌজা ম্যাপ;

(২) প্লটভিত্তিক মালিকানার সনদ;

(৩) প্রতিটি প্লটের আয়তন, জমির পরিমাণ সন্নিবেশিত হয়;

(৪) ডাটাবেজে মৌজা ম্যাপ এবং খতিয়ানের সকল তথ্য সংরক্ষণ করা হয়;

(৫) জরিপকালীন ও জরিপ পরবর্তী মৌজা ম্যাপ এবং খতিয়ান সংশোধনের সুযোগ সৃষ্টি হয়;

(৬) এরিয়াল ইমেজ থাকায় জমির শ্রেণি ও অবস্থা চিহ্নিত করা সহজ হয়;

(৭) পূর্বের মৌজা ম্যাপ ও খতিয়ানের সাথে সংযোগ সৃষ্টি হয়;

(৮) ডিজিটাল প্লাটফর্মে জরিপের তসদিক, আপত্তি ও আপিল স্তরে অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি করার সুযোগ থাকে।

বিডিএসের প্রয়োজনীয়তা

(১) প্লট টু প্লট জরিপ সম্পন্ন হলে সরকারি এবং বেসরকারি মালিকানার তথ্যটি সহজেই জানা যাবে। এর মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনার আমূল পরিবর্তন হবে। আদালতের মামলা হ্রাস পাবে, সরকারি রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে এবং আইনশৃঙ্খলার ব্যাপক উন্নতি হবে।

(২) জমির মালিকানা তথ্য পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত হতে জানা যাবে এবং জনগণ প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহণ করতে পারবে।

(৩) সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের Big Volume of Geospatial Data প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

(৪) Land Classification, Disaster Response, Urbanization and Communication এর সকল Data Base একই প্লাটফরমে সংরক্ষিত থাকবে।

ডিজিটাল পদ্ধতিতে মৌজা নকশা প্রস্তুতিতে করণীয়

(১) প্রকল্প এলাকায় ৪/৫ কিলোমিটার দূরত্বে Ground Control Point স্থাপনের নিমিত্ত স্থান নির্বাচন করা;

(২) নির্ধারিত স্থানে অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী PCSM নির্মাণ/স্থাপন করা;

(৩) GNSS-এর সাহায্যে নিকটতম SoB এর PSM স্থানাঙ্ক মানের ভিত্তিতে PCSM পিলারের মান নির্ণয়।

(৪) নতুন স্থাপিত পয়েন্টের ভিত্তিতে Survey Grade Drone/ UAV ব্যবহার করে মৌজার ইমেজ (অর্থোফটো) গ্রহণ করা;

(৫) অর্থোফটো ম্যাপ প্রসেস করা;

(৬) বাড়িঘরসহ গাছপালা দ্বারা আচ্ছাদিত অংশ মালিকানার সীমানা অনুসরণ করে স্থায়ী পিলারের মানের ভিত্তিতে ইলেকট্রনিক টোটাল স্টেশন ব্যবহার করে প্রতিটি প্লটের ডাটা সংগ্রহ করা ও প্রসেসিং করে প্লটের আকার দেওয়া ;

(৭) ড্রোন ইমেজের ডাটা এবং টোটাল স্টেশনের ডাটা একত্রিত করে একক নকশায় পরিণত করা;

(৮) সাবেক নকশাকে ডিজিটাইজ করে নতুন পয়েন্টের ভিত্তিতে Geo-referencing করা;

(৯) নতুন ডিজিটাল নকশা ও পুরাতন Geo-referencing কৃত নকশা Super Impose করে মৌজা মিলকরণ;

প্রকৃতপক্ষে সমগ্র বাংলাদেশে দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিডিএস সম্পন্ন করার জন্য Airborne Survey Aircraft, UAV with LiDAR, RTK with LiDAR, Scanner with LiDAR, ETS and Data Process Software প্রয়োজন। এসব আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য নিয়োজিত জনবলকে দক্ষ করে গড়ে তোলা আবশ্যক। এজন্য Technical Assistance (TA) প্রকল্পসহ পর্যায়ক্রমে সমগ্র বাংলাদেশে বিডিএস সম্পন্নের জন্য প্রকল্প গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

ডিজিটাল জরিপের বর্তমান অবস্থা

ডিজিটাল জরিপের কর্মসূচি ২০১৩ সাল হতে গ্রহণ করা হলেও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে ডিজিটাল জরিপ করা সম্ভব হয়নি। এ যাবৎ ৭৩১টি মৌজার ডিজিটাল জরিপের জন্য কর্মসূচিভুক্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৪১৯টি মৌজার ডিজিটাল জরিপ সম্পন্ন করতঃ জেলা প্রশাসক বরাবর হস্তান্তর করা হয়েছে। ডিজিটাল জরিপ করা হলেও রেকর্ড ও মৌজা ম্যাপ ডিজিটাল প্লাটফরমে ওয়েববেজ ইন্ট্রিগ্রেশন করা সম্ভব হয়নি। অধিদপ্তরের অধীন ২টি প্রকল্প চলমান আছে।

(১) Establishment of Digital Land Management System (EDLMS) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, ধামরাই ও কুষ্টিয়া সদর উপজেলা এবং মানিকগঞ্জ পৌরসভায় ডিজিটাল ল্যান্ড সার্ভে করা হবে। এ প্রকল্পটি সম্পন্ন হলে ম্যাপ ও রেকর্ড এর ইন্ট্রিগ্রেশন হবে। এ প্রকল্পে ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়ার প্রস্তুত করা হবে। সকল ডাটা ক্লাউড বেজ সার্ভারে সংরক্ষণ করা হবে। যার মাধ্যমে ওয়েববেজ সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। ভূমি জরিপ থেকে শুরু করে রেজিস্ট্রেশন ও মিউটেশন অনলাইনে সম্পন্ন হবে। এ প্রকল্পটির মোট ব্যয় ৩৮৩.৫০ কোটি টাকা। এ যাবৎ এ প্রকল্পে মোট ১৫.৮৭ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। এ প্রকল্পটিতে এক্সিম ব্যাংক কোরিয়া কর্তৃক ৩০৫.০০ কোটি টাকা ঋণ দেয়া হয়েছে। বাকি ৭৮.০৯ কোটি টাকা জিওবি থেকে ব্যয় করা হবে। ঋণের শর্ত অনুযায়ী কোরিয়ান কোম্পানি প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। কোরিয়ান কোম্পানি নিয়োগের কাজটি প্রায় শেষ পর্যায়ে আছে। ২০২৫ সালের মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন সম্পন্ন হবে।

(২) ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ডিজিটাল জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পঃ এ প্রকল্পটি ১২১২.৫৫ কোটি টাকায় ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলায় ডিজিটাল জরিপকরণ এবং পার্বত্য ৩টি জেলা ব্যতীত সকল জেলায় জিসিপি (প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি) পিলার স্থাপনের সংস্থান ছিল। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় মহোদয়ের সদয় নির্দেশনা অনুযায়ী সকল জেলায় জিসিপি (প্রাইমারী ও সেকেন্ডারি) পিলার স্থাপনের পরিকল্পনাটি বাতিল করতঃ প্রথম পর্যায়ে পটুয়াখালী, বরগুনা, সিরাজগঞ্জ ও পাবনা জেলা এবং গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া ও কোটালিপাড়া উপজেলার ডিজিটাল জরিপ করার জন্য প্রকল্পটি সংশোধন করার প্রক্রিয়া চলমান আছে। এ প্রকল্পে ইতোমধ্যে ২.৪৩ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০২৫। প্রকল্পের সংশোধিত প্রস্তাব অনুযায়ী অনুমোদন পাওয়া গেলে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দ্বারা ক্যাডাস্ট্রাল মৌজা ম্যাপ প্রস্তুত করা হবে। বাংলাদেশে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দ্বারা মৌজা ম্যাপ প্রস্তুতের ধারণাটি এবং এরূপ অভিজ্ঞতা একদমই নতুন। এ জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় হতে একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। পাইলট প্রকল্পের আওতায় গৃহায়ন লিমিটেড বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দ্বারা পটুয়াখালী সদর উপজেলার ইটবাড়িয়া মৌজার ক্যাডাস্ট্রাল মৌজা ম্যাপ আধুনিক প্রযুক্তি (Survey Drone UAV) ব্যবহার করে প্রস্তুত করা হয়। ম্যাপ প্রস্তুত শেষে জরিপের পরবর্তী স্তরের কাজ চলমান আছে। জনগণ ঘরে বসে ভূমি মন্ত্রণালয়ের www.land.gov.bd পোর্টালে মৌজা ম্যাপটি দেখতে পাবে এবং On Line এ অভিযোগ দাখিল করতে পারবে। মৌজায় ক্যাম্প স্থাপন করে বুঝারত ও তসদিকের কাজ মৌজায় বসে সম্পন্ন করতঃ ভূমি মালিকদের খতিয়ান বুঝে দেয়া হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশব্যাপী ডিজিটাল জরিপ সম্পন্নের নিমিত্ত ৪টি জেলার জন্য সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তুত করা হচ্ছে। সংশোধিত প্রস্তাবে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দ্বারা মৌজা ম্যাপ প্রস্তুত করা হবে।

উক্ত ২টি প্রকল্প ছাড়াও ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মৌজা ও পট ভিত্তিক ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্প চলমান আছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে জমির শ্রেণীবিন্যাস সম্পন্ন হবে। প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং ভূমি ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন হবে।

ইটবাড়িয়া মৌজার অভিজ্ঞতা

বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গৃহায়ন লিঃ দ্বারা ইটবাড়িয়া মৌজার ক্যাডাস্ট্রাল মৌজা ম্যাপটি পরীক্ষামূলকভাবে প্রস্তুত করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির এ কাজে কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না তবে অন্য জরিপ কাজে অভিজ্ঞতা আছে। প্রতিষ্ঠানটি জরিপ কাজে ডাটা সংগ্রহে UAV with LiDAR, RTK এবং ETS মেশিন ব্যবহার করে এবং ডাটা প্রোসেসিং pix4D software ব্যবহার করে। ক্যাডাস্ট্রাল জরিপের জন্য দেশীয় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সাথে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োগ করা হলে অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। মৌজা ম্যাপের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজটি প্রতিযোগিতার আবহ থাকবে।

বাংলাদেশ ও ভারতের ভূমি জরিপের তুলনামূলক অবস্থা

ভারত আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র। ভারতের সাথে আমাদের প্রায় ৪ (চার) হাজার কিলোমিটার সীমান্ত বাউন্ডারি আছে। ভারতের সাথে অধিদপ্তরের মূল চ্যালেঞ্জ সীমান্ত বাউন্ডারি সংক্রান্ত বিষয়াদি মীমাংসা করা। বিগত ৩টি Joint Boundary Conference এ ভারতের সীমান্ত বাউন্ডারি সংক্রান্ত এজেন্ডা (a) Updation of Strip Maps using High Resolution Satellite Imageries (HRSI) (b) Global Navigation Satellite Systems (GNSS) observation of BPs (c) Airborne Aircraft Survey with LiDAR-এর প্রস্তাব অধিদপ্তরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জনবল না থাকায় Waited করা হয়েছে। অথচ বাস্তবে ভারতের প্রস্তাবে অনুকূল সাড়া দেয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। জিআইএসের মত এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সেকশন অধিদপ্তরে নেই, যা অধিদপ্তরের ডিজিটাল সেবা প্রদানের মূল চালিকাশক্তি। আমাদের পার্শ্ববর্তী ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা রাজ্যের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় তারা ইতোমধ্যে Digital Land Management সম্পন্ন করতঃ ম্যাপ ও খতিয়ান Digital Platform এ Integration সম্পন্ন করেছে। আমরা এ ক্ষেত্রে ডিজিটাল ল্যান্ড সার্ভের প্রাথমিক পর্যায়ে অবস্থান করছি। দ্রুত এ বিষয়ে বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত ও প্রয়োজনীয় জনবল এবং আর্থিক সংস্থান থাকা আবশ্যক।

ডিজিটাল জরিপে দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের বর্তমান অবস্থান

কোরিয়া ও জাপান আমাদের ডেভেলপমেন্ট পার্টনার। জাপানের ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অনেক আগেই 2D সম্পন্ন করেছে। তারা National Spatial Data Infrastructure-২০০৭ সালে আইন করেছে। Japan Geospatial Information প্রতিষ্ঠানটি Geospatial Information-এর প্রধান প্রতিষ্ঠান। সরকারি, বেসরকারি ও স্থানীয় সকল প্রতিষ্ঠানের জরিপ সংক্রান্ত সকল ডাটা আইনগতভাবে Japan GSI-এ প্রেরণ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তাদের নিজস্ব Satellite QZSS এবং Prcessing Software QGIS রয়েছে। বর্তমানে জরিপের সকল পর্যায়ে 3D ম্যাপ প্রস্তুত করা হচ্ছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সাথে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দ্বারা বিভিন্ন জরিপ কাজ করানো হয়। সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন ধরনের জরিপ করে থাকে। জরিপের জন্য জাপানে মোট ১৩০০টি Continuously Operating Reference Systems (CORS), Tri-junction Station স্থাপন করা হয়েছে। জরিপের সঠিকতা ও গ্রহণযোগ্যতা তদারকির জন্য জাতীয় পর্যায়ে Committee for the Advancement of Utilization Geospatial Information (AUGI) রয়েছে। AUGI সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগের মধ্যে জরিপের বিষয়টি সমন্বয় করে থাকে। EDLMS প্রকল্পে Exim Bank Korea ঋণ প্রদান করেছে। দক্ষিণ কোরিয়া সর্বশেষ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে Land Survey করে থাকে। দক্ষিণ কোরিয়ার সরকার কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন EDLMS প্রকল্প ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

ভূমি জরিপে বিলম্ব, আপত্তি ও আপিল দায়েরের কারণ

(১) ত্রুটিপূর্ণ উত্তরাধিকার সনদ।

(২) রেজিস্টার্ড আপস বণ্টননামা না থাকা।

(৩) পিতা/মাতা রেজিস্টার্ড দলিল বিক্রি করার পরও পূর্ববর্তী রেকর্ড পিতা মাতার নামে থাকার কারণে উত্তরাধিকারগণ জমি দাবি করে আপত্তি দাখিল করেন।

(৪) দেওয়ানি আদালতে স্বত্বের মামলার ক্ষেত্রে সঠিক ওয়ারিশকে পক্ষভুক্ত না করে রায় ও ডিক্রি হাসিল করায় বঞ্চিত ওয়ারিশগণ কর্তৃক আপত্তি দাখিল।

(৫) জরিপের সময় পূর্ববর্তী জরিপের কপি সহকারী কমিশনার (ভূমি) অথবা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রেকর্ড রুম থেকে নিয়ে জরিপ করার প্রচলন থাকলেও পূর্ববর্তী জরিপের রেকর্ডের কপি ছেঁড়া/ পাঠ অযোগ্য থাকা এবং নামজারি সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য না থাকার কারণে শুদ্ধ রেকর্ড প্রণয়নে সমস্যা হয়। ফলে আপত্তি মামলা সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

(৬) মাঠ জরিপ চলাকালীন সরকারি সংস্থার সপক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র উপস্থাপন না করা এবং জমির সীমানা চিহ্নিত না থাকা;

(৭) খাস, অর্পিত, পরিত্যক্ত সম্পত্তিসহ বিভিন্ন সংস্থার জমির আংশিক অথবা দাগ ভিত্তিক পরিমাণ উল্লেখ না থাকা;

(৮) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন রাজউক, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লিজ দলিলে সর্বশেষ জরিপের তথ্য উল্লেখ না থাকা।

(৯) ভূমির মালিকের দলিল অনুযায়ী জমির সীমানা চিহ্নিত না থাকা।

(১০) মালিকানার অতিরিক্ত জমি বিক্রয় অথবা একই জমি একাধিকবার বিক্রি করা।

(১১) বিভিন্ন বেসরকারি হাউজিং কোম্পানির কাগজের সাথে দখলের মিল না থাকা।

(১২) সিকস্তি ও পয়স্তি জমির ক্ষেত্রে এডি লাইন চিহ্নিত না থাকা।

মামলা দাখিলের কারণসমূহের শতকরা হার (%)

ব্যক্তি মালিকানার জমির ক্ষেত্রে :

(১) উত্তরাধিকার সূত্রে আপস বণ্টন না থাকা, ওয়ারিশদের ফাঁকি দেয়া, ওয়ারিশ হিসেবে মালিকানার বেশি বিক্রয় করায় প্রায় ২০%;

(২) দলিলের তুলনায় বাস্তবে কম থাকা প্রায় ১৫%)।

(৩) নামজারি না থাকা, দখল না থাকা, জমি চিহ্নিত না থাকা, শ্রেণি পরিবর্তনজনিত প্রায় ১৫%;

(৪) অনুপস্থিতিজনিত প্রায় ১০%;

(৫) পূর্ববর্তী জরিপের নকশার সাথে বর্তমান জরিপের তুলনামূলক নকশা (পেন্টাগ্রাফ) সঠিক না হওয়ায় সাবেক দাগভিত্তিক আপত্তি দাখিল প্রায় ১৫%;

(৬) সরকারি দপ্তর, সংস্থা ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত- ১০%;

(৭) মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে অদক্ষতার কারণে ভুল দাগ/ খতিয়ানে মামলা দায়ের প্রায় ৩%;

(৮) জমি প্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকলেও বিভিন্ন ব্যক্তির প্ররোচনায় মামলা দায়ের প্রায় ২%;

(৯) অন্যান্য কারণ- ১০%

চ্যালেঞ্জসমূহ

(১) জনবলের স্বল্পতা, বিশেষ করে জরিপ বিষয়ে আধুনিক জ্ঞানসম্পন্ন জনবলের অভাব;

(২) আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন যন্ত্রপাতির স্বল্পতা;

(৩) প্রয়োজনীয় ডিজিটাল ল্যাব এবং Geographic Information System (GIS) সেকশনের অবকাঠামো ও জনবল নেই;

(৪) আধুনিক জরিপের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ CORS নেই;

(৫) মাঠ পর্যায়ে স্থায়ী অবকাঠামো ও আনুষঙ্গিক সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থান না থাকা;

(৬) মাঠ জরিপ চলাকালীন সরকারি সংস্থার জমির সঠিক তথ্য না পাওয়া;

(৭) জরিপ কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দেশীয় প্রতিষ্ঠান এর স্বল্পতা। তাছাড়া যে সকল বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এ কাজে নিয়োজিত হতে পারে তাদের কারিগরি, আর্থিক ও দক্ষ জনবলের অভাব;

(৮) সরকারি এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জরিপ সংক্রান্ত আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন কারিকুলাম চালু না হওয়া;

(৯) জাতীয় পর্যায়ে জরিপের প্রয়োজনীয়তা ও উন্নয়ন বিষয়ে R&D প্রতিষ্ঠান না থাকা।

সমাধানের সম্ভাব্য উপায়

(১) অধিদপ্তরের নিয়োগবিধি সম্পন্ন করা এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার উপযোগী জনবল কাঠামো গঠন করা;

(২) আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং এ বিষয়ে জনবলকে প্রশিক্ষিত করা।

(৩) ডিজিটাল ল্যাব ও জিআইএস সেকশনের অবকাঠামো তৈরি করা।

(৪) মাঠ পর্যায়ে অবকাঠামো ও যানবাহন সুবিধা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করার ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৫) Zero Precision স্থানাঙ্ক মান নিশ্চিত করার জন্য CORS এবং ট্রাইজান্‌কশন পিলার স্থাপন;

(৬) বিডিএস-এর জন্য পর্যায়ক্রমে প্রকল্প গ্রহণ।

(৭) সময়ের চাহিদা অনুযায়ী জরিপ সংক্রান্ত আইন ও নীতিমালা পরিবর্তন ও প্রণয়ন।

(৮) জরিপ কাজে দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৯) সরকারি এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জরিপ সংক্রান্ত আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন কারিকুলাম চালু।

(১০) জরিপ সংক্রান্ত সকল সংস্থায় R&D সেল গঠন।

(১১) জাতীয় পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি গঠন।

ডক্টর ফারহিনা আহমেদ, সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

বক্তব্য :

১। যে কোন প্রকাশনা লেমেনেটিং করা হতে বিরত থাকা। কারণ এগুলো নষ্ট হয় না। ফলে সাস্টেইনেবল টেকসই পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর।

২। সংবিধানের ১৮ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বন ভুমির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করে থাকে। অ্যালোকেশন অব বিজনেস অনুযায়ী এ কাজটি এ মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত। বন কেটে ফেলায় ইকোসিস্টেম নষ্ট হচ্ছে। ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট বলতে ওয়েটল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট বোঝায়। ওয়েট ল্যান্ডে শুধু পানি থাকে না। জীববৈচিত্র্য থাকে। বর্তমানে ডলফিন, শুশুকের মতো জীব হারিয়ে যাচ্ছে। যা মানবজাতির জন্য বিরাট হুমকি। এ বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। ফলে অনেক মন্ত্রণালয়ের সাথে ক্রস-কাটিং হয় এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম। মূলত এটি এ মন্ত্রণালয়ের সাংবিধানিক ম্যান্ডেট। প্রত্যেকের কাছে প্রত্যেকের জবাবদিহিতা থাকা দরকার।

ডক্টর ফরিহনা আহমেদ, সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বক্তব্য রাখছেন।

৩। আতিয়া ফরেস্ট ও গাজীপুরের শালবনের ভূমি ব্যবস্থাপনা করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের সাথে প্রচুর লিটিগেশন তৈরি হয়েছে। সুন্দর ভূমি ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের মাধ্যমে এগুলো কমিয়ে আনা প্রয়োজন।

৪। সাস্টেইনেবিলিটি অর্জনের জন্য, স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য জ্ঞানভিত্তিক সমাজ (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন) প্রয়োজন। আধুনিক ভূমি ব্যবস্থাপনা, ওয়েটল্যান্ড ব্যবস্থাপনা এর তথ্য পলিসি মেকারদের কাছে থাকা দরকার, যাতে তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

৫। বালু উত্তোলন করতে গিয়ে যতটুকু বালু উত্তোলনের জন্য বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে, ইজারাদাররা তার চেয়ে বেশি বালি উত্তোলন করছে। জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করছে, ইটভাটা বানাচ্ছে, ফলে ল্যান্ড ডিগ্রেডেশন হচ্ছে, ডেজারটিফিকেশন হচ্ছে, ডেজারটিফিকেশনের কারণে সি-লেভেল রাইজ বাংলা হচ্ছে, সমুদ্রপৃষ্ঠ বেড়ে যাওয়ায় টপ সয়েল ধ্বংস হচ্ছে। এটি খাদ্য উৎপাদনের প্যাটার্নের উপর প্রভাব ফেলছে। তথাকথিত ম্যাকানাইজড ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট না করে জীববৈচিত্র্য, টপ সয়েল, প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করে সাস্টেইনেবল বা টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা করা দরকার।

৬। টেকসই ব্যবস্থাপনার তিনটি প্যারামিটার আছে। যথা ক) ইন্ট্রাজেনারেশনাল ইক্যুইটি খ) ইন্টারজেনারেশনাল ইক্যুইটি গ) ট্রান্সবাউন্ডারি ইক্যুইটি। এসব ইক্যুয়িটির ন্যায্যতার কনসেপ্ট নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৭। এছাড়াও অন্য আরেকটি ডাইমেনশন আছে। সেটি হলো পলিটিক্যাল ইকোলজি। সোস্যাল, ইকোনমিক্যাল ও পলিটিক্যাল সম্পর্ক ধরে রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট করা। এগুলোকে একত্রে নালিফাই ও নিউট্রাল করে চ্যালেঞ্জ বা থ্রেট বের করা। ল্যান্ড এনক্রোচমেন্ট কমানোর জন্য এটা প্রয়োজন।

৮। কোস্টাল এরিয়ার কথা বলতে গেলে, আমাদের বনভূমি আছে ১৭%। রিজার্ভ ফরেস্ট ১০%। টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য দরকার কতটুকু। গ্রিন হাউস গ্যাস ইমিশন আমাদের কতটুকু? ০.৪৭%। অর্থাৎ লেস দ্যান হাফ পার্সেন্ট। গ্রিন হাউস গ্যাস ইমিশন স্ট্যাটিক রাখার জন্য আমাদের কাজ করতে হবে। আমরা যাতে গোবাল ওয়ার্মিং-এর ভিক্টিম না হই, সেভাবেই ভূমি ব্যবস্থাপনা করতে হবে। বর্তমানে গ্রিন বেডের কথা বলা হয়। আমরা গ্রিন বেডের কথা ভাবতে পারি।

৯। ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উপকূলে সবুজ বেষ্টনীর কথা বলেছিলেন। উপকূলে সবুজ বেষ্টনী গড়ে তুললে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে রক্ষা পাওয়া যাবে। সুন্দরবনকে রক্ষা করতে হবে। ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট বেশি করে তৈরি করা যায়।

১০। ১৩টি স্থানকে ইকোলজিক্যালি ক্রিটিক্যাল ঘোষণা করা হয়েছে। ওখানে জীববৈচিত্র্য, বাস্তুতন্ত্র থ্রেটেন্ড। সেন্টমার্টিন, সোনাদিয়া, কক্সবাজার, হাকালুকি হাওর, টাঙ্গুয়ার হাওর, বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ। এসবের ক্ষেত্রে আমাদের স্পেশাল এম্পফাসাইজ করতে হবে। ডিজিটালি ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট করতে হবে।

১১। জমির শ্রেণি, উর্বরতা, ধরণ, প্যাটার্ন বদলে যাচ্ছে। লবণাক্ততা বাড়ছে। এগুলো ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে।

১২। ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট, গ্রিন ফরেস্ট বেশি করে তৈরি করতে হবে। তাহলে অক্সিজেন তৈরি হবে। অক্সিজেন প্রিজার্ভ করে বিক্রি করলে রেভেনিউ আর্ন করা যাবে।

জনাব এমএ মান্নান, মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

১। ডিসিআর, সিকস্তি, পয়স্তিসহ দুর্বোধ্য টার্মগুলোর সহজ নাম দেয়া। এই টার্মগুলোকে মাটিতে নামিয়ে আনতে হবে। যাতে মাটির মানুষ বুঝতে পারে।

২। গুগল স্যাটেলাইটের মাধ্যমে শতকোটি এড্রেস দিচ্ছে। কুঁড়েঘরের এড্রেসও পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের ভূমি ব্যবস্থাপনা বা ভূমিস্বত্ব আশা করি ও রকম হবে।

৩। সুইজারল্যান্ড হাইলি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কান্ট্রি। কিন্তু কোন ফ্যাক্টরি হাইওয়ের সাথে দেখা যায় না। লোকালয় হতে অনেক দূরে জোনিং করে ফ্যাক্টরি করেছে। আমাদের দেশে যেহেতু জোনিং এর আইডিয়া এসেছে, আশা করা যায় আমরাও তা করতে পারবো।

জনাব কাজী ওয়াছি উদ্দীন, সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

১। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ দেশের বিভিন্ন স্থানে ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট করে, প্লট নির্মাণ করে মানুষের কাছে হস্তান্তর করছে। এছাড়াও রাজউক, সিডিএ, আরডিএ, কেডিএ, কক্সডিএ এসব কর্তৃপক্ষ একই ধরনের কাজ করছে। কিন্তু রাজউক যেখানে প্রকল্প নিয়েছে কিছু কিছু পটে তখন খতিয়ান নম্বর, দাগ নম্বর নিয়ে সমস্যা হয়। কিছু কিছু প্লট দুই খতিয়ান, দুই মৌজা, একাধিক দাগে হয়। তখন ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধে সমস্যা হয়। জটিলতার উদ্ভব হয়। সেক্ষেত্রে ওই প্রকল্পের অধিগ্রহণকৃত জমির যতগুলো দাগ আছে সবগুলো দাগ একটি দাগে রূপান্তর করা যায়। অথবা বাস্তবভিত্তিক অন্য কোন সমাধান করা যায়।

কাজী ওয়াছি উদ্দিন, সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বক্তব্য রাখছেন।

২। সহকারী কমিশনার (ভূমি)বৃন্দ নামজারির ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত সম্পত্তির তালিকা যাচাই করে নামজারি করা প্রয়োজন ছিল। অনেক ক্ষেত্রে তা হয়নি। ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় একত্রে বসে সমাধান করতে পারে।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রশ্ন ১। বনবিভাগের জমির রেকর্ড ব্যক্তি মালিকানায় হয়েছে। একদিকে বনবিভাগের নামে বন হিসেবে পূর্বের গেজেট আছে। অন্যদিকে সর্বশেষ রেকর্ড ব্যক্তির নামে। সহকারী কমিশনার (ভূমি) এক্ষেত্রে ভূমি উন্নয়ন কর নিতে পারে কি না। এক্ষেত্রে সহকারী কমিশনার ভূমির করণীয় কী?

উত্তর : বনবিভাগের কর্মকর্তাকে রেকর্ড সংশোধনের মামলা করার পরামর্শ দেয়া যায়। রেকর্ড সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত মামলা চলাকালীন ভূমি উন্নয়ন কর নেয়া বন্ধ রাখা যায়।

প্রশ্ন ২। জরিপকালীন সময় আপত্তি ও আপিল স্তরের শুনানি সম্পূর্ণ ভূমি রেকর্ড ও জরিপ বিভাগ করে থাকে। এ কারণে জনগণ উদ্ভূত সমস্যার দ্রুত সমাধান পায় না। সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) যেহেতু মাঠ পর্যায়ে জনগণের কাছাকাছি থেকে কাজ করেন, এ দু'টি স্তরে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা যায় কি না?

উত্তর : ভূমি মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য দ্রুত আপত্তি ও আপিল স্তরের সকল মামলা নিষ্পত্তি করা। বিষয়টি নিয়ে কাজ হচ্ছে।

প্রশ্ন ৩। খাসজমির সাথে ব্যক্তির জমির সীমানা বিরোধ, ডিমার্কেশন করাসহ মাঠে কাজের ভলিউম ও চ্যালেঞ্জ বেড়েছে। সহকারী কমিশনার ভূমি এর কার্যালয়ে ৪ জন করে আনসার মোতায়েন করার অনুরোধ।

উত্তর : এ প্রশ্নের জবাব এ মুহূর্তে দেওয়া সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ৪। অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৫-এর ৩ (ঙ) অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে সরকার সালামি মূল্যে জমি বন্দোবস্ত দিতে পারে। এ ধরনের আবেদন পেলে সহকারী কমিশনার ভূমি এর করণীয় কী?

উত্তর : এ ধরনের আবেদনের বিষয় ডাউন-টপ নিষ্পত্তি না হয়ে টপ-ডাউন নিষ্পত্তি হবে। কারণ এটি সরকার প্রধানের ক্ষমতা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন সাপেক্ষে মাননীয় মন্ত্রী বা ভূমি মন্ত্রণালয় হয়ে সহকারী কমিশনার ভূমি এর নিকট যে নির্দেশনা যাবে, তিনি তা বাস্তবায়ন করবেন।

অধ্যায় -৬ : আলোচকচিত্র

জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩ ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের ০৭টি উদ্যোগের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩ ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের ৭টি উদ্যোগের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। (২৯ মার্চ ২০২৩)

রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩ ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের ৭টি উদ্যোগের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী শুভেচ্ছা স্মারক উপহার দিচ্ছেন। (২৯ মার্চ ২০২৩)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩ ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের ৭টি উদ্যোগের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। (২৯ মার্চ ২০২৩)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে একযোগে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ৭টি উদ্যোগ উদ্বোধন করেন। (২৯ মার্চ ২০২৩)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩ ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের ৭টি উদ্যোগের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। (২৯ মার্চ ২০২৩)

জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩ ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের ৭টি উদ্যোগের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র প্রাঙ্গণ। (২৯ মার্চ ২০২৩)

জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩-এ স্মার্ট ভূমি ব্যবস্থাপনায় মাঠ প্রশাসন সম্পর্কিত প্রথম প্যানেল ডিসকাশন

জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩-এ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত স্মার্ট ভূমি ব্যবস্থাপনায় মাঠ প্রশাসন শীর্ষক সেমিনার/প্যানেল ডিসকাশনে মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এম.পি. প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। (২৯ মার্চ ২০২৩)

জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩-এ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত 'স্মার্ট ভূমি ব্যবস্থাপনায় মাঠ প্রশাসন' শীর্ষক সেমিনার/প্যানেল ডিসকাশনে আলোচক ও অংশগ্রহণকারীগণ। (২৯ মার্চ ২০২৩)

জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩-এ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত 'স্মার্ট ভূমি ব্যবস্থাপনায় মাঠ প্রশাসন' শীর্ষক সেমিনার/প্যানেল ডিসকাশনে সঞ্চালনা করছেন প্রাক্তন ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, পিএএ (বর্তমান সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ)। (২৯ মার্চ ২০২৩)

জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩-এ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত 'স্মার্ট ভূমি ব্যবস্থাপনায় মাঠ প্রশাসন' শীর্ষক সেমিনার/প্যানেল ডিসকাশনে অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে বর্তমান ভূমি সচিব মোঃ খলিলুর রহমান (তৎকালীন বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা)। (২৯ মার্চ ২০২৩)

জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩-এ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত 'স্মার্ট ভূমি ব্যবস্থাপনায় মাঠ প্রশাসন' শীর্ষক সেমিনার/প্যানেল ডিসকাশনে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোস্তফা কামাল প্যানেল আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। (২৯ মার্চ ২০২৩)

জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩-এ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত 'স্মার্ট ভূমি ব্যবস্থাপনায় মাঠ প্রশাসন' শীর্ষক সেমিনার/প্যানেল ডিসকাশনে ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক প্যানেল আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। (২৯ মার্চ ২০২৩) ।

জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩-এ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত ‘স্মার্ট ভূমি ব্যবস্থাপনায় মাঠ প্রশাসন’ শীর্ষক সেমিনার/প্যানেল ডিসকাশনে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের মিথস্ক্রিয়ায় যোগদান। (২৯ মার্চ ২০২৩)

জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩-এ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত ‘স্মার্ট ভূমি ব্যবস্থাপনায় মাঠ প্রশাসন’ শীর্ষক সেমিনার/প্যানেল ডিসকাশনে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের মিথস্ক্রিয়ায় যোগদান। (২৯ মার্চ ২০২৩)

জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩-এ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত ‘স্মার্ট ভূমি ব্যবস্থাপনায় মাঠ প্রশাসন’ শীর্ষক সেমিনার/প্যানেল ডিসকাশনে অংশগ্রহণকারীগণ। (২৯ মার্চ ২০২৩)

জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩-এ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত ‘স্মার্ট ভূমি ব্যবস্থাপনায় মাঠ প্রশাসন’ শীর্ষক সেমিনার/প্যানেল ডিসকাশনে অংশগ্রহণকারীগণ। (২৯ মার্চ ২০২৩)

জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩-এ সায়রাত, খাসজমি ও জনবান্ধব ভূমিসেবা সম্পর্কিত দ্বিতীয় প্যানেল ডিসকাশন

জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩-এ রাজধানীর বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'সায়রাত, খাসজমি ও জনবান্ধব ভূমিসেবা' শীর্ষক সেমিনার/প্যানেল ডিসকাশনে আলোচকবৃন্দ। (৩০ মার্চ ২০২৩)

জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩-এ রাজধানীর বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'সায়রাত, খাসজমি ও জনবান্ধব ভূমিসেবা' শীর্ষক সেমিনার/প্যানেল ডিসকাশনে অংশগ্রহণকারীগণ। (৩০ মার্চ ২০২৩)

জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩-এ রাজধানীর বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'সায়রাত, খাসজমি ও জনবান্ধব ভূমিসেবা' শীর্ষক সেমিনার/প্যানেল ডিসকাশনে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের মিথস্ক্রিয়ায় যোগদান। (৩০ মার্চ ২০২৩)

জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩-এ রাজধানীর বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'সায়রাত, খাসজমি ও জনবান্ধব ভূমিসেবা' শীর্ষক সেমিনার/প্যানেল ডিসকাশনে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের মিথস্ক্রিয়ায় যোগদান। (৩০ মার্চ ২০২৩)

জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩-এ অধিগ্রহণ ব্যবস্থাপনা, সরকারি মামলা ও সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত তৃতীয় প্যানেল ডিসকাশন

জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩-এ রাজধানীর বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'অধিগ্রহণ ব্যবস্থাপনা, সরকারি মামলা ও সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক সেমিনার/প্যানেল ডিসকাশনে আলোচকবৃন্দ। (৩০ মার্চ ২০২৩)

জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩-এ রাজধানীর বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'অধিগ্রহণ ব্যবস্থাপনা, সরকারি মামলা ও সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক সেমিনার/প্যানেল ডিসকাশনে অংশগ্রহণকারীগণ। (৩০ মার্চ ২০২৩)

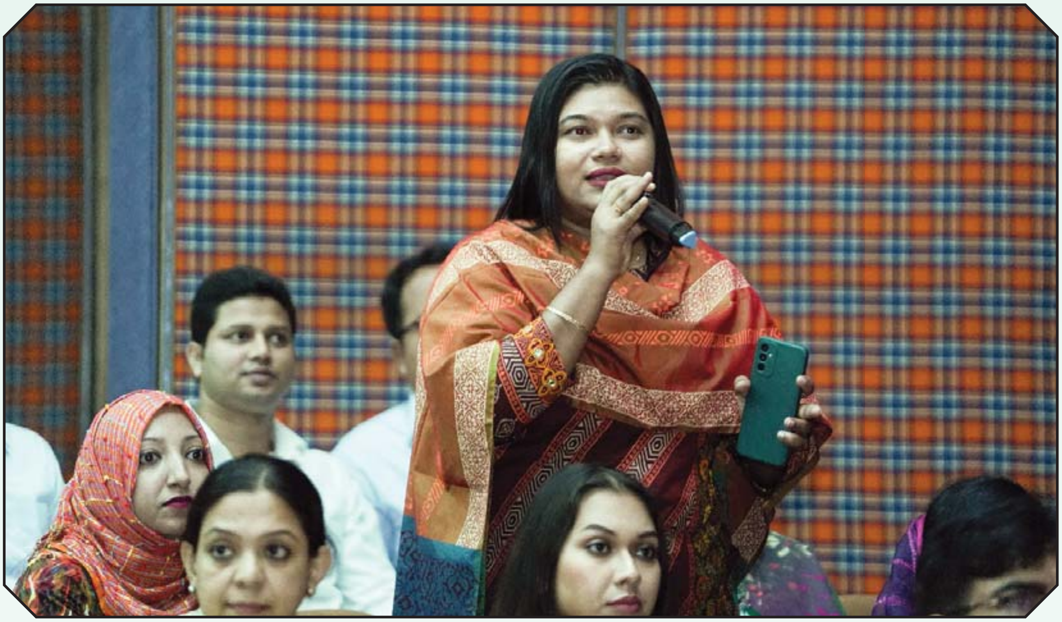

জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩-এ রাজধানীর বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'অধিগ্রহণ ব্যবস্থাপনা, সরকারি মামলা ও সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক সেমিনার/প্যানেল ডিসকাশনে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের মিথস্ক্রিয়ায় যোগদান। (৩০ মার্চ ২০২৩)

জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩-এ রাজধানীর বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'অধিগ্রহণ ব্যবস্থাপনা, সরকারি মামলা ও সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক সেমিনার/প্যানেল ডিসকাশনে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের মিথস্ক্রিয়ায় যোগদান। (৩০ মার্চ ২০২৩)

জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩-এ বাংলাদেশ ডিজিটাল জরিপ সম্পর্কিত চতুর্থ প্যানেল ডিসকাশন

জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩-এ রাজধানীর বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ ডিজিটাল জরিপ' শীর্ষক সেমিনার/প্যানেল ডিসকাশনে আলোচকবৃন্দ। (৩১ মার্চ ২০২৩)

জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩-এ রাজধানীর বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ ডিজিটাল জরিপ' শীর্ষক সেমিনার/প্যানেল ডিসকাশনে অংশগ্রহণকারীগণ। (৩১ মার্চ ২০২৩)

তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত জাতীয় ভূমি সম্মেলনের শেষ দুইদিন (৩০-৩১ মার্চ ২০২৩)-এর কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত তিনটি প্যানেল ডিসকাশন রাজধানীর বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত জাতীয় ভূমি সম্মেলনের শেষ দুইদিন (৩০-৩১ মার্চ ২০২৩)-এর কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত তিনটি প্যানেল ডিসকাশন রাজধানীর বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

গণমাধ্যমে জাতীয় ভূমিসেবা সপ্তাহ ২০২৩ ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের নতুন ৭টি উদ্যোগ

ভূমি মন্ত্রণালয়ের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

United Nations Public Service Awards
Winner
Category on Developing transparent and accountable public institutions
This certificate is given in recognition of the contribution of
e-Mutation
Ministry of Land
People's Republic of Bangladesh
for innovation and excellence in public services supporting the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development

LIU Zhenmin
Under-Secretary-General for Economic and Social Affairs
23 June 2020

জাতিসংঘ পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড ২০২০

WSIS PRIZES
WINNER

WORLD SUMMIT ON THE INFORMATION SOCIETY
CERTIFICATE OF RECOGNITION
The International Telecommunication Union is proud to award
Digital Land Tax
Ministry of Land
Bangladesh
Winner of WSIS Prizes 2022
Category 7
ICT Applications: e-Government
for its outstanding contribution towards strengthening the implementation of the World Summit on the In formation Society (WSIS) Outcomes

Geneva, 3 June 2022

Houlin Zhao
ITU Secretary-General

World Summit on the Information Society (WSIS) পুরস্কার ২০২২

বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক ২০২২

ডিজিটাল বাংলাদেশ অ্যাওয়ার্ড ২০২২

স্মার্ট ভূমিসেবা : লক্ষ্য ২০২৬

পরিশিষ্ট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ অধিশাখা
www. minland.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৩১.০০.০০০০.০৩৫.৬৮.২৩০.২০.২৯৫ তারিখ: ০৯ মার্চ ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়: জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩ এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের ৭টি উদ্যোগের শুভ উদ্বোধন সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের জন্য কর্মকর্তাগণের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন।

জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩ এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের ৭টি উদ্যোগের শুভ উদ্বোধন সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের মধ্যে নিম্নোক্তভাবে দায়িত্ব বণ্টন করা হলো:

০১। জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩ এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের ৭টি উদ্যোগের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সার্বিক সমন্বয় এবং স্টেইজ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবেন জনাব মো: আব্বাছ উদ্দিন, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), ভূমি মন্ত্রণালয়।

০২। অনুষ্ঠানের দাওয়াতপত্র তৈরি, দাওয়াতপত্রের ঠিকানা মুদ্রণ, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের সাথে যোগাযোগ, উপস্থাপক নির্ধারণ ইণ্যাদি কার্য সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের জন্য নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করা হলো:

ক্র:নং	নাম	পদবী
০১)	জনাব মোহাম্মদ আবুল কালাম, উপসচিব (প্রশাসন), ভূমি মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
০২)	জনাব ইশরাত ফারজানা, উপসচিব (প্রশিক্ষণ ও শৃঙ্খলা), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৩)	ড. মোহাম্মদ শাহনুর আলম, উপসচিব (আইন-২), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৪)	জনাব চিত্রা শিকারী, সিনিয়র সহকারী সচিব (জরিপ-২), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৫)	জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, সিনিয়র সহকারী সচিব (আইন-৪), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য

কার্যপরিধি:

(ক) অনুষ্ঠানের দাওয়াতপত্র তৈরি;

(খ) দাওয়াতপত্রে ঠিকানা মুদ্রণ;

(গ) ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের সাথে যোগাযোগ;

(ঘ) উপস্থাপক নির্ধারণ;

(ঙ) ইফতারির ব্যবস্থা করা;

(চ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার;

(ছ) আবাসন ব্যবস্থা।

০৩। অনুষ্ঠানের ভিডিও তৈরি, স্ক্রিপ্ট তৈরি, প্রিন্টিং মেটেরিয়াল ইত্যাদি কার্য সম্পাদনের জন্য নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হলো;

ক্র:নঃ	নাম	পদবী
০১)	ড. মো: জাহিদ হোসেন পনির, পিএএ, যুগ্মসচিব (ডিকেএমপি), ভূমি মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
০২)	জনাব সেলিম আহমদ, উপসচিব (ডিকেএমপি), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৩)	জনাব মো: আবু হাসান সিদ্দিক, সচিবের একান্ত সচিব (উপসচিব), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৪)	সৈয়দ মোঃ আব্দুলাহ আল নাহিয়ান, জনসংযোগ কর্মকর্তা, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৫)	জনাব আতিয়া আন্‌জুম আভা, সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৬)	জনাব সুকান্ত কুমার মন্ডল, সহকারী প্রোগ্রামার, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য

কার্যপরিধিঃ

(ক) অনুষ্ঠানের ভিডিও তৈরি;

(খ) প্রিন্টিং মেটেরিয়াল তৈরি;

(গ) উপস্থাপনার স্ক্রিপ্ট তৈরি;

(ঘ) বক্তব্য ড্রাফ্‌ট তৈরি করা;

(ঙ) ২৯/০৩/২০২৩ তারিখের অনুষ্ঠানে তথ্য সেবা কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা।

০৪। অনুষ্ঠানের দাওয়াতপত্র বিতরণ এবং অতিথিদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের জন্য নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হলো;

ক্র:নঃ	নাম	পদবী
০১)	জনাব মো: জহুরুল হক, অতিরিক্ত সচিব (খাসজমি), ভূমি মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
০২)	জনাব মোঃ খলিলুর রহমান, যুগ্মসচিব (আইন), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৩)	জনাব মঈনউল ইসলাম, উপসচিব (খাসজমি-১), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৪)	জনাব দেলোয়ার হোসেন মাতুব্বর, যুগ্মসচিব (সায়রাত), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৫)	জনাব সাবেরা আক্তার, উপসচিব (বাজেট ও অডিট), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৬)	জনাব মো: আবুল কালাম তালুকদার, উপসচিব (আইন-১), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৭)	জনাব হাসিনা ইসলাম, উপসচিব (খাসজমি-২), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য

কার্যপরিধিঃ

(ক) অনুষ্ঠানের দাওয়াতপত্র বিতরণ;

(খ) কোন কোন অতিথি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হবে তা নিশ্চিত করে প্রশাসন অনুবিভাগে তালিকা প্রেরণ।

০৫। ২৯/০৩/২০২৩ তারিখ ২য় পর্বের অনুষ্ঠানের অতিথিদের মধ্যে ইফতারি বিতরণ করার জন্য নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হলো;

ক্র:নং	নাম	পদবী
০১)	জনাব এম.এম. আরিফ পাশা, যুগ্মসচিব (জরিপ-১), ভূমি মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
০২)	জনাব মঈনউল ইসলাম, উপসচিব (খাসজমি-১), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৩)	জনাব সাবেরা আক্তার, উপসচিব (বাজেট ও অডিট), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৪)	জনাব মোহাম্মদ আবুল কালাম, উপসচিব (প্রশাসন), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৫)	জনাব মোঃ মাহমুদুল আলম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৬)	জনাব মোঃ আবুল কালাম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৭)	জনাব মোঃ রাজিউর রহমান, ব্যক্তিগণ কর্মকর্তা, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৮)	জনাব মোঃ মশিউল আলম গাজী, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৯)	জনাব মোঃ খলিলুর রহমান ভূঞা, ব্যক্তিগণ কর্মকর্তা, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০)	জনাব মোঃ খলিলুর রহমান, অফিস সহায়ক, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১)	জনাব মোঃ মেরাজুল ইসলাম, অফিস সহায়ক, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য

০৬। অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হলো;

(ক) হল অব ফেইম এর বাহিরে

ক্র:নং	নাম	পদবী
০১)	জনাব প্রদীপ কুমার দাস, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), ভূমি মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
০২)	জনাব মো: জহুরুল হক, অতিরিক্ত সচিব (খাসজমি), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৩)	ড. মো: মাহমুদ হাসান, যুগ্মসচিব (অধিগ্রহণ), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৪)	জনাব মো: নজরুল ইসলাম, যুগ্মসচিব (সায়রাত), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৫)	জনাব দেলোয়ার হোসেন মাতুব্বর, যুগ্মসচিব (সায়রাত), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৬)	জনাব মঈনউল ইসলাম, উপসচিব (খাসজমি-১), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৭)	জনাব সাবেরা আক্তার, উপসচিব (বাজেট ও অডিট), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৮)	জনাব মো: আবুল কালাম তালুকদার, উপসচিব (আইন-১), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৯)	জনাব হাসিনা ইসলাম, উপসচিব (খাসজমি-২), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য

(খ) হল অব ফেইমের ভিতরে:

ক্র:নং	নাম	পদবী
০১)	জনাব মোঃ আব্বাছ উদ্দিন, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), ভূমি মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
০২)	জনাব মোঃ খলিলুর রহমান, যুগ্মসচিব (আইন), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৩)	ড. মো: জাহিদ হোসেন পনির, পিএএ, যুগ্মসচিব (ডিকেএমপি), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৪)	জনাব ইশরাত ফারজানা, উপসচিব (প্রশিক্ষণ ও শৃঙ্খলা), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৫)	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, উপসচিব (অধিগ্রহণ-১), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৬)	জনাব মোহাম্মদ আবুল কালাম, উপসচিব (প্রশাসন), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৭)	জনাব শাকিলা রহমান, সিনিয়র সহকারী সচিব (মাঠ প্রশাসন-২), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৮)	জনাব আতিয়া আন্‌জুম আভা, সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ

সচিব

ভূমি মন্ত্রণালয়

০১। জনাব ---

ভূমি মন্ত্রণালয়।

০২। কার্যালয় নথি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভূমি মন্ত্রণালয়

প্রশাসন-১ অধিশাখা

www. minland.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৩১.০০.০০০০.০৩৫.৬৮.২৩০.২০. তারিখ: ১২ মার্চ ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়: জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩ এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠান সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের জন্য কর্মকর্তাগণের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন।

জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩ এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের মধ্যে নিম্নোক্তভাবে দায়িত্ব বণ্টন করা হলো:

০১। জাতীয় ভূমি সম্মেলন ২০২৩ এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য জনাব প্রদীপ কুমার দাস, অতিরিক্ত সচিব (মাঠ প্রশাসন)-কে সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হলো।

০২। দ্বিতীয় দিনের (৩০/০৩/২০২৩ তারিখ) প্রথম সেশন (সায়রাত, খাসজমি ও মাঠ প্রশাসন সংক্রান্ত) এর আমন্ত্রণপত্র প্রদান, উপস্থাপক নির্ধারণ ইত্যাদি কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করা হলো:

ক্র:নং	নাম	পদবী
০১)	জনাব মো: জহুরুল হক, অতিরিক্ত সচিব (খাসজমি), ভূমি মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
০২)	জনাব মো: নজরুল ইসলাম, যুগ্মসচিব (সায়রাত), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৩)	জনাব দেলোয়ার হোসেন মাতুব্বর, যুগ্মসচিব (সায়রাত), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৪)	জনাব মঈনউল ইসলাম, উপসচিব (খাসজমি-১), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৫)	জনাব হাসিনা ইসলাম, উপসচিব (খাসজমি-২), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৬)	জনাব শাকিলা রহমান, সিনিয়র সহকারী সচিব (মাঠ প্রশাসন-২), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য

কার্যপরিধি:

(ক) অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র প্রেরণ;

(খ) স্ক্রিপ্ট/বক্তব্য তৈরি করা;

(গ) উপস্থাপক নির্ধারণ;

(ঘ) মাঠ প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করা;

(ঙ) বিয়াম ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করা।

০৩। দ্বিতীয় দিনের (৩০/০৩/২০২৩ তারিখ) প্রথম সেশন (সায়রাত, খাসজমি ও মাঠ প্রশাসন সংক্রান্ত) এর অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ইফতারির ব্যবস্থা করা জন্য নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করা হলো:

ক্র:নং	নাম	পদবী
০১)	জনাব এম.এম. আরিফ পাশা, যুগ্মসচিব (জরিপ-১), ভূমি মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
০২)	জনাব মঈনউল ইসলাম, উপসচিব (খাসজমি-১), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৩)	জনাব মোহাম্মদ আবুল কালাম, উপসচিব (প্রশাসন), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৪)	জনাব মোঃ মাহমুদুল আলম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৫)	জনাব মোঃ আবুল কালাম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৬)	জনাব মোঃ খলিলুর রহমান, অফিস সহায়ক, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য

কার্যপরিধি:

(ক) ইফতারির ব্যবস্থা করা;

(খ) প্রথম সেশনের ইফতারি খেজুর এবং বিভিন্ন ফল দিয়ে করতে হবে;

০৪। দ্বিতীয় দিনের (৩০/০৩/২০২৩ তারিখ) দ্বিতীয় সেশন (অধিগ্রহণ ও সরকারি মামলা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত) এর আমন্ত্রণপত্র প্রদান, উপস্থাপক নির্ধারণ ইণ্যাদি কার্য সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের জন্য নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করা হলো:

ক্র:নং	নাম	পদবী
০১)	জনাব মোঃ খলিলুর রহমান, যুগ্মসচিব (আইন), ভূমি মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
০২)	ড. মো: মাহমুদ হাসান, যুগ্মসচিব (অধিগ্রহণ), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৩)	ড. মো: জাহিদ হোসেন পনির, পিএএ, যুগ্মসচিব (ডিকেএমপি), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৪)	ড. মোহাম্মদ শাহানুর আলম, উপসচিব (আইন-২), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৫)	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, উপসচিব (অধিগ্রহণ-১), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য

কার্যপরিধি:

(ক) অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র প্রেরণ;

(খ) স্ক্রিপ্ট/বক্তব্য তৈরি করা;

(গ) উপস্থাপক নির্ধারণ;

(ঘ) মাঠ প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করা;

(ঙ) বিয়াম ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করা।

০৫। দ্বিতীয় দিনের (৩০/০৩/২০২৩ তারিখ) দ্বিতীয় সেশন (অধিগ্রহণ ও সরকারি মামলা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত) এর অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ইফতারীর ব্যবস্থা করা জন্য নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করা হলো:

ক্র:নং	নাম	পদবী
০১)	জনাব এম.এম. আরিফ পাশা, যুগ্মসচিব (জরিপ-১), ভূমি মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
০২)	জনাব মঈনউল ইসলাম, উপসচিব (খাসজমি-১), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৩)	জনাব মোহাম্মদ আবুল কালাম, উপসচিব (প্রশাসন), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৪)	জনাব মোঃ মাহমুদুল আলম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৫)	জনাব মোঃ আবুল কালাম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৬)	জনাব মোঃ খলিলুর রহমান, অফিস সহায়ক, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য

কার্যপরিধি:

(ক) ইফতারির ব্যবস্থা করা;

(খ) সুষ্ঠভাবে ইফতারি বিরতণ করা;

০৬। তৃতীয় দিনের (৩১/০৩/২০২৩ তারিখ) সেশন (বাংলাদেশ ডিজিটাল জরিপ সংক্রান্ত) এর আমন্ত্রণপত্র প্রদান, উপস্থাপক নির্ধারণ ইণ্যাদি কার্য সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের জন্য নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করা হলো:

ক্র:নং	নাম	পদবী
০১)	জনাব এম.এম. আরিফ পাশা, যুগ্মসচিব (জরিপ-১), ভূমি মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
০২)	জনাব সেলিম আহমদ, উপসচিব (ডিকেএমপি), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৩)	জনাব চিত্রা শিকারী, সিনিয়র সহকারী সচিব (জরিপ-২), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৪)	জনাব শাকিলা রহমান, সিনিয়র সহকারী সচিব (মাঠ প্রশাসন-২), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য

কার্যপরিধি:

(ক) অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র প্রেরণ;

(খ) স্ক্রিপ্ট/বক্তব্য তৈরি করা;

(গ) উপস্থাপক নির্ধারণ;

(ঘ) মাঠ প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করা;

(ঙ) বিয়াম ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করা।

০৭। দ্বিতীয় দিনের (৩১/০৩/২০২৩ তারিখ) সেশন (বাংলাদেশ ডিজিটাল জরিপ সংক্রান্ত) এর অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ইফতারির ব্যবস্থা করার জন্য নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করা হলো:

ক্র:নঃ	নাম	পদবী
০১)	জনাব এম.এম. আরিফ পাশা, যুগ্মসচিব (জরিপ-১), ভূমি মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
০২)	জনাব মঈনউল ইসলাম, উপসচিব (খাসজমি-১), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৩)	জনাব মোহাম্মদ আবুল কালাম, উপসচিব (প্রশাসন), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৪)	জনাব মোঃ মাহমুদুল আলম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৫)	জনাব মোঃ আবুল কালাম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৬)	জনাব মোঃ খলিলুর রহমান, অফিস সহায়ক, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য

কার্যপরিধিঃ

(ক) ইফতারির ব্যবস্থা করা।

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ

সচিব

ভূমি মন্ত্রণালয়

০১। জনাব ---

ভূমি মন্ত্রণালয়।

০২। কার্যালয় নথি।

স্মার্ট ভূমিসেবা

ভূমিসেবা পেতে ১৬১২২ নম্বরে কল করুন

অথবা ভিজিট করুন land.gov.bd